শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ভক্তিগ্রন্থ-পঞ্চকম্

শ্রীমদ্ প্রিয়াচরণ দাস ভাগবতভূষণ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

Shri KESHABJI GO
Mathura (U.P.)

সৎ-সেবক-আশ্রম

শ্রীবৃন্দাবনধাম

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

ভক্তিগ্রন্থ-পঞ্চকম্

Shri KESHABJI GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীলশ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর
বিরচিত

শ্রীমদ্ প্রিয়াচরণ দাস ভাগবতভূষণ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস কর্ত্তৃক
শ্রীবৃন্দাবনস্থ
সৎ-সেবক-আশ্রম হইতে প্রকাশিত

প্রকাশক ঃ

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস

সৎ-সেবক-আশ্রম

বৃন্দাবন, মথুরা ২৮১১২১

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীমদ্ প্রিয়াচরণ দাস ভাগবতভূষণ

চাকলেশ্বর, 'ভাগবত ভবন'

পোঃ গোবর্দ্ধন, মথুরা—২৮১৫০২

২। শ্রীশ্যামসুন্দর দাস

গুরুপ্রসাদ রায় কুঞ্জ

রাণাপতি ঘাট

বৃন্দাবন, মথুরা—২৮১১২১

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

৪। শ্রীশচীনন্দন ভক্তিপ্রভা

২৬এ, দেওদার ষ্ট্রীট

রুম নং—২৫

কলিকাতা-৭০০০১৯

প্রকাশন তিথি ঃ

১ আশ্বিস (হরিবাসর) ১৩৯৪

গৌরাঙ্গাব্দ—৫০১

প্রথম সংস্করণ—১১০০

আনুকল্য—১২০০

মুদ্রক ঃ

অসিত সরকার

তাপসী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৬, শিবু বিশ্বাস লেন

কলিকাতা-৬

সম্পাদকীয়

নম্র নিবেদন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীলশ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ্ প্রণীত এই "ভক্তি-গ্রন্থপঞ্চকম্" অর্থাৎ ১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ২। উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ ৩। ভাগবতামৃতকণা। ৪। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা। ৫। মাধুর্য্যকাদম্বিনী এই পাঁচখানি গ্রন্থের সন্নিবেশ। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার প্রত্যেক গ্রন্থের সমাপ্তিতে "অনধিগত ব্যাকরণানাং" এই বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন। অর্থাৎ যাঁহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই অথচ রাগানুগামার্গে ভজনলিপ্সু, তাঁহাদের ভক্তিরস আস্বাদনের নিমিত্ত এইগ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম—এই প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে গ্রন্থগুলি যে ভজনপ্রয়াসী বৈষ্ণবগণের পরম আদরের বস্তু তাহা বলাই বাহুল্য।

অধুনা ভক্তিপঞ্চকম্ গ্রন্থাবলী সর্ব্বত্র পুস্তকালয়ে এবং প্রকাশকের নিকট দুষ্প্রাপ্য হইয়াছেন। অনেক ব্রজবনবাসী বিরক্ত বৈষ্ণবগণের আগ্রহে 'ভক্তি-গ্রন্থ-পঞ্চকম্' গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশিত হইলেন। প্রমাদাদি বশতঃ স্বভাবতঃ ত্রুটি হইয়া থাকে, সুধী মহাত্মা পাঠকবৃন্দ নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন,—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। অলমতি বিস্তরেণ!

বৈষ্ণবচরণরেণুপ্রার্থী

প্রিয়াচরণ দাস

Swami [illegible]

প্রকাশকীয়

গ্রন্থের সম্পাদক পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ প্রিয়াচরণ দাস ভাগবতভূষণ বাবাজী মহারাজ বহুদিন যাবৎ আমার নিকট কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। উক্ত কার্য্যে আমার যথেষ্ট উৎসাহ থাকিলেও কর্ম্মমাত্রেরই কিছু না কিছু অন্তরায় স্বাভাবিক। যাহা হইক পরম করুণাময় মহাপ্রভু শ্রীশ্রীমন্ গৌরসুন্দরের করুণায় "ভক্তিগ্রন্থ-পঞ্চকম্" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলেন।

হতারিগতিদায়ক শ্রীভগবানের করুণা অসমোর্দ্ধ, অনুগ্রহ-নিগ্রহরূপ, পরোক্ষ-অপরোক্ষ এবং তত্ত্বপূর্ণ হওয়ায় মৎ-সদৃশ সাধারণ মানুষের উপলব্ধি-বহির্ভূত। পরন্তু তাঁহার পরমপ্রিয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ তাঁহারই করুণায় তাঁহার করুণার মহিমা-উপলব্ধির এবং তৎ-প্রাপ্তির উপায় তৎকালে সাক্ষাৎ উপদেশ দ্বারা এবং পরবর্ত্তিকালের নিমিত্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাও অতিশয় বিস্তৃত এবং বর্ণন পারিপাট্য হেতু আমাদের ন্যায় অধ্যয়ন-বিমুখ, অলস এবং সৎসঙ্গ-বিহীন হতভাগ্যগণের দূরধিগম্য। জীবকল্যাণ-বিভাবিত হৃদয় পরবর্ত্তী মহাজনগণ দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থরাজির মর্ম্মার্থ ভাষানুবাদ, সঙ্গীত ও সুমধুর কীর্ত্তনাদির মাধ্যমে জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীলশ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ সংক্ষিপ্তরূপে যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা কয়িয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে (১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, (২) উজ্জ্বলনীল-মণিকিরণ, (৩) ভাগবতামৃতকণা, (৪) রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, (৫) মাধুর্য্যকাদম্বিনী প্রভৃতি অন্যতম। গ্রন্থগুলি আকৃতিতে ক্ষুদ্র হইলেও তত্ত্বসমৃদ্ধিতে এবং প্রয়োজনের গুরুত্বে অতুলনীয়। গ্রন্থপাঠে শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই শ্রম সার্থক ও কৃতার্থ মনে করিব। মদীয় অজ্ঞতা এবং ভ্রম নিমিত্ত ত্রুটি দৃষ্ট হইলে সজ্জন পাঠকবৃন্দ নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

ভক্তপদরজপ্রার্থী

প্রফুল্লকুমার দাস

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু

মঙ্গলাচরণ, উত্তমাভক্তি, উত্তমাভক্তির ভেদ ... ১—৬
সাধনভক্তি, প্রেমাবির্ভাবের ক্রম ... ৭—৯
ভজনের চৌষট্টি অঙ্গ, সেবাপরাধ ... ১০—১৪
নামাপরাধ, বৈধী ও রাগানুগাভক্তির লক্ষণ ... ১৬—২৬
ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি, ভক্তিরস ... ২৬—২৯
ব্যভিচারিভাব, ভাবপ্রকাশের তারতম্য ... ৩১—৩২
রাগানুগা ভক্তি, শান্তাদি পঞ্চরসের বিভাগ,
মৈত্রী-বৈরী-স্থিতি, ভাবমিশ্রণ ও হাস্যাদি গৌণরস ... ৩৩—৪২

উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ

নায়ক-নায়িকা বিভাগ, নায়িকার স্বভাব, দূতীভেদ,
সখীভেদ, বয়ঃভেদ, ... ৪৩—৪৯
উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ব্যভিচারী,
ভাবোৎপত্তি, স্থায়ীভাব, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ... ৫৩—৫৯

ভাগবতামৃতকণা

পরতত্ত্ব, অবতারাদি বিচার, গুণাবতার, লীলাবতার,
যুগাবতার (প্রকটাপ্রকট লীলাবর্ণন) ... ৬০—৬৪

রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা

রাগানুগা ভক্তির বিস্তৃত আলোচনা ... ৬৫—৯৮

মাধুর্য্য-কাদম্বিনী

প্রথমামৃতবৃষ্টি—মঙ্গলাচরণ, ভক্তি-উৎপত্তির কারণ ... ৯৯—১০৮
দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টি—ভক্তির শ্রেণীভেদ ... ১০৯—১১৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
তৃতীয়ামৃতবৃষ্টি—অপরাধের ভেদ ও নিবৃত্তির পঞ্চপ্রকারভেদ		১১৬—১৩১
চতুর্থ্যমৃতবৃষ্টি—নিষ্ঠিতাভজনক্রিয়া বর্ণন	...	১৩২—১৩৫
পঞ্চম্যমৃতবৃষ্টি—রুচির উৎপত্তি-লক্ষণ	...	১৩৬—১৩৯
ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টি—আসক্তি ও তদবস্থায় ভক্তের ক্রিয়াকলাপ	...	১৪০—১৪৩
সপ্তম্যমৃতবৃষ্টি—ভাবের উৎপত্তি, রাগভক্ত্যুত্থ ও বৈধভক্ত্যুত্থ ভাব	...	১৪৪—১৪৮
অষ্টম্যমৃতবৃষ্টি—ভগবৎ প্রেম, ভগবৎকারুণ্য প্রকাশ, শ্রদ্ধাদির ক্রম ও শ্রীভগবত সাক্ষাৎকার	...	১৪৯—১৬৮

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুঃ।

মঙ্গলাচরণম্

অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ।
কলিত-শ্যামললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

শান্তাদি দ্বাদশরসবিশিষ্ট পরমানন্দস্বরূপ যাঁহার মূর্ত্তি, চতুর্দ্দিকে প্রসরণশীল কান্তিদ্বারা যিনি তারকা ও পালিনাম্নী দুইজন যূথেশ্বরীকে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি শ্যামলা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীরাধিকার অতিশয় প্রীতিবিধানতৎপর, সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মঙ্গলাচরণের শ্লোক)

উত্তমা ভক্তিঃ।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অস্যার্থঃ—অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মাদিরহিতা শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্যানুকূল্যেন কায়বাঙ্মনোভির্যাবতী ক্রিয়া সা ভক্তিঃ।১।

অথ তস্যা লক্ষণং বদন্নেব গ্রন্থমারভতে অন্যেতি। যথা ক্রিয়া-শব্দেন ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে, তথাত্র অনুশীলনশব্দেনাপি ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে। ধাত্বর্থশ্চ দ্বিবিধঃ।—প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মকঃ। তত্র প্রবৃত্ত্যাত্মকো ধাত্বর্থস্তু কায়-বাঙ্মানসময়স্তচ্চেষ্টারূপঃ। নিবৃত্ত্যাত্মকধাত্বর্থশ্চ প্রবৃত্তিভিন্নঃ। সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতেত্যাদি-বচনব্যঞ্জিতঃ সেবানামাপরাধাদ্যভাবরূপশ্চ। স চ বক্ষ্যমাণরতিপ্রেমাদিস্থায়িভাবরূপশ্চ। তদেবং সতি কৃষ্ণসম্বন্ধি কৃষ্ণার্থং বা অনুশীলনমিতি। তৎসম্বন্ধমাত্রস্য তদর্থস্য বা বিবক্ষিতত্বাদ্ গুরুপাদাশ্রয়াদৌ, ভাবরূপস্যাপি ক্রোড়ীকৃতত্বাদ্

শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী স্পৃহা ব্যতীত যাবতীয় ইতরাভিলাষ শূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবরণ এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত কায়-বাক্য-মনে আনুকূল্যময় অনুশীনকেই (যাবতীয় চেষ্টাকেই) উত্তমা ভক্তি বলা হয়॥১॥

রত্যাদিস্থায়িনি ব্যাভিচারিষু ভাবেষু চ নাব্যাপ্তিঃ। এতচ্চ কৃষ্ণ-তদ্ভক্তকৃপয়ৈকলভ্যং শ্রীভগবতঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপমপি কায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেনাবির্ভূতমিতি জ্ঞেয়ম্। অগ্রে তু স্পষ্টীকরিষ্যতে। কৃষ্ণশব্দশ্চাত্র স্বয়ংভগবতঃ কৃষ্ণস্য তদ্রূপাণাং চান্যেষামবতারাণাং গ্রাহকঃ। তারতম্যমগ্রে বিবেচনীয়ং। তত্র ভক্তিস্বরূপতাসিদ্ধ্যর্থং বিশেষণমাহ—আনুকূল্যেনেতি। প্রাতিকূল্যে ভক্তিত্বাপ্রসিদ্ধেঃ।

টীকার অনুবাদ—অনন্তর উত্তমাভক্তির লক্ষণ বলিতে বলিতে গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন। ক্রিয়া শব্দ দ্বারা যেমন ধাতুর সর্বপ্রকার অর্থমাত্রই কথিত হয়, সেইরূপ এস্থলে অনুশীলন শব্দে সকলপ্রকার ধাতুর অর্থমাত্রই বলা হইতেছে। ধাতুর অর্থ দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি (গ্রহণ চেষ্টারূপ) ও নিবৃত্তি (ত্যাগমূলক চেষ্টারূপ)। তন্মধ্যে প্রবৃত্ত্যাত্মক ধাতুর অর্থ কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপ, এবং নিবৃত্ত্যাত্মক ধাতুর অর্থটি প্রবৃত্ত্যাত্মক ধাতুর অর্থ হইতে ভিন্ন। সেবা-নামাপরাধের উদ্ভবের অভাবকারিতা ইত্যাদি বাক্যে বঞ্জিত। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ উৎপত্তির অভাবকারিতা-রূপ জানিতে হইবে। অপর অর্থ রতি প্রেমাদি স্থায়ীভাব—যাহা পরে বর্ণিত হইবে, সেই ভাবরূপ। এইরূপে অনুশীলন শব্দে যে প্রবৃত্ত্যাত্মক, নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টারূপ ও ভাবরূপ অর্থ কথিত হইল তাহা যদি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবিশিষ্ট বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত হয় তাহাকে ভক্তি বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবিশিষ্ট যাবতীয় অনুশীলন বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুশীলন এই উভয় প্রকার চেষ্টাকেই কৃষ্ণানুশীলন এই শব্দের দ্বারা প্রকাশের ইচ্ছানিমিত্ত গুরুপাদাশ্রয়াদিতে এবং ভাবরূপ অর্থকেও কৃষ্ণানুশীলন পদের অন্তর্ভূক্ত করায় রত্যাদি স্থায়িভাবে ব্যাভিচারীভাব সমূহে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে নাই। উক্তরূপ শ্রীকৃষ্ণ-নিমিত্ত চেষ্টারূপ ও ভাবরূপ অনুশীলন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয়ভক্তকৃপাতেই লাভ হইয়া থাকে। এবং কৃষ্ণানুশীলন বা ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি বৃত্তিবিশেষরূপ হইয়াও ভক্তের কায়বাক্যাদি বৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন জানিতে হইবে। অগ্রে ব্যক্ত করিবেন।

'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ এখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য স্বরূপ অবতারগণ নিমিত্ত অনুশীলনের (ভক্তির) তারতম্য পরে বিচার করা হইবে।

তন্মধ্যে ভক্তির স্বরূপ সিদ্ধির নিমিত্ত আনুকূল্যবিশিষ্ট—এই বিশেষণটি বলিয়াছেন। কারণ প্রাতিকুল্যাচরণে (বিরুদ্ধাচরণ) ভক্তি প্রসিদ্ধি হয় না। আনু-

আনুকূল্যঞ্চ উদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিরিত্যুক্তে লক্ষণে অতিব্যাপ্তিরব্যাপ্তিশ্চ। তদ্ যথা—অসুরকর্ত্তৃকপ্রহাররূপানুশীলনং যুদ্ধরসঃ উৎসাহরতিঃ শ্রীকৃষ্ণায় রোচতে। যথোক্তং প্রথমস্কন্ধে—মনস্বিনামিব সন্ সংপ্রহার ইতি। তথা শ্রীকৃষ্ণং বিহায় দুগ্ধরক্ষার্থং গতায়াঃ যশোদায়াস্তাদৃশানুশীলনং শ্রীকৃষ্ণায় ন রোচতে। যথোক্তং শ্রীদশমে—স জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরমিতি। তথাচ তত্র তত্র অতিব্যাপ্তেরব্যাপ্তেশ্চ বারণায় আনুকূল্যানাং প্রতিকূলশূন্যত্বমেব বিবক্ষণীয়ম্। এবং সতি অসুরে দ্বেষরূপ-প্রাতিকূল্যসত্ত্বান্নাতিব্যাপ্তিঃ। এবং যশোদায়াঃ প্রাতিকূল্যাভাবান্নাব্যাপ্তিরিতি বোধ্যম্। এতেন বিশেষণস্যানুকূল্যস্যৈব ভক্তিত্বমস্তু। ভক্তিসামান্যস্যৈব কৃষ্ণায় রোচমানত্বাদ্বিশেষ্যস্য অনুশীলনপদস্য বৈয়র্থ্যমিত্যপি শঙ্কা নিরস্তা। তাদৃশ প্রাতিকূল্যাভাবমাত্রস্য ঘটেঽপি সত্ত্বাৎ। উত্তমত্বসিদ্ধ্যর্থং বিশেষণদ্বয়মাহ—অন্যাভিলাষিতা শূন্যমিত্যাদি। কথম্ভূতমনুশীলনম্? অন্যস্মিন্ ভক্ত্যতিরিক্তে ফলত্বেনাভিলাষশূন্যং। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা ইত্যেকাদশোক্তের্ভক্ত্যুদ্দেশকভক্তিকরণমুচিতমেবেত্যতো

কূল্য শব্দে যে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুশীলন (ভক্তি) করা হইতেছে সেই অনুশীলন যেন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হয়, সেইরূপ রোচমানা প্রবৃত্তির নামই আনুকূল্যবিশিষ্ট ভক্তি,—এইরূপ অর্থ হইলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি এবং অব্যাপ্তিরূপ দোষ হইয়া থাকে। যথা—অসুরগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে প্রহাররূপ যে অনুশীলন, তাহা যুদ্ধরস উৎসাহরতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের রুচি উৎপাদন করিতেছে। অসুরগণের প্রহারে রুচি উৎপাদন করে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১৩।৩০ শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"মনস্বিনামিব সন্ সংপ্রহার" ইতি (অন্যসাধারণের চক্ষে বিপক্ষগণের তীব্র যুদ্ধ দুঃখজনক হইলেও বীরগণের নিকট রুচিকরই হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ সময়ে অসুরগণের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রহার শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর বলিয়া, উহাকে যদি ভক্তি বলা যায় তবে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়—অর্থাৎ অসুরগণের দ্বেষভাবরূপ যে প্রহারানুশীলন তাহা ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী ; তাহাতে ভক্তির লক্ষণ ব্যাপ্ত হয়।)

আবার মা যশোদার শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া দুগ্ধরক্ষার নিমিত্ত গমনরূপ অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হয় নাই দশমস্কন্ধে (১০।৯।৩।)—স জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরমিতি। স্তন্যপানে পরিতৃপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে

ভক্ত্যতিরিক্ত ইতি। যথাত্রান্যাভিলাষশূন্যং বিহায় অন্যাভিলাষিতাশূন্যমিতি স্বভাবার্থকতাচ্ছীল্যপ্রত্যয়েন কস্যচিদ্ভক্তস্য কদাচিচ্ছঙ্কটে প্রাপ্তে—হে ভগবন্ ভক্তং মামেতদ্বিপত্তে সকাশাৎ রক্ষেতি কাদাচিৎকাভিলাষসত্ত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। যতস্তস্য বৈবশ্যহেতুক-স্বভাববিপর্য্যয়েণৈব তাদৃশাভিলাষো নতু স্বাভাবিক ইতি বোধ্যং। পুনঃ কীদৃশং জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং নতু ভজনীয়ত্বেনানুসন্ধানমপি তস্য অবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কর্ম্ম—স্মার্ত্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি নতু ভজনীয়পরিচর্য্যাদি তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ। আদিশব্দেন ফল্গুবৈরাগ্যযোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদয়স্তৈরনাবৃতং নতু শূন্যমিত্যর্থঃ। তেন চ ভক্ত্যাবরকানামেব জ্ঞানকর্ম্মাদীনাং নিষেধোঽভিপ্রেতঃ। ভক্ত্যাবরকত্বং নাম বিধিশাসনান্নিত্যকর্ম্মাকরণে প্রত্যবায়াদিভয়াৎ শ্রদ্ধয়া ক্রিয়মাণত্বং তথা ভক্ত্যাদিরূপেষ্ট-সাধনত্বাৎ শ্রদ্ধয়া ক্রিয়মাণত্বঞ্চ। তেন লোকসংগ্রহার্থমশ্রদ্ধয়া পিত্রাদিশ্রাদ্ধাঙ্গং কুর্ব্বতাং মহানুভবানাং শুদ্ধভক্তৌ নাব্যাপ্তিঃ। অত্র শ্রীকৃষ্ণানুশীলনং কৃষ্ণভক্তিরিতি বক্তব্যে ভগবচ্ছাস্ত্রেষু কেবলস্য ভক্তিশব্দস্য তত্রৈব বিশ্রান্তিরিত্যভিপ্রায়াত্তথোক্তম্ ॥১॥

ক্রোড় হইতে নামাইয়া রাখিয়া গেলেন। এখানে মা যশোদার যে চেষ্টা তাহা শ্রীকৃষ্ণের অরুচিজনকত্ব হেতু ভক্তি হইতে পারে না। এস্থলে লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ দৃষ্ট হয়।

উক্ত অসুরগণের এবং মা যশোদার অনুশীলনরূপ উদাহরণে অতিব্যাপ্তি এবং অব্যাপ্তি দোষ নিবারণের নিমিত্ত আনুকূল্য সমূহের প্রাতিকূল্যশূণ্যতাই বলিবার অভিপ্রায়।

প্রাতিকূল্যশূন্যত্ব না হইলে ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না—এইরূপ হইলে অসুরগণে দ্বেষরূপ প্রাতিকূল্য থাকায় অতিব্যাপ্তি দোষ হইল না অর্থাৎ প্রাতিকূল্যশূন্য না হওয়ায় ভক্তি হইল না। আবার মা যশোদার অনুশীলনে প্রতিকূলতা দৃষ্ট হইলেও প্রাতিকূল্যের লেশমাত্র না থাকায় লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয় নাই। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই গমন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিকূলশূন্য হইয়া ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এখন আনুকূল্য এই বিশেষণেরই ভক্তিত্ব সিদ্ধ হউক? ভক্তি সমস্তই যখন আনুকূল্য বা শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর চেষ্টারূপ তখন অনুশীলন এই বিশেষ্যপদের প্রয়োগ নিরর্থক এই আশঙ্কাও নিরস্ত হইল।

কেবল আনুকূল্য অর্থাৎ প্রাতিকূল্যের অভাব হইলেই ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইবে না কারণ তাদৃশ প্রাতিকূল্যাভাব ঘটে ও আছে তাহাকে কি ভক্তি বলা যাইবে? না! কারণ ঘটে প্রাতিকূল্য নাই সত্য; কিন্তু অনুশীলন শব্দে যে চেষ্টারূপ ক্রিয়া না থাকায় তাহার ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না।

উক্তপ্রকারে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া এখন ভক্তির উত্তমত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত দুইটি বিশেষণ বলিতেছেন—(১) অন্যাভিলাষিতা শূন্যম্। (২) জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অনাবৃতম্। কি প্রকার সেই অনুশীলন? ভক্তি ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে ফলরূপ (স্বর্গাদিতে) অভিলাষশূন্য। ভক্তিদ্বারাই ভক্তি সঞ্জাত হয়,—একাদশ স্কন্ধের এই উক্তি হেতু ভক্তির উদ্দেশ্যেই ভক্তি (শ্রবণাদি সাধন ভক্তি) করা কর্ত্তব্য। অতএব ভক্তি-অতিরিক্ত অন্য অভিলাষশূন্যত্বই উত্তমা ভক্তি।

অত্র অন্যাভিলাষ শূন্যং না বলিয়া অন্যাভিলাষিতা শূন্যং বলিবার কারণ উত্তরে বলিতেছেন যে, অন্যাভিলাষ শব্দের অন্তে (স্বভাবার্থ বাচক) শীলার্থ নি-নি প্রত্যয় ও তৎপরে ভাবার্থে 'তা' প্রত্যয় দ্বারা দেখাইতেছেন—কোন ভক্তের কোনরূপ সঙ্কট প্রাপ্ত হইলে,—"হে ভগবন্! আমি তোমার ভক্ত, আমাকে তুমি এই বিপদ হইতে রক্ষা কর" এইরূপ কদাচিৎক অভিলাষ সত্বেও তাহার কোন বিঘ্ন হইতেছে না। যেহেতু তাহার বিবশতা (সংকট জন্য) হেতু স্বভাব বিপর্য্যয় জন্য সেইপ্রকার অভিলাষ করিয়াছেন কিন্তু ঐরূপ অভিলাষ তাহার স্বভাবসিদ্ধ নয়—ইহাই জানিতে হইবে।

'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং' বলিতেছেন—পুনঃ কি-প্রকার জ্ঞান? অত্র নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ যে জ্ঞান তাহা নিবারণ করিতেছেন! কিন্তু ভজনীয় বিষয় অনুসন্ধানরূপ জ্ঞানের অবশ্যই অপেক্ষা আছে। কর্ম্ম বলিতে স্মার্ত্ত অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম-সকলকে নিষেধ করিতেছেন; কিন্তু ভজনযোগ্য পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্মকে নিষেধ করেন নাই। কারণ ভজনীয় পরিচর্য্যাদি কর্ম্ম-সকল, শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপ হেতু বর্জ্জনীয় নহে। 'জ্ঞান-কর্ম্মাদি'র আদি শব্দে ফল্গুবৈরাগ্য (১) অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অভ্যাস-যোগদিকেও নিষেধ করিয়াছেন তাহাদের অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত বলিয়াছেন; কিন্তু জ্ঞানকর্ম্মাদিশূন্য একথা বলেন নাই। অতএব ভক্ত্যাবরক জ্ঞানকর্ম্মাদি সকলের নিষেধ করাই একমাত্র অভিপ্রায়।

ভক্তির আবরণ দুইপ্রকার—(১) শাস্ত্র-শাসনহেতু নিত্যকর্ম্ম-সকল না করিলে প্রত্যবায়াদি উপস্থিত হইবে এই ভয়ে (২) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-

সা ভক্তিঃ সাধনভক্তির্ভাবভক্তিঃ প্রেমভক্তিরিতি ত্রিবিধা।

সা ভক্তিরিতি।—অথাত্র সাধন-সাধ্যরূপো দ্বিবিধো ভেদ এবাস্তু ভাবস্যাপি সাধ্যভক্ত্যন্তর্ভাবোঽস্তু কিং ভেদত্রয়করণেনেতি চেন্ন। যতোঽগ্রে বক্ষ্যমাণস্য উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি সাধকভক্তলক্ষণস্য মধ্যে রত্যপরপর্য্যায়স্য ভাবস্যাবির্ভাবেঽপি সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতা ইতি বিশেষণেন প্রবলতরস্য কস্যচিদপরাধস্য কশ্চন ভাগোঽবশিষ্টোঽস্তি ইতি লভ্যতে। এবং সতি ক্লেশজনকস্যাপরাধস্য লেশেঽপি

নৈমিত্তিক কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিলে ভক্তি প্রভৃতি অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হইবে মনে করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ সকল কর্ম্মাদি করিয়া থাকে। তজ্জন্য মহানুভবগণ লোকশিক্ষার জন্য অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে পিতৃশ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহা অশ্রদ্ধায় কৃত হয় বলিয়া শুদ্ধভক্তির আবরক বা ব্যাঘাত হয় না। এখানে "কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণভক্তি" ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবদ্ভক্তি শাস্ত্রসমূহে কেবল-ভক্তিশব্দেরই পর্য্যবসান ইহাই ভক্তিশাস্ত্রসমূহের অভিপ্রায় উক্ত হইয়াছে। ॥১॥

উত্তমা-ভক্তির ভেদ।

পূর্ব্বোক্ত উত্তমাভক্তি আবার সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিভেদে তিন প্রকার। উত্তমা-ভক্তির 'সাধন রূপ ও সাধ্যরূপ' এই দুইটী ভেদই হউক, এবং ভাবভক্তিকে সাধ্যভক্তিরই অন্তর্ভূত বলা হউক; তিনটি ভেদ স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? এরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত নহে। যেহেতু মূল গ্রন্থের দক্ষিণ-বিভাগে প্রথম লহরীতে বর্ণিত আছে,—

যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-রতি (ভাব) উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্‌রূপে বিঘ্ননিবৃত্তি হয় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকারে যোগ্যতা ঘটিয়াছে, তাঁহারা সাধক-ভক্ত বলিয়া কথিত। সাধক-ভক্তের এই লক্ষণটীতে দেখা যাইতেছে যে, সাধকের রতির অপরপর্য্যায় ভাবভক্তির আবির্ভাবের পরও,—সম্যক্‌রূপে বিঘ্ননিবৃত্তি হয় নাই" এই বিশেষণটী থাকাতে, তখনও ঐ সাধকভক্তে কোন প্রবলতর মহদপরাধের কিছু না কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। এ জন্য যাহা ক্লেশ বা বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ, সেই মহদপরাধের লেশমাত্রও যে পর্য্যন্ত ভক্তেতে বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ঐ ভক্তেতে সাধ্যভক্তির আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। এ জন্য মূল গ্রন্থে ঐ স্থানে বর্ণিত সাধ্যভক্তিবিশিষ্টসিদ্ধভক্তলক্ষণে উক্ত আছে—

সাধনভক্তিঃ পুনর্বৈধীরাগানুগাভেদেন দ্বিবিধা ॥২॥

সাধ্যভক্তেরাবির্ভাবো ন সংভবতি। অতএব তত্রৈবোক্তস্য সাধ্যভক্তিবিশিষ্ট সিদ্ধভক্ত-লক্ষণস্য মধ্যে অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদাকৃষ্ণাশ্রিতাক্রিয়াঃ সিদ্ধাঃ স্যুরিত্যনেন তথৈব প্রতিপাদিতং। তস্মাদ্ভাবস্য সাধ্যভক্তেরন্তর্ভাবো ন সংভবতি। তথৈব সাধনভক্তেরন্তর্ভাবস্তু সুতরামেব নাস্তি। যতোঽত্রৈব প্রকরণে সাধনভক্তিলক্ষণে ভাবসাধনত্বরূপ বিশেষণেন ভাবস্য সাধনভক্তিত্বং পরাস্তং। ভাবস্য ভাব-সাধনত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ সাধূক্তং ভক্তেস্ত্রিবিধত্বমিতি বিবেচনীয়ং।

যাঁহারা কোন প্রকার ক্লেশকে জানেন না এবং সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ক্রিয়াতে রত, তাঁহারা সিদ্ধ ভক্ত। সুতরাং ভাবভক্তি সাধ্যভক্তির অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

তাহা হইলে ভাব-ভক্তিকে সাধন-ভক্তিরই অন্তর্ভূত বলা হউক। তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে—"ভাব-ভক্তি সাধন-ভক্তির অন্তর্গত"—একথা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কারণ, এই প্রকরণে সাধন-ভক্তিলক্ষণে—'সাধ্যভাবা' সাধনভক্তি যে ভাবভক্তির সাধন অর্থাৎ সাধনভক্তি দ্বারা ভাবভক্তি সাধ্য হইয়া থাকে, সুতরাং ভাবভক্তিকে সাধনভক্তির অন্তর্ভূত বলিয়া আশঙ্কা করিবার অবসরও দূরীভূত হইল। যেহেতু ভাবভক্তি কখনও ভাবভক্তির সাধন হইতে পারে না, সুতরাং সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিভেদে ভক্তি যে তিন প্রকার, একথা বলা অতি সুন্দর হইয়াছে।

সাধন-ভক্তি।

কৃতীতি।—সা সামান্যতো লক্ষিতোত্তমা ভক্তিঃ। ইন্দ্রিয়ব্যাপারেণ সাধ্যা চেৎ সাধনাভিধা ভবতি। অত্র ইন্দ্রিয়ব্যাপারস্য ভক্ত্যন্তর্ভাবঃ, যাগক্রিয়ায়াঃ (পূর্ব্বক্রিয়ায়াঃ) যথা যাগান্তর্ভাবস্তথৈব জ্ঞেয়ঃ। তেন ভক্তিভিন্নস্য ন ভক্তি-

---

এই সাধনভক্তি আবার বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার ॥২॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্যাদি-শ্লোকে সামান্যাকারে যে উত্তমাভক্তির লক্ষণ করা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা সাধনীয় সেই ভক্তির নাম সাধনভক্তি। শ্রবণাদি ভক্তি-অঙ্গ-সকল অনুশীলনের অব্যবহিত পূর্ব্বানুষ্ঠিত এইরূপ চেষ্টার নাম—ইন্দ্রিয়ব্যাপার বা ইন্দ্রিয়প্রেরণা। যজ্ঞের নিমিত্ত (ঘৃত-সমিধ্-কুশাদি

জনকত্বমিতি সিদ্ধান্তেঽপি সঙ্গচ্ছতে। অত্র ভাবভক্তেরনুভাবরূপস্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদেঃ সাধনত্বব্যবহারাভাবাত্তদ্বারণায়াহ সাধ্যেতি। সাধ্যো ভাবো যয়া সা ভাবজনকেত্যর্থ তেন ধর্ম্মার্থাদিপুরুষার্থান্তরসাধকভক্তিশ্চ পরিহৃতা উত্তমায়া উপক্রান্তত্বাৎ। ভাবাদীনাং সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থত্বাভাবঃ স্যাদিত্যা-শঙ্ক্যাহ নিত্যেতি। ভাবস্যাপ্যুপলক্ষণমতঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়োঽপি গ্রাহ্যাঃ। তেষামপি কর্ত্তৃজিহ্বহাদৌ প্রাকট্যমাত্রং। যথা শ্রীকৃষ্ণো বসুদেবগৃহে অবততার। ভক্তীনাং ভগবচ্ছক্তিবিশেষত্বেনাগ্রে সাধয়িষ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

আহরণরূপ) পূর্ব্বানুষ্ঠিত-ক্রিয়া যেমন যজ্ঞেরই অন্তর্ভূত, শ্রবণাদি-সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের নিমিত্ত, তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত ঐ সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপারকেও এ স্থলে সেইরূপ ভক্তিরই অন্তর্ভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে। "ভক্তি ভিন্ন কর্ম্মজ্ঞানাদি অপর কোনও সাধনই যে ভক্তিকে আবির্ভাব করাইতে পারে না, (পরন্তু ভক্তিই যে ভক্তি-আবির্ভাবের হেতু") এ সিদ্ধান্তও সঙ্গত হইতেছে।

ভাবভক্তির অনুভাব বা কার্য্যরূপ অবস্থাতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসকলকে সাধনভক্তি বলিয়া ব্যবহার করা যায় না, ভাবভক্তি বলিয়াই ব্যবহার করা হয়। তাহাই নিবারণের নিমিত্ত মূলে 'সাধ্যভাবা' এই বিশেষণটী প্রয়োগ করিয়াছেন। যদ্দ্বারা ভাব সাধ্য হয়, তাহার নাম সাধ্যভাবা। সাধনভক্তিই ভাবভক্তির আবির্ভাব করাইয়া থাকেন। সুতরাং যে ভক্তিতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ অন্য পুরুষার্থ সাধিত হইয়া থাকে, সে ভক্তিকে এই সাধনভক্তি-সংজ্ঞা হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যেহেতু ভক্তি ভিন্ন অন্য কামনার গন্ধমাত্রও যাহাতে নাই, সেই উত্তমাভক্তির প্রসঙ্গই এ স্থলে আরম্ভ করা হইয়াছে। সাধনভক্তি দ্বারা সাধ্য হয় বলাতে ভাবভক্তি কৃত্রিম হইয়া পড়িল। অতএব, এই অনিত্য ভাবভক্তি আবার পরম-পুরুষার্থ-বস্তু কিরূপে হইবে? এই আশঙ্কা-পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন —নিত্যেতি, ঐ ভাব নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ হইতে আসিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই ভাব শব্দটিকে উপলক্ষণরূপে* প্রয়োগ করিয়াছেন ; এ জন্য ভাবশব্দে ভাবভক্তির অনুভাব বা কার্য্যরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু বসুদেব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে

---

* স্ব-প্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বমুপলক্ষণং।—যাহা নিজকে প্রতিপাদন করিয়া অপরকেও প্রতিপাদন করে, তাহাকে উপলক্ষণ বলে।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকনাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥৩॥

অত্র বহুষ্বপি ক্রমেষু সংসু প্রায়িকমেকং ক্রমমাহ আদাবিতিদ্বয়েন। আদৌ প্রথম-সাধু-সঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থ-বিশ্বাসঃ। ততঃ শ্রদ্ধানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধু-সঙ্গো ভজনরীতি-শিক্ষার্থং। নিষ্ঠা ভজনে অবিক্ষেপেণ সাতত্যং কিন্তু বুদ্ধি-পূর্ব্বিকেয়ং। আসক্তিস্তু স্বারসিকী। এতেন নিষ্ঠাসক্ত্যোর্ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩ ॥

জন্মাইয়াছিলেন—এমত নহে। সেইরূপ যাঁহারা এই নিত্যসিদ্ধ শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের কর্ণ ও জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়সমূহে শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, যেহেতু—ভক্তিকে শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষের বৃত্তিবিশেষরূপে অগ্রে (ভাবভক্তিপ্রসঙ্গে) নিরূপণ করা হইবে ॥২॥

প্রেমাবির্ভাবের ক্রম।

প্রেম-আবির্ভাবের বহু ক্রম আছে, তন্মধ্যে যেটী প্রায়িক অর্থাৎ সকল স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ক্রমটীই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। যথা—(ভগবদ্বহির্মুখতাদোষে দূষিত জীব সংসার-সাগরের অনন্ত প্রবাহে পতিত হইয়া অনন্তকাল যাবৎ ভ্রমণ করিতেছে; শ্রীভগবানের অনুগ্রহে যখন সেই জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন শ্রীভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ লাভ ঘটে।) এইরূপে প্রথম সাধুসঙ্গ লাভ হইলে, সেই সাধুমুখে (ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্ এই তিনের মাহাত্ম্যপূর্ণ) শাস্ত্র শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য জন্মে। সেই শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থ—শ্রীভগবদ্গীতাদি শাস্ত্রসমূহের অর্থের প্রতি বিশ্বাস।

শ্রদ্ধা-উৎপত্তির পর যখন দ্বিতীয়বার সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে, তখন হইতে ভজনের রীতিশিক্ষা আরম্ভ হয় [২]। ইহার পর হইতে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়াদি ভজনক্রিয়া সকল প্রকাশ পাইতে থাকে [৩]। ভজন করিতে করিতে পরে অনর্থনিবৃত্তি* ঘটে [৪]। অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা অর্থাৎ বিক্ষেপশূন্যভাবে সতত ভজনের প্রতি একাগ্রতা জন্মে [৫]। পরে রুচি অর্থাৎ লালসা উৎপন্ন হয় [৬]। অতঃপর

অথ ভজনস্য চতুঃষষ্টিরঙ্গানি—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ঃ, শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষা-শিক্ষাদি, শ্রীগুরুসেবা, সাধুমার্গানুসারঃ, ভজনরীতি-প্রশ্নঃ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতয়ে ভোগাদিত্যাগঃ, তীর্থবাসঃ, তীর্থ-মাহাত্ম্যশ্রবণং চ, স্বভক্তি-নির্ব্বাহানুরূপভোজনাদি-স্বীকারং, একাদশী-ব্রতম্, অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সম্মানং—পূর্ব্বদশ-গ্রহণম্।

পরদশ-ত্যাগঃ—অসাধু-সঙ্গ-ত্যাগঃ, বহুশিষ্য-করণ-ত্যাগঃ, বহ্বারম্ভত্যাগঃ, বহুশাস্ত্র-ব্যাখ্যা-বিবাদাদি-ত্যাগঃ, ব্যবহারে কার্পণ্য-

---

কৃষ্ণ-দীক্ষাদীতি—দীক্ষাপূর্ব্বকশিক্ষণমিত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণেতি—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তে যো হেতুঃ কৃষ্ণ-প্রসাদস্তদর্থমিত্যর্থঃ। আদিগ্রহণাল্লোক-বিত্ত-পুত্রাদয়ো গৃহ্যন্তে।

আসক্তি প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠা হইতে আসক্তির ভেদ এই যে,—নিষ্ঠাটি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক সতত ভজনে রত থাকার নাম নিষ্ঠা। আর আসক্তিটী স্বাভাবিকী অর্থাৎ সাধক যে স্তরে পৌছিলে, কোন প্রকার যুক্তিবুদ্ধির অপেক্ষা থাকে না, নিরন্তর স্বাভাবিকভাবে ভজনে অভিনিবেশ উপস্থিত হয়. তাহার নাম আসক্তি [৭]। আসক্তির পর ভাব বা রতির আবির্ভাব হইয়া থাকে [৮]। অবশেষে প্রেম উদিত হয়েন। ইহাই সাধকগণের প্রেম-আবির্ভাবের ক্রম ॥৩॥

ভজনের চৌষট্টি অঙ্গ।

(১) শ্রীগুরুচরণে আশ্রয় গ্রহণ। (২) শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগুরুর নিকটে তদ্‌বিষয়ে শিক্ষাদি। (৩) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের সেবা। (৪) সাধুগণের আচরিত পথের অনুসরণ। (৫) ভজনের রীতিনীতি বিষয়ক প্রশ্ন। (৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা হেতু স্ত্রী-পুত্র-সম্পত্তি প্রভৃতির ভোগ ত্যাগ।

পাদটীকা—অনর্থ চারি প্রকার, যথা—দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ, অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ। তন্মধ্যে—অবিদ্যা, অস্মিতা, (আমি কর্ত্তা—এরূপ অভিমান), রাগ (বিষয়াসক্তি), দ্বেষ ও দুরভিনিবেশ—এই সকল ক্লেশের নাম দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ। নানাবিধ ভোগাভিনিবেশকে সুকৃতোত্থ অনর্থ বলা যায়। ভক্তি দ্বারা উদ্ভূত লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাদির নাম ভক্ত্যুত্থ অনর্থ।

ত্যাগ, শোক-ক্রোধাদি-ত্যাগঃ, দেবতান্তর-নিন্দা-ত্যাগঃ, প্রাণি-মাত্রে উদ্বেগ-ত্যাগঃ, সেবাপরাধ-নামাপরাধ-ত্যাগঃ, গুরু-কৃষ্ণ-ভক্ত-নিন্দা সহন ত্যাগঃ।

বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণং, হরিনামাক্ষর-ধারণং, নির্ম্মাল্য-ধারণং, নৃত্যং দণ্ডবৎ-প্রণামং, অভ্যুত্থানম্, অনুব্রজ্যা, শ্রীমূর্ত্তি-স্থানে গমনং, পরিক্রমা, পূজা, পরিচর্য্যা, গীতং, সংকীর্ত্তনং, জপঃ, স্তবপাঠঃ মহাপ্রসাদ-সেবা,

---

সেবানামাপরাধেতি—সেবানামাপরাধানামুদ্ভবঃ সাধকস্য প্রায়োভবত্যেব; কিন্তু পশ্চাৎ যত্নেন তেষামভাবকারিতা।

---

(৭) তীর্থবাস ও তীর্থ-মাহাত্ম্য-শ্রবণ। (৮) যে পরিমাণে ভোজনাদি না করিলে ভজন-নির্ব্বাহ হয় না, সেই পরিমাণে ভোজনাদি করা। (৯) একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসকলের অনুষ্ঠান। (১০) অশ্বত্থ-তুলসী-আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষের ও গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের যথোচিত সম্মান করা। এই দশটী অঙ্গ, ভক্তিমার্গের উপক্রম স্বরূপ সর্ব্বাগ্রে গ্রহণীয়।

পরবর্ত্তী দশটী বর্জ্জনীয়—(১) ভগবদ্‌বহির্মুখ ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী অসাধু-জন-সকলের সংসর্গ পরিত্যাগ। (২) বহুশিষ্য ও অনধিকারি-শিষ্য না করা। (৩) যাহাতে ভজনের বিঘ্ন জন্মায়, এরূপ বিরাট্ ব্যাপারাদির অনুষ্ঠান বর্জ্জন। (৪) বহু শাস্ত্রের অভ্যাস, ব্যাখ্যা ও বিবাদাদি পরিত্যাগ। (৫) ব্যবহারে কৃপণতা ত্যাগ। (৬) শোক ও ক্রোধাদিতে অভিভূত না হওয়া। (৭) অন্য দেবতার প্রতি নিন্দা ও অবজ্ঞা ত্যাগ। (৮) কায়-মনোবাক্যে প্রাণি-মাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া। (৯) সেবাপরাধ ও নামাপরাধ সকল ত্যাগ। (১০) গুরু, কৃষ্ণ ও ভক্ত সম্বন্ধে নিন্দাদি সহ্য না করা।

তিলকাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন-সমূহ ধারণ, অঙ্গে হরি-নামাক্ষর লিখন, নির্ম্মাল্য (শ্রীভগবানে অর্পিত তুলস্যাদি) ধারণ, শ্রীভগবানের সম্মুখে নৃত্য, দণ্ডবৎ-প্রণাম, শ্রীবিগ্রহ দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান, শ্রীবিগ্রহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, শ্রীবিগ্রহস্থানে গমন, পরিক্রমা, পূজা, পরিচর্য্যা, গীত, সংকীর্ত্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ, মহাপ্রসাদ ভোজন, চরণামৃত পান, শ্রীভগবানে নিবেদিত ধূপ ও মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন, শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকাদি দর্শন, শ্রীভগবানের নাম-গুণাদি-শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপার অপেক্ষা করা, লীলাদি স্মরণ,

বিজ্ঞপ্তিঃ, চরণামৃত-পানং, ধূপ-মাল্যাদি-সৌরভ-গ্রহণং, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনং, শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শনম্, আরাত্রিক-দর্শনং, শ্রবণং, তৎকৃপাক্ষেপণং, স্মরণং, ধ্যানং, দাস্যং, সখ্যম্, আত্মনিদেনং, নিজপ্রিয়বস্তু-সমর্পণং, কৃষ্ণার্থে সমস্ত-কর্ম্ম-করণম্।

সর্ব্বথা শরণাপত্তিঃ; তুলসীসেবা; বৈষ্ণবশাস্ত্র-সেবা; মথুরা-মণ্ডলে বাসঃ; বৈষ্ণব-সেবা; যথাশক্তি দোলাদি-মহোৎসব-করণং; কার্ত্তিক-ব্রতং; সর্ব্বদা হরিনাম-গ্রহণং; জন্মাষ্টমীযাত্রাদিকঞ্চ; এবম্

ধ্যান (রূপগুণাদির সবিশেষ চিন্তন), দাস্য অর্থাৎ "আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস" এই প্রকার অভিমান, সখ্য অর্থাৎ বন্ধুভাবে তদীয় হিত-চিন্তা করণ, আত্ম নিবেদন অর্থাৎ দেহাদি আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ, নিজের প্রিয় (অথচ শ্রীকৃষ্ণেরও প্রিয়) বস্তুসকল শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশ্যে সমর্পণঞ্চ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত সমস্ত-কর্ম্ম করণ।

সর্ব্বপ্রকারে শরণাপত্তি, তুসলী-সেবাঞ্চ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র-সকলের অনুশীলন, মথুরামণ্ডলে বাস, বৈষ্ণব-সেবা, যথাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রাদি মহোৎসব করণ, কার্ত্তিক-ব্রত (কার্ত্তিক মাসে বিহিত নিয়মাদি গ্রহণ), সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও কৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে যাত্রামহোৎসবাদি করণ। এইরূপে ভক্তির উনষাট অঙ্গ বলা হইল।

---

* পাদটীকা—যে সকল বস্তু লোকের প্রিয় তাহা যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হয়, তবে সে সকল বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবে। উহার মধ্যে আবার যে যে বস্তু লোকের প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় এবং নিজেরও (ভক্তেরও) প্রিয়, সে সকল বস্তুই বিশেষ ভাবে অর্পণ-যোগ্য। এরূপ বস্তু সমর্পণে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক সন্তোষ-আপাদন হয়, সন্দেহ নাই (যেহেতু ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীমুখের বাক্য)। যাহা লোকের প্রিয় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয়, অথবা যাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কিন্তু লোকের অপ্রিয়, এমন বস্তু অর্পণ করিবে না।

† শরণাপত্তি-লক্ষণং—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥

—ভক্তিসন্দর্ভধৃত-বৈষ্ণবতন্ত্র-বচনং।

ঊনষষ্টি ভক্ত্যঙ্গানি ; অথ তত্র পঞ্চ অঙ্গানি সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠানি যথা—শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-কৌশলং ; রসিকৈঃ সহ শ্রীভাগবতার্থাস্বাদঃ ; সজাতীয়-স্নিগ্ধ-মহত্তর-সাধুসঙ্গঃ ; নাম-সঙ্কীর্ত্তনং ; শ্রীবৃন্দাবন-বাসঃ। এবং মিলিত্বা চতুঃষষ্ট্যঙ্গানি ॥৪॥

অনন্তর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাঁচ অঙ্গ বর্ণন করা যাইতেছে। যথা—শ্রীমূর্ত্তি-সেবাতে নিপুণতা, রসিক ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতীয় অর্থের আস্বাদন। সজাতীয় অর্থাৎ সখ্য-বাৎসল্য ও মধুরজাতীয় ভাবের মধ্যে যে জাতীয় ভাবে নিজের রুচি জন্মিয়াছে, সেই জাতীয় ভাবে যিনি রুচিবান্, স্নিগ্ধস্বভাবাপন্ন আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস। এইরূপে সর্ব্বসমেত চৌষট্টি ভজনাঙ্গ বর্ণিত হইল ॥ ৪ ॥

যে সকল বিষয় ভগবদ্ভজনের অনুকূল, সেই সকল বিষয়ের সঙ্কল্প অর্থাৎ কর্ত্তব্য-বোধে নিয়মবদ্ধভাবে গ্রহণ। ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল বিষয়-সকল বর্জ্জন। আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন, আমার মঙ্গলবিধান করিবেন—এমত বিশ্বাস। গোপ্তৃত্বে অর্থাৎ পতিরূপে বরণ। আত্মসমর্পণ। কার্পণ্য অর্থাৎ হে ভগবন্ রক্ষা কর রক্ষা কর ইত্যাদি প্রকারে আর্ত্তিপ্রকাশ। এই ছয় প্রকার শরণাপত্তি।

শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে "তবাস্মীতি বদন্ বাচা" ইত্যাদি শ্লোকটী শরণাপত্তি-লক্ষণে উক্ত হইয়াছে ; ভক্তি-সন্দর্ভে ও দিগ্‌দর্শনীতে ইহা শরণাপত্তি-মাহাত্ম্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

❋ শ্রীতুলসী-সেবা :—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥

—রসামৃতসিন্ধুঃ পূর্ব্ববি।

তুলসীকে দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম, তুলসী-মাহাত্ম্য-শ্রবণ, তুলসী-রোপণ, সেবন (জলসিঞ্চনাদি), পূজা—এই নয় প্রকারে তুলসী-সেবা করিতে হয়।

অথ দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধা বর্জ্জনীয়াঃ।

যথা আগমে—

যানৈ র্বা পাদুকৈ র্বাপি গমনং ভগবদ্‌গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবাচ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ॥
উচ্ছিষ্টে বাপ্যশৌচেবা ভগবদ্‌বন্দনাদিকম্।
একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণং॥
পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্ক-বন্ধনং
শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেব চ॥

সেবাপরাধ।

পূর্ব্বে যে সেবাপরাধ পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, সেই সেবাপরাধ বত্রিশ প্রকার। অনন্তর তাহা বলা যাইতেছে। যথা আগমে—

শিবিকা প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া শ্রীভগবদ্‌গৃহে গমন। পাদুকা পায়ে দিয়া শ্রীভগবদ্‌গৃহে গমন। অভীষ্টদেবের (জন্মযাত্রা প্রভৃতি) উৎসবাদির অনাদর—অনুষ্ঠান না করা। অভীষ্টদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম না করা। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় শ্রীভগবদ্‌বন্দনাদি। অশৌচ-অবস্থায় শ্রীভগবদ্‌বন্দনাদি। একহস্তে প্রণাম। অভীষ্টদেবের সম্মুখে প্রদক্ষিণ অর্থাৎ শ্রীভগবানের দক্ষিণ, পশ্চাৎ ও বামদিকে যে ভাবে প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে, সম্মুখে আসিয়াও তাহার পরিবর্ত্তন না করিয়া সেই ভাবেই প্রদক্ষিণ করা*। অভীষ্টদেবের সম্মুখে পদ প্রসারণ। তৎসম্মুখে পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ শ্রীভগবানের সম্মুখে হস্তদ্বারা কটিদেশে অথবা দুইজানু আবদ্ধ করিয়া উপবেশন। শ্রীভগবানের সম্মুখে শয়ন। তৎসম্মুখে ভোজন। তৎসম্মুখে মিথ্যা কথা বলা। শ্রীভগবানের সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা। তৎসম্মুখে পরস্পর আলাপ। তদগ্রে রোদনাদি। তদগ্রে কাহাকেও নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করা। তদগ্রে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর বা ক্রূর-ভাষা প্রয়োগ। তদগ্রে কম্বলদ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া থাকা। তদগ্রে পরনিন্দা। তৎসম্মুখে

---

* এরূপভাবে প্রদক্ষিণ করিলে শ্রীভগবানকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হয়, এজন্য উহা সেবাপরাধ মধ্যে পরিগণিত।

উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্প-রোদনাদি তদগ্রতঃ। (১)
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নিষ্ঠুরক্রুরভাষণং॥
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
অশ্লীলভাষণঞ্চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণং॥
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিত-ভক্ষণং।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণং॥
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য ব্যঞ্জনাদেঃ সমর্পণং।
পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবন্দনং॥
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা।
অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

বরাহে চ অপরাধশ্চ তেঽপি সংক্ষিপ্য লিখ্যন্তে যথা—"রাজান্ন-ভক্ষণং; ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ; বিধিং বিনা হর্য্যুপসর্পণং; বাদ্যং বিনা তদ্দ্বারোদ্‌ঘাটনং; কুক্কুরাদি-দুষ্টভক্ষ্য-সংগ্রহঃ; অর্চ্চনে মৌন-

---

পরের স্তুতি। তদগ্রে অশ্লীল কথা বলা। তদগ্রে অধোবায়ু পরিত্যাগ। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গৌণ উপচার প্রদান অর্থাৎ অর্চ্চনাদি সময়ে পুষ্প, তুলসী, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি প্রধান প্রধান উপচার অর্পণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও জলাদি গৌণ উপচার অর্পণ করা। অনিবেদিত বস্তু ভোজন। যে সকল ঋতুতে যে সকল ফলাদি জন্মে, সেই সকল ঋতুতে সেই ফলাদি শ্রীভগবানকে অর্পন না করা। ব্যঞ্জনাদি বস্তুর অগ্রভাগ ভোজন করিয়া বা অপরকে দিয়া, তাহার অবশিষ্টাংশ শ্রীভগবানকে সমর্পণ করা। অভীষ্টদেবকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন। অভীষ্টদেবের সম্মুখে অপরকে অভিবাদন। গুরুদেবের অগ্রে মৌনভাবে থাকা অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে স্তবাদি না করিয়া বা তাঁহার প্রশ্নে কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া থাকা। নিজের প্রশংসা করা। দেবতার নিন্দা করা। এইরূপে বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ বর্ণিত হইল।

বরাহপুরাণেও যে সকল সেবাপরাধ বর্ণিত আছে, অতঃপর সে সকলও সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। যথা—রাজান্ন ভক্ষণ। অন্ধকার-গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করা। অনিয়মে শ্রীহরিসমীপে গমন। ঘণ্টাদি বাদ্য না করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার

---

(১) পাঠান্তরে রোদনানি চ বিগ্রহঃ।

ভঙ্গঃ ; পূজাকালে বিড়ুৎসর্গায় গমনং ; গন্ধমাল্যাদিকমদত্ত্বা ধূপনম্ ; অনর্হপুষ্পেণ পূজনম্।

অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা।
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেব চ।
রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটং।
পরিধায়, মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতং।
ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বাপ্যজীর্ণভুক্।
ভুক্ত্বা কুসুম্ভং পিণ্যাকং তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ।
হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম্মকরণং পাতকাবহং॥"

তথা তত্রৈবান্যত্র।—"ভগবচ্ছাস্ত্রানাদর-পূর্ব্বকমন্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তনং ; শ্রীমূর্ত্তিসম্মুখে তাম্বূলচর্ব্বণম্ ; এরণ্ডাদি-পত্রস্থ-পুষ্পৈরর্চ্চনম্ ; আসুর-

---

উদ্ঘাটন। যে সেব্য-দ্রব্যের কিয়দংশ কুক্কুরাদিতে ভোজন বা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে, এরূপ ভক্ষ্য-দ্রব্য সেবার নিমিত্ত সংগ্রহ করা। অর্চ্চন-সময়ে মৌন-ভঙ্গ। পূজাকালে মলমূত্র ত্যাগের নিমিত্ত গমন। গন্ধ্যমাল্যাদি অর্পণ না করিয়া ধূপদান। নিষিদ্ধ পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করা। দন্তধাবন না করিয়া ; স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়া ; রজঃস্বলা স্ত্রী, দীপ ও মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া ; রক্ত, নীল ও অধৌত বস্ত্র, অপরের বস্ত্র কিংবা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া ; শব দর্শন করিয়া ; অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া ; ক্রোধ করিয়া ; শ্মশানে গমন করিয়া ; ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইলে ; কুসুমফুল বা শাক ও তিল-কল্ক (খৈল) ভোজন করিয়া— তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীহরির স্পর্শ বা তদীয় সেবাকার্য্য করা অপরাধাবহ।

তথা অন্যত্রও উল্লেখ আছে ; যথা—ভগবৎ-শাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্রের প্রবর্তন ; শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ ; এরণ্ডাদি নিষিদ্ধ পত্রস্থিত পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন ; আসুরিক-কালে পূজা ; কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে বসিয়া পূজা করা ; স্নান করাইবার সময় বাম হস্তে দেবতার স্পর্শ ; বাসি বা যাচিত পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন ; পূজাকালে থুথুফেলা ; পূজাবিষয়ে বা পূজাকালে "আমি শ্রেষ্ঠ পূজক" ইত্যাদিরূপ নিজের প্রশংসা ; বক্রভাবে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ; পাদ প্রক্ষালন

---

(১) ব্যবায়ো গ্রাম্য-ধর্ম্মশ্চ রতং নিধুবনঞ্চ স ইত্যমরঃ।

কালে পূজা ; পীঠে ভূমৌ বা উপবিশ্য পূজনং ; স্নপনকালে বামহস্তেন তৎস্পর্শঃ ; পর্যুষিতৈ র্যাচিতৈর্বা পুষ্পৈরর্চ্চনং ; পূজায়াং নিষ্ঠীবনং ; তস্যাং স্বগর্ব্বপ্রতিপাদনং ; তির্য্যক্‌পুণ্ড্র-ধৃতিঃ ; অপ্রক্ষালিত-পাদত্বেঽপি তন্মন্দিরপ্রবেশঃ ; অবৈষ্ণবপক্ক-নিবেদনম্ ; অবৈষ্ণবদৃষ্টেন পূজনং ; বিঘ্নেশমপূজয়িত্বা কপালিনং দৃষ্ট্বা বা পূজনং ; নখান্তঃস্নপনং ; ঘর্ম্মাম্বু-লিপ্তত্বেঽপি পূজনং ; নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনং ; ভগবচ্ছপথাদয়োঽন্যে চ জ্ঞেয়াঃ" ॥৫॥

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥৬॥

অথ নামাপরাধা দশ। যথা—বৈষ্ণবনিন্দাদি-বৈষ্ণবাপরাধঃ ;

না করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন ; অবৈষ্ণবের পাক করা অন্নাদি শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন ; অবৈষ্ণবের সাক্ষাতে পূজা করা ; গণেশ পূজা না করিয়া এবং কাপালিক দর্শন করিয়া পূজন ; নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে স্নান করান ; ঘর্ম্মাক্তকলেবরে পূজা করা ; নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন ; ভগবানের নাম লইয়া শপথাদি করণ। এতদ্‌ভিন্ন আরও বহুবিধ অপরাধ, শাস্ত্রে জ্ঞাতব্য ॥৫॥

নামাপরাধের গুরুত্ব।

সর্ব্বাপরাধ-কারী ব্যক্তি ও শ্রীহরি চরণ আশ্রয়ে উদ্ধার পায়। যে নরাধম শ্রীহরি-চরণেও অশেষ অপরাধ করিয়াছে, সে যদি কদাচিৎ শ্রীহরিনাম আশ্রয় করে, তবে একমাত্র ঐ নামই তাহাকে কৃপা করিয়া সর্ব্বাপরাধ হইতে উদ্ধার করেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং শ্রীহরি-নামই সকলের পরম সুহৃৎ ; যে ব্যক্তি এই নামের নিকটও অপরাধ করে, তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য ॥৬॥

নামাপরাধ।

বিষ্ণুশিবয়োঃ পৃথগীশ্বরবুদ্ধিঃ ; শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধিঃ ; বেদপুরাণাদি শাস্ত্র-নিন্দা ; নাম্নি অর্থবাদঃ ; নাম্নি কুব্যাখ্যা বা কষ্টকল্পনা ; নাম-বলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ ; অন্য শুভকর্ম্মভির্নামসাম্যমননম্ ; অশ্রদ্ধজনে নামোপদেশঃ ; নাম-মাহাত্ম্যে শ্রুতেঽপি অপ্রীতিঃ ;—ইতি দশধা ॥৭॥

অনন্তর নামাপরাধ বর্ণিত হইতেছে। নামাপরাধ দশ প্রকার ; যথা—(১) বৈষ্ণব-নিন্দাদি বৈষ্ণবাপরাধ। এস্থলে 'আদি' শব্দদ্বারা,—

হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

—ভক্তিসন্দর্ভধৃত-স্কান্দবচনং।

বৈষ্ণবকে প্রহার, নিন্দা ও দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ, বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দিত না হওয়া—এ ছয়টী বৈষ্ণবাপরাধ অধঃপতনের কারণ জানিতে হইবে।

(২) বিষ্ণু ও শিব এই উভয়ের মধ্যে বিষ্ণুর নিকট হইতে শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করা নামাপরাধ।

(৩) শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি। (৪) বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহের নিন্দা। (৫) শ্রীহরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ "শ্রীহরিনামের যে সকল মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ঐ সকল মাহাত্ম্য বাস্তবিক উহাতে নাই ; এরূপ মনে করা। (৬) শ্রীনামের কুব্যাখ্যা বা কষ্টকল্পনা অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, দুর্ব্বুদ্ধিসহকারে বৃথা অর্থের কল্পনা। (৭) শ্রীনাম-গ্রহণেই পাপক্ষয় হইয়া থাকে, নামের এরূপ প্রভাব জানিয়া সেই নাম বলে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। (৮) ধর্ম্মাদি সর্ব্ববিধ শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনামকে সমান মনে করা। (৯) শ্রদ্ধাহীনজনকে শ্রীনাম উপদেশ করা। (১০) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে (নামে) প্রীতি না করা। এই দশ প্রকার নামাপরাধ অবশ্য পরিত্যজ্য ॥৭॥

অনন্তর বৈধীভক্তির লক্ষণ বলা হইতেছে।—শাস্ত্রশাসন-ভয়ে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে তাহা বৈধীভক্তি বলা যায় ॥৮॥

অথ বৈধী লক্ষণং। শ্রবণকীর্ত্তনাদীনি শাস্ত্রশাসনভয়েন যদি ক্রিয়ন্তে তদা বৈধীভক্তিঃ ॥৮॥

অথ রাগানুগা-লক্ষণং।— নিজাভিমতব্রজরাজনন্দনস্য সেবা-প্রাপ্তিলোভেন যদি তানি ক্রিয়ন্তে তদা রাগানুগা ভক্তিঃ। যদুক্তং—

অথাত্র সাধনাদৌ প্রবৃত্তি-সামান্যে কুত্রচিৎ লোভস্য কারণত্বং কুত্রচিৎ শাস্ত্র-শাসনস্য। তত্র চ যস্যাং ভক্তৌ লোভস্য কারণত্বং নাস্তি কিন্তু শাস্ত্র-শাসনস্যৈব সা বৈধীত্যাহ যত্রেতি। রাগোঽত্র শ্রীমূর্ত্তের্দর্শনাদ্দশমস্কন্ধীয়-তত্তল্লীলা শ্রবণাদ্ভজনে লোভস্তদনবাপ্তত্বাত্তদনধীনত্বাদ্ধেতোঃ শাস্ত্রস্য শাসনেনৈব যা প্রবৃত্তিরুপজায়তে সা ভক্তির্বৈধী উচ্যতে ॥ ৮ ॥

সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট-তৎ-সেবোপযোগি-

---

বৈধীভক্তির লক্ষণ—যদি শাস্ত্রশাসন ভয়ে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা হয় তাহাকে বৈধীভক্তি বলে।

টীকা—বৈধী ও রাগানুগা—এই দ্বিবিধ ভক্তিমার্গের সাধনাদিতে যে প্রবৃত্তি, প্রায় সমান বলিয়া মনে হয়। কোথাও "লোভই ভক্তি-প্রবৃত্তির কারণ" আবার কোথাও বা "শাস্ত্র-শাসনই ভক্তি-প্রবৃত্তির কারণ"।

তন্মধ্যে যে সাধন-ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ লোভ নহে, কিন্তু শাস্ত্র-শাসনই প্রবৃত্তির কারণ, তাহাই বৈধীভক্তি বলিয়া কথিত। ইহাই মূলগ্রন্থে যত্র ইত্যাদি কারিকাতে বর্ণিত হইয়াছে।

রাগ শব্দের অর্থ,—শ্রীমূর্ত্তিদর্শনহেতু এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলামাধুর্য্য শ্রবণহেতু ভজনের নিমিত্ত "লোভ"। এই লোভের অপ্রাপ্তিবশতঃ ভক্তিতে প্রবৃত্তিলাভের হেতু লোভ না হওয়াতে, যেখানে ভক্তি-প্রবৃত্তি লোভের অধীন নহে; শাস্ত্র শাসন-হেতু যে ভক্তিতে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, সেই ভক্তির নাম বৈধীভক্তি ॥৮॥

রাগানুগা ভক্তি।

অতঃপর রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।—

যাঁহারা নিজাভিলষিত শ্রীব্রজরাজনন্দনের সেবাপ্রাপ্তি-লোভে, পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গসকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সেই ভক্তি-পরিপাটিই রাগানুগা-ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত।

সেবা সাধক-রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

দেহেন। তস্য ব্রজস্থস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যো ভাবো রতিবিশেষ স্তল্লিপ্সুনা। ব্রজলোকাস্তত্তৎকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাঃ শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-রূপমঞ্জর্য্যাদ্যা (১) স্তদনুগতাঃ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভৃতয়শ্চ (২) তেষামনুসারতঃ। তথাচ সিদ্ধরূপেণ মানসী সেবা শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদীনামনুসারেণ কর্ত্তব্যা। সাধকরূপেণ কায়িক্যাদি সেবাতু শ্রীরূপ-সনাতনাদি ব্রজবাসিনামনুসারেণ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ।

রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান দুই প্রকারে করিতে হয়। সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহ (বাহ্যদেহ) দ্বারা এবং সিদ্ধরূপে অর্থাৎ নিজাভিলষিত প্রেম-সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহ দ্বারা, ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনের ভাব বা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক রতিবিশেষ লাভের নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া, ঐ ব্রজলোকের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়জন—শ্রীরাধিকা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি এবং তদনুগত শ্রীরূপগোস্বামী-সনাতনগোস্বামী প্রভৃতির অনুসারে করিতে হইবে। তদ্রূপ সিদ্ধরূপে মানসী-সেবা শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজজনের অনুসারে করিতে হইবে। এবং সাধকরূপে কায়িকী সেবা শ্রীরূপ-সনাতনাদি ব্রজবাসী জনের অনুসারে করিতে হইবে।

"ব্রজলোকপদে যখন শ্রীরাধা-ললিতাদিকেই গ্রহণ করা হইল, তখন শুধু তাঁহাদের অনুসারেই সাধকদেহে কায়িকী সেবাও কর্ত্তব্য। যদি তাহাই হয়, তবে শ্রীরাধা-ললিতাদি কখনও গুরুপাদাশ্রয় একাদশীব্রত শালগ্রাম-সেবা তুলসীসেবা প্রভৃতি করেন নাই; সুতরাং তদনুসরণকারী আমাদেরও উহা কর্ত্তব্য নহে।" ব্রজলোকপদের দ্বারা আধুনিক বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণের এই

পাদ-টীকা—

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলারসই রাগানুগীয় সাধকের আস্বাদ্য; এই শ্রীকৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদন আবার শ্রীগৌরলীলাতে প্রবেশ ব্যতীত সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপদ বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হইতে। (পরে ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥৯॥

তত্র রাগানুগায়াং স্মরণস্য মুখ্যত্বং। তচ্চ স্মরণং নিজভাবোচিত-লীলা-বেশ-স্বভাবস্য কৃষ্ণস্য তৎপ্রিয়জনস্য চ। তথৈব কীর্ত্তনাদিকমপি।

এতেন ব্রজলোকপদেন ব্রজস্থ শ্রীরাধা-ললিতাদ্যা এব গ্রাহ্যাস্তাসামনুসারেণৈব সাধকদেহেন কায়িক্যাদি-সেবাপি কর্ত্তব্যা। এবং সতি তাভির্গুরুপাদাশ্রয়-ণৈকাদশীব্রত-শালগ্রাম তুলসী সেবাদয়ো ন কৃতাস্তদনুগতেরস্মাভিরপি ন কর্ত্তব্যা ইত্যাধুনিকানাং বিমতমপি নিরস্তম্। অতএব শ্রীজীবগোস্বামিচরণৈরপি অস্য গ্রন্থস্য টীকায়াং তথৈবোক্তং। যথা—ব্রজলোকাস্তত্তৎকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাস্তদনুগতাশ্চ ইতি ॥

অথ রাগানুগায়াঃ পরিপাটীমাহ কৃষ্ণমিত্যাদিনা। প্রেষ্ঠং স্বপ্রিয়তমং কিশোরং নন্দনন্দনং স্মরন্ এবমস্য কৃষ্ণস্য তাদৃশ-ভক্তজনম্। অথচ স্বস্য সম্যগীহিতং স্বসমানবাসনমিতি যাবৎ। তথাচ তাদৃশং জনং স্মরন্ ব্রজে বাসং সদা কুর্য্যাৎ। সামর্থ্যে সতি শ্রীমন্নন্দব্রজাবাসস্থান-বৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ। তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ ॥৯॥

অপসিদ্ধান্ত ও নিরস্ত হইল। শ্রীজীবগোস্বামিচরণও ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এই শ্লোকের টীকাতে এরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যথা—ব্রজলোক—শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠবর্গ এবং তদনুগত শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি। অতএব সিদ্ধদেহে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজবাসিজনের অনুসরণ-পূর্ব্বক মানসিকী সেবা এবং সাধকদেহে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতির অনুসরণ-পূর্ব্বক কায়িকীসেবা করিতে হয়।

অনন্তর রাগানুগাভক্তির পরিপাটি বর্ণন করিতেছেন। যথা—সাধক, নিজাভিলষিত-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমজনকে স্মরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-কথা ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জনের কথায় অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন। নবকিশোর—শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবেন এবং নিজসমীহিত—নিজাভিলষিত ভাবাপন্ন বা নিজবাসনানুরূপ শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জনকে স্মরণ করিবেন। এইরূপে স্মরণপরায়ণ হইয়া সাধককে সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিতে হইবে, যাঁহার সামর্থ্য আছে, তিনি সশরীরে বৃন্দাবনাদি শ্রীমন্নন্দব্রজাবাস স্থানে বাস করিবেন। আর যিনি অসমর্থ, তিনি মানসে ব্রজে বাস করিবেন ॥৯॥

পাদটীকা—

সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥

* * *

নানাভাবে ভক্তজন, হংসচক্রবাকগণ,
যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণ-কেলিমৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্তহংস করয়ে আহার॥

—শ্রীচরিতামৃত, মধ্য ২৫শ।

শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ রাগানুগীয়-সাধককে লক্ষ্য করিয়াই এসকল বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। অতএব রাগানুগীয় সাধককে গৌরলীলার ভিতর দিয়াই কৃষ্ণ-লীলা আস্বাদন করিতে হইবে। এজন্য সাধককে শ্রীগৌরলীলা স্মরণ ও গৌরপার্ষদগণের অনুসরণ অবশ্য করিতে হইবে। গৌরপার্ষদগণের অনুসরণ যখন কর্ত্তব্য, তখন গৌরপার্ষদ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতির আচরিত গুরুপাদাশ্রয়-গ্রহণাদিও যে অবশ্যকর্ত্তব্য, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ-পরিকর শ্রীরূপগোস্বামিচরণ অন্য-প্রকাশে শ্রীরূপমঞ্জরীরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় সতত নিযুক্ত থাকিয়াও আবার বাহ্যদেহে সাধকাভিমানে শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভের নিমিত্ত কতই না সকাকু প্রার্থনা করিতেন এবং ঐরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে কখনও বা অন্তর্মনা হইয়া শ্রীরূপমঞ্জরী-আবেশে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবাসুখও আস্বাদন করিতেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবালাভের নিমিত্ত যাঁহারা লোলুপ, ব্রজবাসিজনের আনুগত্য যাঁহাদের প্রার্থনীয়, তাঁহাদের পক্ষে সাধকদেহে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতির অনুসরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সাধকদেহে ইহাঁদের অনুসরণ না করিয়া গুরুপাদাশ্রয়াদি সাধকদেহোচিত-সেবা পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের দ্বারাই সহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং কোনও কালেও ব্রজবাসিজনের আনুগত্য তাঁহাদের সিদ্ধ হয় না।

পূর্ব্বোক্ত রাগানুগা-ভক্তিতে স্মরণাঙ্গই প্রধান। সেই স্মরণ আবার নিজ-ভাবোচিত লীলা-বেশ-স্বভাব-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রিয়জনসম্বন্ধীয় হওয়া আবশ্যক।

কীর্ত্তনাদি অন্যান্য অঙ্গসকলও ঐরূপ নিজভাবোচিত লীলা-বেশ-স্বভাব-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রিয়জন-সম্পর্কিত হওয়া প্রয়োজন। অর্চ্চনাদিতেও

অর্চ্চনাদাবপি মুদ্রান্যাসাদি-দ্বারকাধ্যানাদি-রুক্মিণ্যাদি-পূজাদিকমপি নিজভাবপ্রাতিকূল্যাদাগমাদিশাস্ত্রবিহিতমপি ন কুর্য্যাদিতি, ভক্তি-মার্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গবৈকল্যেঽপি দোষাভাব স্মরণাৎ।

"ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ॥" ইত্যাদেঃ।

অঙ্গিবৈকল্যে তু অস্ত্যেব দোষঃ। যদুক্তং—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ইতি।

যদি চান্তরে রাগো বর্ত্ততে, অথচ সর্ব্বমেব বিধিদৃষ্ট্যৈব করোতি, তদা দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদিত্বং প্রাপ্নোতি॥১০॥

মুদ্রান্যাসাদি দ্বারকাধ্যানাদি মহিষীবৃন্দের পূজা প্রভৃতি যদিও আগমাদি-শাস্ত্রে বিহিত আছে, তথাপি উহা নিজভাবের প্রতিকূল বলিয়া কর্ত্তব্য নহে। ভক্তিমার্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গবৈকল্য ঘটিলেও তজ্জন্য কোন দোষ হয় না। এসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন,—"হে উদ্ধব, মদ্বিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণ ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে, অঙ্গবৈগুণ্যাদি ঘটিলেও ইহার বিন্দুমাত্রও হানি হয় না। এই ভক্তিধর্ম্ম গুণাতীত, এজন্য কোন প্রকারেও ইহার ধ্বংসের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু নিষ্কামভক্তের সম্বন্ধে এ ধর্ম্মটী আমি এরূপ ভাবেই স্থির করিয়াছি" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।২০)। স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখবিনিঃসৃত এই সকল বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, যে কোন প্রকারে যে কোন অঙ্গের হানি ঘটিলেও ভক্তিধর্ম্মের ধ্বংস সম্ভাবনা নাই।

এই ভক্তিমার্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গহানিতে দোষ হয় না সত্য, কিন্তু গুরুপাদাশ্রয়াদি বা শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গী অর্থাৎ মূল ভক্তি-অঙ্গের হানিতে দোষ অবশ্যই হইবে। অতএব মূল ভক্তি-অঙ্গের যাহাতে হানি না হয়, সে বিষয়ে

পাদ-টীকা—বিধিমার্গটী পুরভাবমিশ্রিত বলিয়া, বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না।

বিধিমার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র। —শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ২২।

অত্রায়ং বিবেকঃ ব্রজলীলাপরিকরস্থ-শৃঙ্গারাদি-ভাবমাধুর্য্যে শ্রুতে "ইদং মমাপি ভূয়াৎ" ইতি লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ। তস্যাঞ্চ সত্যাং লোভত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ। ন হি কেনচিৎ কুত্রচিৎ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা লোভঃ ক্রিয়তে। কিন্তু লোভ্যে বস্তুনি শ্রুতে দৃষ্টে বা স্বত এব লোভ উৎপদ্যতে। ততশ্চ তদ্ভাবপ্রাপ্ত্যুপায়-জিজ্ঞাসায়াং শাস্ত্রাপেক্ষা ভবেৎ, শাস্ত্র এব প্রাপ্ত্যুপায়-লিখনাৎ নান্যত্র। তচ্চ শাস্ত্রং ভজনপ্রতিপাদকং শ্রীভাগবতমেব। তেষু ভজনেষ্বপি মধ্যে কানিচিৎ তদ্ভাবময়ানি কানিচিৎ তদ্ভাবসম্বন্ধীনি কানিচিৎ তদ্ভাবানুকূলানি কানিচিৎ তদ্ভাবাবিরুদ্ধানি কানিচিৎ তদ্ভাবপ্রতিকূলানীতি পঞ্চবিধানি সাধনানি। তত্র দাস্যসখ্যাদীনি

সাবধান থাকা আবশ্যক। শাস্ত্রেও উক্ত আছে—"শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি ও নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত বিধি অতিক্রম করিয়া ঐকান্তিকী হরিভক্তির অনুষ্ঠান করিলে, তাহা দ্বারা মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে" (১)।

কিন্তু যদি অন্তরে রাগ থাকে (ব্রজপরিকরবিশেষের ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত যদি লোভের উৎপত্তি হইয়া থাকে) অথচ সে অবস্থায় সমস্ত ভক্তি-অঙ্গই যদি বিধিদৃষ্টে অনুষ্ঠান করা হয়, তবে দ্বারকাপুরীতে রুক্মিণী-আদির অনুগত ভাবে মহিষীগতিই লাভ হইয়া থাকে ॥১০॥

এস্থলে বুঝিবার বিষয় এই যে,—ব্রজলীলাপরিকরগণের শৃঙ্গারাদি ভাব-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া, এইরূপ ভাব আমারও হউক" এই প্রকার লোভোৎপত্তি-সময়ে শাস্ত্রযুক্তির কোন অপেক্ষা থাকে না। শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকিলে, লোভত্বেরই সিদ্ধি হয় না। যেহেতু শাস্ত্রযুক্তি দর্শন করিয়া কাহাকে কখনও লোভ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু লোভনীয় বস্তুর কথা শ্রবণ করিলে অথবা লোভনীয় বস্তু দর্শন করিলে, আপনা হইতেই লোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোভোৎপত্তির পর সেই লোভনীয় ব্রজভাব-বিশেষ লাভের উপায় জানিতে ইচ্ছা হইলে, তখন শাস্ত্রের অপেক্ষা হয়। কারণ, একমাত্র শাস্ত্রেই ঐ ভাববিশেষ

ভাবময়ান্যেব। গুরু-পদাশ্রয়তো মন্ত্রজপাদীনি তথা প্রেষ্ঠস্য নিজ-সমীহিতস্য তৎপ্রিয়জনস্য চ সময়োচিতানাং লীলাগুণরূপনাম্নাং শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণানি বিবিধপরিচরণানি চ ভাবসম্বন্ধীনি। তৎপ্রাপ্ত্যুৎ-কণ্ঠায়ামেকাদশী-জন্মাষ্টমী-কার্ত্তিকব্রত-ভোগত্যাগাদীনি তপোরূপাণি তথাশ্বত্থতুলস্যাদি-সম্মাননাদীনি তদ্ভাবানুকূলান্যেব। নামাক্ষরমাল্য-নির্ম্মাল্যাদিধারণ-প্রণামাদীনি তদ্ভাবাবিরুদ্ধানি। উক্তান্যেতানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি। ন্যাসমুদ্রা-দ্বারকাদিধ্যানাদীনি তদ্ভাব-

---

প্রাপ্তির উপায় লিখিত আছে, অন্যত্র নহে। সেই শাস্ত্রও হইলেন আবার ভজন-প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতই।

সেই ভজনাঙ্গসকলের মধ্যেও আবার কতকগুলি তদ্ভাবময়, কতকগুলি তদ্ভাবসম্বন্ধী, কতকগুলি তদ্ভাবানুকূল, কতকগুলি তদ্ভাবাবিরুদ্ধ, কতকগুলি তদ্ভাবপ্রতিকূল—এই পাঁচ প্রকার সাধন দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্মধ্যে দাস্যসখ্যাদিকে **ভাবময়** সাধন বলা যায়। (দাস্যসখ্যাদি ভাবময় শ্রবণকীর্ত্তনাদি, সাধকের ভাবী প্রেমতরুর পোষণ করে বলিয়া, দাস্যসখ্যাদিকে **ভাবময়** সাধন বলা হয়।)

গুরুপাদাশ্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রজপ প্রভৃতি, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ ও নিজাভিলষিত এবং তদীয় প্রিয়জনের সময়োচিত লীলা-গুণ-রূপ ও নামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এবং বিবিধ পরিচর্য্যাসকল—**ভাবসম্বন্ধি-সাধন**। (গুরুপাদা-শ্রয়াদি ভাব গঠিত হয় বলিয়া এসকল অঙ্গকে **ভাবসম্বন্ধি-সাধন** বলা হইয়া থাকে।)

নিজাভিলষিত ভাব-প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় একাদশী, জন্মাষ্টমী, কার্ত্তিক-ব্রত ও ভোগাদি-ত্যাগ প্রভৃতি তপস্যারূপ অঙ্গসকল এবং অশ্বত্থ, তুলসী প্রভৃতির সম্মাননাদি অঙ্গসকল ভাবের অনুকূল অর্থাৎ ভাবপ্রাপ্তির সহায়; এ সকলকে **ভাবানুকূল সাধন** বলা যায়।

শ্রীহরি-নামাক্ষর, মাল্য ও নির্ম্মাল্যাদি ধারণ এবং প্রণাম প্রভৃতি অঙ্গসলকে **ভাবাবিরুদ্ধ-সাধন** বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

প্রতিকূলানি রাগানুগায়াং বর্জ্জনীয়ানি। এবং স্বাধিকারোচিতানি শাস্ত্রেষু বিহিতানি কর্ত্তব্যানি, নিষিদ্ধানি তু সর্ব্বাণি বর্জ্জনীয়ানি ॥১১॥

অথ সাধনপরিপাকেন কৃষ্ণকৃপয়া তদ্ভক্তকৃপয়া বা ভাবভক্তির্ভবতি। তস্য চিহ্নানি, নব প্রীত্যঙ্কুরাঃ—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥

ন্যাস, মুদ্রা ও দ্বারকাধ্যানাদি, নিজাভিলষিত **ভাবের প্রতিকূল** বলিয়া রাগানুগা-ভক্তিতে বর্জ্জনীয়। এইরূপে আপন আপন অধিকারোচিত শাস্ত্রবিহিত অঙ্গসকলের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; আর নিষিদ্ধ অঙ্গসকল বর্জ্জনীয় ॥১১॥

ভাবভক্তি

অতঃপর ভাবভক্তি বলা যাইতেছে। ভাবভক্তির লক্ষণ *

কোন প্রকার সাধনবিশেষদ্বারা এই ভাব সাধ্য নহে। তবে সাধনভক্তি পরিপাক হেতু (শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে) চিত্ত নির্ম্মল হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় বা তদ্ভক্ত-কৃপায় এই ভাবভক্তি চিত্তে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। নিম্নলিখিত নয়টী প্রীত্যঙ্কুরই ঐ ভাবের চিহ্ন।

যথা—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, তদীয় গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদীয় বসতিস্থলে প্রীতি।

পাদটীকা

* ভাবভক্তির লক্ষণ—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

অর্থ—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ স্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ এবং রুচিদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাকারিণী যে ভক্তি তাহাকে ভাব বলা হয়।

অসৌ পদেনানুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনরূপা সামান্যেন লক্ষিতা ভক্তিরাকৃষ্যতে।

তদা কৃষ্ণসাক্ষাৎকার যোগ্যতা ভবতি। মুমুক্ষুপ্রভৃতিষু যদি ভাবচিহ্নং দৃশ্যতে তদা ভাববিম্ব এব নতু ভাবঃ। অজ্ঞজনেষু ভাবচ্ছায়া ॥১২॥

ভাবভক্তিপরিপাক এব প্রেমা। তস্য চিহ্নং—বিঘ্নাদিসম্ভবেঽপি কিঞ্চিন্মাত্রস্যাপি ন হ্রাসঃ। মমত্বাতিশয়াৎ প্রেম্ন এব উপরিতনোঽ-

---

ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও চিত্তের অক্ষুব্ধতার নাম 'ক্ষান্তি'। অন্য বৈষয়িক ব্যাপারে নিযুক্ত না হইয়া কেবল শ্রীভগবদ্ভজনে কাল যাপন করার নাম অব্যর্থ-কালত্ব'। শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে স্বাভাবিক অরোচকতার নাম 'বিরক্তি। নিজের উৎকর্ষ সত্ত্বেও যে অমানিতা, তাহাকে 'মানশূন্যতা' বলে। দৃঢ়তর ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভাবনার নাম 'আশাবন্ধ'। নিজ অভীষ্টলাভের নিমিত্ত যে গুরুতর লোভ, তাহার নাম 'সমুৎকণ্ঠা'। সর্ব্বদা নামগানের নিমিত্ত যে প্রেমময়ী পিপাসা, তাহাকে 'নামগানে সদা রুচি' বলে। শ্রীভগবানের পরমমাধুর্য্যময় গুণসকল বর্ণনে স্বাভাবিক আসক্তিকেই 'তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি' বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের নিজ ধাম শ্রীবৃন্দাবন—বাসের লালসার নাম 'তদ্‌বসতিস্থলে প্রীতি'। যে সকল ভক্তে ভাবের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এই সমস্ত অনুভাব প্রকাশ পায়। এই সকল প্রীত্যঙ্কুর দৃষ্ট হইলে জানিতে হইবে যে, সেই ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার-যোগ্যতা লাভ হইয়াছে।

ভুক্তি-মুক্তি-কামী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতিতে এই সকল ভাব-চিহ্ন দৃষ্ট হইলে,

---

পাদটীকা—

সা তু যদ্যপি অনুশীলনপদেন ধাত্বর্থসামান্যরূপ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতা তথাপ্যত্র চেষ্টারূপা ন গৃহ্যতে কিন্তু ভাবরূপৈব। অসৌ ভাব উচ্যতে ইত্যত্র বিধেয়স্য ভাবস্য সাক্ষাৎ নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। স চ ভাবঃ কিং স্বরূপস্তত্রাহ—কৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিরূপশুদ্ধসত্ত্ববিশেষঃ স চ আত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকতয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ। কিঞ্চ রুচিভিশ্চিত্তমাস্বণ্যকৃচ্চিত্তাদ্রতাকৃদিত্যর্থঃ। এষ চ বক্ষ্যমাণপ্রেম্নোঽঙ্কুররূপ এবেত্যাহ প্রেমেতি। সূর্য্যস্ত্বত্র অচিরাদুদয়িষ্যমানাবস্থো গৃহ্যতে। ততশ্চ তদংশু সাম্যভাগিতি প্রেম্নঃ প্রথমচ্ছবিরূপ ইত্যর্থঃ দৃষ্টান্তোঽয়ং ন সর্ব্বাংশেন তথাচোত্তর-কালে কিরণস্য ন সূর্য্যরূপত্বং ভাবস্যোত্তরকালে প্রেমরূপত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। অতএব "ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে" ইতি বক্ষ্যতে।

অত্র মুখ্যানি লিঙ্গান্যাহ ক্ষান্তিরিতি।

বস্থাবিশেষঃ স্নেহঃ। তস্য চিহ্নং চিত্তদ্রবীভাবঃ। ততো রাগঃ। তস্য লক্ষণং নিবিড়-স্নেহঃ। ততঃ প্রণয়ঃ। তস্য লক্ষণং গাঢ়বিশ্বাসঃ ॥১৩॥

বিভাবানুভাব-সাত্ত্বিকভাব-ব্যভিচারিভাব-মিলনেন রসো ভবতি। যত্র বিষয়ে ভাবো ভবতি স বিষয়ালম্বনবিভাবঃ কৃষ্ণঃ। যো ভাবযুক্তো

তাহাদের শ্রীভগবানে রতি জন্মিয়াছে—এরূপ বলা যাইবে না। সেই খানে প্রতিবিম্বরূপ রত্যাভাস স্বীকার করা হয়। যেখানে ভক্তসঙ্গাদি-হেতু অজ্ঞব্যক্তিতে ঐ সকল চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই খানে ছায়ারূপ রত্যাভাস বলা যায় ॥১২॥

প্রেমভক্তি

টীকা—অথ ভাবমপ্যুক্ত্বা প্রেমাণমাহ—সম্যগিতি *। সম্যগ্‌মসৃণিতং ভাবস্য প্রথমদশাপেক্ষয়া অতিশয়ার্দ্রং স্বান্তং চিত্তং যস্মিন্ তথাভূতো যঃ সান্দ্রাত্মা নিবিড়-স্বরূপঃ প্রথমদশাপেক্ষয়া পরমানন্দোৎকর্ষং প্রাপ্ত ইতি যাবৎ। অতএব কৃষ্ণে আতিশয়মমত্বাঙ্কিতো ভাবঃ স এব প্রেমা নিগদ্যতে। অত্রায়মাশঙ্কা, ননু ভাব এব চেদুপাদানঃ সন্ সাংখ্যমতানুসারেণ প্রেমাণমুৎপাদ্য স্বয়ং প্রেমাধিকো ভবতি তদা তন্মতে উপাদান-কারণমেব পূর্ব্বাবস্থাং পরিত্যজ্য কার্য্যরূপেণ পরিণমতি নতু কারণাতিরিক্তঃ স্বতন্ত্র কার্য্যপদার্থোঽস্তি। যথা গুড় এব কমপি বিকারং প্রাপ্য পূর্ব্বরূপং পরিত্যজ্য চ খণ্ডো ভবতি জাতে চ খণ্ডে তস্মাৎ গুড়স্য পৃথক্‌স্থিতি-

---

ভাবভক্তির পরিপাকাবস্থার নামই প্রেম। বিঘ্নাদির দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস না হওয়াই প্রেমের চিহ্ন। মমতার আতিশয্যহেতু প্রেমের উপরিতন অবস্থার নাম স্নেহ। স্নেহের চিহ্ন চিত্তের দ্রবীভাব। তদুপরিতন অবস্থার নাম রাগ। রাগের চিহ্ন নিবিড় স্নেহ। তদুপরিতন অবস্থার নাম প্রণয়। প্রণয়ের চিহ্ন গাঢ় বিশ্বাস ॥১৩॥

---

* সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

ভবতি স আশ্রয়ালম্বন-বিভাবো ভক্তঃ। যে কৃষ্ণং স্মারয়ন্তি বস্ত্রা-লঙ্কারাদয়স্তে উদ্দীপনবিভাবাঃ। যে ভাবং জ্ঞাপয়ন্তি তে অনুভাবা

র্নাস্তি। তদ্বদত্রাপি ভাবঃ পূর্ব্বাবস্থাং পরিত্যজ্য প্রেমরূপো ভবতু এবং প্রেম্নঃ সকাশাৎ ভাবস্য পৃথক্‌স্থিতি র্মাস্তু। তথা অগ্রে বক্ষ্যমাণং প্রেম্ন এব স্নেহরূপত্ব-মেবঃ স্নেহাদীনাং রাগাদিরূপত্বঞ্চ তত্রাপি স্নেহাদিভ্যঃ সকাশাৎ প্রেমাদিস্থায়ি-ভাবানাং পৃথক্‌স্থিতির্মাস্তু। এবং সতি শ্রীরাধিকাপ্রভৃতিষু চরমস্থায়িরূপ মহাভাব এব তিষ্ঠতু নতু রতিপ্রেমস্নেহমানরাগানুরাগাদয়ঃ। মৈবং শ্রীকৃষ্ণস্য হ্লাদিনী-শক্তেঃ সারবৃত্তিরূপাণাঃ রতিপ্রেমস্নেহাদীনাং শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ পূর্ব্বাবস্থাম্ অপরিত্যজ্য এব ভাবঃ প্রেমরূপো ভবতি। পূর্ব্বাবস্থায়াঃ অত্যাগাদেব প্রেম্নঃ সকাশাৎ ভাবস্য পৃথক্‌স্থিতিরপি জ্ঞেয়া। এবং রীত্যা স্নেহাদিভ্যঃ সকাশাৎ প্রেমাদীনাং পৃথক্‌স্থিতিরপ্যূহ্যা। তত্র দৃষ্টান্তো যথা শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যদেহ এব কমপি মাধুর্য্যময়মুৎকর্ষং প্রাপ্য বাল্যাবস্থা পরিত্যাগং বিনৈব পৌগণ্ডদেহো ভবতি। এবং পৌগণ্ডদেহ এব পূর্ব্বস্মাদুৎকর্ষবিশেষং প্রাপ্য কৈশোরদেহো ভবতি ন তু প্রাকৃতমনুষ্যশরীরাদিষ্বিব বাল্যাবস্থাং পরিত্যজ্য পৌগণ্ডাদ্যবস্থাং প্রাপ্নোতি। শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাণামেবং বাল্যাদ্যুচিতলীলানাঞ্চ সর্ব্বেষাং নিত্যত্বাৎ। কিন্তু পৌগণ্ডস্য প্রাকট্যে ব্যল্যদেহোঽত্রান্তর্দ্ধায় যত্র যত্র

স্থায়িভাবরূপ কৃষ্ণরতি—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব দ্বারা, শ্রবণাদি-কর্ত্তৃক ভক্তের আস্বাদনীয়তা প্রাপিত হইলে, তাহাকে ভক্তিরস বলা যায়। অর্থাৎ কৃষ্ণরতিরূপ স্থায়িভাব, বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া, ভক্তহৃদয়ে আস্বাদনোপযোগী হইলেই, তাহা ভক্তিরস নামে খ্যাত হয়।

(উক্ত কৃষ্ণরতি পঞ্চবিধ; যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যাহাতে ও যাহা দ্বারা রতি বিভাবিত অর্থাৎ আস্বাদ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহার নাম বিভাব। আলম্বন ও উদ্দীপন-ভেদে বিভাব দুই প্রকার। রতি যাহাতে বিভাবিত হয়, তাহাই আলম্বন-বিভাব এবং যাহা দ্বারা রতি বিভাবিত হয়, তাহা উদ্দীপন-বিভাব। আলম্বন-বিভাব আবার দ্বিবিধ—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন।) যাঁহার বিষয়ে (উদ্দেশ্যে) রতির প্রবৃত্তি হয়, তিনিই বিষয়ালম্বন এবং যিনি ঐ রতির আধার তিনিই আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণরতির বিষয়ালম্বন

নৃত্যগীতস্মিতাদয়ঃ। যে চিত্তং তনুঞ্চ ক্ষোভয়ন্তি তে সাত্ত্বিকাঃ। তে অষ্টৌ—স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চ-স্বরভেদ-বেপথু-বৈবর্ণ্যাশ্রু-প্রলয়া ইতি। তে ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তা সুদ্দীপ্তা ইতি পঞ্চবিধা যথোত্তর-সুখদাঃ স্যুঃ। এতে যদি নিত্য-সিদ্ধে তদা স্নিগ্ধাঃ। যদি জাতরতৌ তদা দিগ্ধাঃ। ভাবশূন্যজনে যদি জাতাস্তদা রুক্ষাঃ। মুমুক্ষুজনে যদি জাতাস্তদা রত্যাভাসজাঃ। কর্ম্মিজনে বিষয়িজনে বা যদি জাতাস্তদা সত্ত্বাভাসজাঃ। পিচ্ছিলচিত্তজনে তদভ্যাসপরে বা যদি জাতাস্তদা নিঃসত্ত্বাঃ। ভগবদ্দ্বেষি জনে যদি জাতাস্তদা প্রতীপাঃ ॥১৩॥ ৫৪

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলায়াং বাল্যলীলায়া আরম্ভ স্তত্রৈব প্রকটা ভবতি। এবমস্যৈব বৃন্দাবনস্য অপ্রকটিতপ্রকাশে যত্র বাল্যলীলায়া আরম্ভ স্তত্র বাল্যদেহস্য প্রাকট্যং জ্ঞেয়ং। ব্রহ্মণ আগামিনি কল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরে পুনরপি অত্রৈব বৃন্দাবনস্য প্রকাশে বাল্যদেহো প্রকটা ভবিষ্যতি ইতি। যথা এতদ্দ্বীপস্থঃ সূর্য্যোঽন্তর্দ্ধায় সন্ধ্যাকালে দ্বীপান্তরং গচ্ছতি পুনরপি যামচতুষ্টয়ান্তরং এতদ্দ্বীপে প্রকটা ভবিষ্যতি। লীলানাং বাল্যাদ্যবস্থানাঞ্চ নিত্যত্বং শ্রীভাগবতটীকায়াং মহানুভাবৈর্বিস্তার্য্য লিখিতং। বিশেষজিজ্ঞাসাচেৎ সা টীকা দ্রষ্টব্যা। প্রকৃতে তু রতিপ্রেমাদি-স্থায়িভাববতাং ভক্তানাং মধ্যে যদা যস্য ভক্তস্য স্থায়িভাবাদেঃ স্ব-স্ব-কারণং প্রাপ্যোদয়স্তদা তস্যৈবাভিব্যক্তিরণ্যেষাং তু ভাবানামনভিব্যক্তত্বেন তস্মিন্নেব ভক্তে

শ্রীকৃষ্ণ আর আশ্রয়ালম্বন ভক্তবর্গ। যদ্দ্বারা রতির উদ্দীপন হয় অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কারাদি যে সকল বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা উদ্দীপন-বিভাব। ভাবকে জ্ঞাপন করে যে মধুরহাস্য নৃত্য-গীতাদি, তাহাদিগকে অনুভাব বলা যায়।

যাহা চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ জন্মায়, তাহার নাম সাত্ত্বিকভাব। এই সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার; যথা—স্তম্ভ (জড়তা), স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (সুষুপ্তি-দশা)। ঐ সকল সাত্ত্বিকভাব আবার ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত, সুদ্দীপ্তভেদে পঞ্চবিধ। ইহারা যথাক্রমে উত্তরোত্তর সুখপ্রদ হইয়া থাকে। ঐ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক-ভাব নিত্যসিদ্ধ ভক্তেরই হইয়া থাকে। জাতরতি ভক্তের সাত্ত্বিকভাবকে দিগ্ধভাব বলা যায়। আর অজাতরতি ব্যক্তিতে ক্বচিৎ আনন্দ বিস্ময়াদি দ্বারা উদিত ভাবকেই রুক্ষভাব বলা যায়।

অথ ব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাব-পোষকা ভাবাঃ কাদাচিৎকাঃ। নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ শঙ্কা-ত্রাসাবেগা উন্মাদোঽপস্মৃতিস্তথা ব্যাধিঃ মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ স্মৃতিরথ বিতর্ক-চিন্তা-মতি-ধৃতয়ো হর্ষ-উৎসুকত্বঞ্চ ঔগ্রামর্ষাসূয়াশ্চাপল্য-ঞ্চৈব নিদ্রা চ সুপ্তির্ব্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ॥" অথৈষাং লক্ষণম্—আত্মনিন্দা নির্ব্বেদঃ; অনুতাপো বিষাদঃ; আত্মনি অযোগ্যবুদ্ধির্দৈন্যং; গ্লানিঃ শ্রমজন্যদৌর্ব্বল্যং; নৃত্যাদ্যুত্থঃ স্বেদঃ শ্রমঃ; মদো মধুপানাদিমত্ততা; অহঙ্কারো গর্ব্বঃ; অনিষ্টাশঙ্কনং শঙ্কা; অকস্মাদেব ভয়ং ত্রাসঃ; চিত্ত-সম্ভ্রম আবেগঃ; উন্মত্ততা উন্মাদঃ অপস্মারো ব্যাধিরপস্মৃতিঃ; জ্বরতাপো ব্যাধিঃ; মূর্চ্ছৈব মোহঃ; মৃতির্মরণম্; আলস্যং স্পষ্টং; জাড্যং জড়তা; লজ্জৈব ব্রীড়া; আকারগোপনমবহিত্থা; পূর্ব্বানুভূতবস্তুস্মরণং স্মৃতি; অনুমানং বিতর্কঃ; কিং ভবিষ্যতীতি ভাবনা চিন্তা; শাস্ত্রার্থনির্দ্ধারণং মতিঃ; ধৃতির্ধৈর্য্যং; হর্ষ আনন্দঃ; উৎকণ্ঠৈব ঔৎসুক্যং; তীক্ষ্ণস্বভাবতা ঔগ্র্যম্; অসহিষ্ণুতা অমর্ষঃ; গুণেঽপি দোষারোপণমসূয়া; স্থৈর্য্যে অশক্তিশ্চাপল্যং; সুষুপ্তিরেব নিদ্রা; স্বপ্নদর্শনং সুপ্তিঃ; জাগরণং বোধঃ অবিদ্যাক্ষয়শ্চ; ইতি ব্যভিচারিণঃ॥১৪॥

স্থিতির্জ্ঞেয়া। যথা কামক্রোধাদিমতাং সাংসারিকানাং কামাদীনাং মধ্যে একতরস্য উদয়কালে অন্যেষাং সংস্কাররূপেণ স্থিতিস্তদ্বদেবেতি জ্ঞেয়ম্॥১৩॥

টীকা—বিভাবৈরিতি*। এষা কৃষ্ণরতিরেব স্থায়ী ভাবঃ সৈব ভক্তিরসো ভবেৎ। কীদৃশী সতীত্যাহ বিভাবৈরিতি। শ্রবণাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্বিভাবাদিভিঃ করণৈর্ভক্তানাং হৃদি স্বাদ্যত্যমানীতা সম্যক্ প্রাপিতা॥ ১৪॥

মুমুক্ষু ব্যক্তিতে সাত্ত্বিকভাবের নাম রত্যাভাসজ, কর্ম্মি-জনে বা বিষয়ি-জনে জাত সাত্ত্বিকভাবের নাম সত্ত্বাভাসজ, পিচ্ছিলচিত্ত-জনে বা অভ্যাসপরায়ণ-জনে জাত সাত্ত্বিকভাবের নাম নিঃসত্ত্ব এবং ভগবদ্বিদ্বেষি-জনে জাত সাত্ত্বিকভাবের নাম প্রতীপ সাত্ত্বিকভাব॥১৩॥

অনন্তর ব্যভিচারিভাব বলা যাইতেছে। ব্যভিচারিভাব তেত্রিশটি; যথা—

ভাবপ্রকাশের তারতম্য

কিঞ্চ ভক্তানাং চিত্তানুসারেণ ভাবানাং প্রাকট্যতারতম্যং ভবতি। তত্র ক্বচিৎ সমুদ্রবদ্‌গম্ভীরচিত্তেঽপি অপ্রাকট্যং স্বল্পপ্রাকট্যং বা অল্পখাত-বত্তরলচিত্তে অতিশয়প্রাকট্যং চ ভবতীতি নায়মাত্যন্তিক নিয়ম ইতি প্রপঞ্চো ন লিখিতঃ ॥১৫॥

নির্ব্বেথ (আত্মনিন্দা), বিষাদ (অনুতাপ), দৈন্য (আপনাতে অযোগ্যতাবুদ্ধি), গ্লানি (শ্রমজনিত দৌর্ব্বল্য), শ্রম (নৃত্যজনিত ঘর্ম্ম), মদ (মধুপানাদি জনিত মত্ততা), গর্ব্ব (অহঙ্কার), শঙ্কা (অনিষ্টাশঙ্কন), ত্রাস (অকস্মাৎ ভয়), আবেগ (চিত্তসম্ভ্রম), উন্মাদ (উন্মত্ততা), অপস্মৃতি (অপস্মার নামক ব্যাধি) ব্যাধি (জ্বরের উত্তাপ), মোহ (মূর্চ্ছা), মৃতি (মরণ), আলস্য (অলসতা), জাড্য (জড়তা), ব্রীড়া (লজ্জা), অবহিত্থা (আকার গোপন), স্মৃতি (পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ), বিতর্ক (অনুমান), চিন্তা (কি হইবে এইরূপ ভাবনা), মতি (শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণ), ধৃতি (ধৈর্য্য), হর্ষ (আনন্দ), ঔৎসুক্য (উৎকণ্ঠা), ঔগ্র্য (তীক্ষ্ণ স্বভাবতা), অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা), অসূয়া (গুণে দোষারোপ), চাপল্য (স্থৈর্য্যে অক্ষমতা) নিদ্রা (সুষুপ্তি), সুপ্তি (স্বপ্নদর্শন), বোধ (জাগরণ ও অবিদ্যাক্ষয়) ॥ ১৪ ॥

ভক্তগণের চিত্ত-অনুসারে ভাব-সকলের প্রকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কখন সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর চিত্তেও অপ্রকাশ বা স্বল্প প্রকাশ এবং অল্প-খাতের ন্যায় তরলচিত্তে অতিশয় প্রকাশ হইতে দেখা যায়। অতএব বিশেষ কোন নিয়ম না থাকায় ইহার বিস্তার করা হইল না ॥ ১৫ ॥

অনন্তর স্থায়িভাব বর্ণিত হইতেছে। স্থায়ি-ভাব ত্রিবিধ. যথা—সামান্যরূপ, স্বচ্ছরূপ ও শান্তাদি-পঞ্চবিধ রূপ। যিনি কখন একৈকরসনিষ্ঠ ভক্তের সঙ্গ করেন নাই, অথচ যাঁহার সামান্য ভজনের পরিপাকে শান্তাদি বিশেষত্ব শূন্য সামান্যতঃ

পাদটীকা—

* বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ ॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

অথ স্থায়ী ভাবঃ।

সামান্যরূপঃ স্বচ্ছরূপশ্চ শান্তাদি-পঞ্চবিধরূপশ্চ। একৈকরসনিষ্ঠ-ভক্তসঙ্গরহিতস্য সামান্যজনস্য সামান্যভজনপরিপাকেণ সামান্য-রতিরূপশ্চ স্থায়ী ভাবো যো ভবতি স সামান্যরূপঃ। শান্তাদি-পঞ্চবিধভক্তেষ্বপি অবিশেষেণ কৃতসঙ্গস্য তত্তদ্ভজনপরিপাকেণ পঞ্চবিধা রতিস্তত্তদ্ভক্তসঙ্গবসতিকালভেদেন যোদয়তে যথা কদাচিৎ শান্তিঃ কদাচিৎ দাস্যং কদাচিৎ সখ্যং কদাচিৎ বাৎসল্যং কদাচিৎ কান্তাভাবশ্চ ন ত্বেকত্র নিষ্ঠত্বং তদা স্বচ্ছরতিরূপঃ। অথ পৃথক্ পৃথক্ রসৈকনিষ্ঠেষু ভক্তেষু শান্ত্যাদিপঞ্চবিধরূপঃ। শান্তভক্তানাং শান্তিঃ। দাস্য-ভক্তানাং দাস্যরতিঃ। সখ্যভক্তানাং সখ্যম্। বাৎসল্যভক্তানাং বাৎসল্যম্। উজ্জ্বলভক্তানাং প্রিয়তা। এবং শান্তদাস্যসখ্যবাসল্যো-জ্জ্বলাশ্চ পঞ্চ মুখ্যরসা যথোত্তরং শ্রেষ্ঠাঃ। শান্তে শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠ-বুদ্ধি-বৃত্তিতা, দাস্যে সেবা, সখ্যে নিঃসম্ভ্রমতা, বাৎসল্যে স্নেহঃ, উজ্জ্বলে সঙ্গি-সঙ্গদানেন সুখমুৎপাদ্যম্। এবং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-গুণাদুত্তরোত্তরস্থাঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্যুঃ ॥১৬॥

এক প্রকার রতি জন্মিয়াছে, তাদৃশ সামান্য জনের ঐরূপ সামান্য রতিকে সামান্য-রূপ স্থায়ি-ভাব বলা যায়। কাহারও যদি অবিশেষে শান্তাদি-পঞ্চবিধ-ভক্ত-সঙ্গই লাভ হইয়া থাকে এবং ভজন-পরিপাকে যদি পঞ্চবিধ রতিই তত্তদ্ভক্তসঙ্গে অবস্থিতিকালভেদে উদয় হয় যেমন কখন শান্তি, কখন দাস্য, কখন সখ্য, কখন বাৎসল্য এবং কখন কান্তভাব প্রকাশ পায়, অথচ কোন নির্দ্দিষ্ট একটি ভাবে যদি নিষ্ঠা না থাকে, তবে তাহার ঐরূপ রতিকেই স্বচ্ছ-স্থায়িভাব বলা যায়। আর পৃথক্ পৃথক্ রসৈকনিষ্ঠ ভক্তের শান্ত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবের নামই শান্ত্যাদি-পঞ্চ-বিধরূপ স্থায়ি-ভাব!

শান্তাদি-পঞ্চবিধভাব, যথা—শান্ত-ভক্তের শান্তি, দাস্য-ভক্তের দাস্য, সখ্য-ভক্তের সখ্য, বাৎসল্য-ভক্তের বাৎসল্য এবং মধুর-ভক্তের প্রিয়তা স্থায়ী ভাব। এইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও উজ্জ্বল বা মধুর—এই পাঁচটী মুখ্যরস, ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। শান্তের গুণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ-বুদ্ধিবৃত্তিতা, দাস্যের গুণ সেবা, সখ্যের গুণ সম্ভ্রমরাহিত্য, বাৎসল্যের গুণ স্নেহ এবং উজ্জ্বলের গুণ অঙ্গ-সঙ্গ-দান

অথ শান্তরসে নরাকৃতিপরব্রহ্ম চতুর্ভুজঃ নারায়ণঃ পরমাত্মা ইত্যাদি গুণঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎ-কুমারাদয়ঃ আশ্রয়ালম্বনাঃ তপস্বিনঃ। জ্ঞানিনোঽপি মুমুক্ষাং ত্যক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণভক্তকৃপয়া ভক্তিবাসনাযুক্তা যদি স্যুস্তদা তেঽপি আশ্রয়ালম্বনাঃ। পর্ব্বত-শৈলকাননাদিবাসিজনসঙ্গসিদ্ধক্ষেত্রাদয়ঃ উদ্দীপন-বিভাবাঃ। নাসিকাগ্রদৃষ্টিঃ অবধূতচেষ্টা নির্ম্মমতা ভগবদ্দ্বেষিজনে ন দ্বেষঃ তদ্ভক্তজনেঽপি নাতিভক্তিঃ মৌনং জ্ঞানশাস্ত্রেঽভিনিবেশঃ ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ। অশ্রুপুলকরোমাঞ্চাদ্যাঃ প্রলয়-বর্জ্জিতাঃ সাত্ত্বিকাঃ। নির্ব্বেদমতিধৃত্যাদয়ঃ সঞ্চারিণঃ। শান্তিঃ স্থায়ী। ইতি শান্তরসঃ ॥১৭॥

অথ দাস্যে রসে ঈশ্বরঃ প্রভুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভক্তবৎসলঃ ইত্যাদি-গুণবান্ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। আশ্রয়ালম্বনাশ্চতুর্বিধাঃ অধিকৃতভক্তাঃ আশ্রিতাঃ পার্ষদাঃ অনুগাশ্চেতি। তত্র ব্রহ্মা শঙ্কর ইত্যাদয়োঽধি-

---

দ্বারা সুখোৎপাদন। এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ হইতে উত্তরোত্তর গুণ সকলের শ্রেষ্ঠতা জানিতে হইবে ॥ ১৬ ॥

শান্তভক্তি-রস—এই শান্তরসে সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ, নরাকৃতি পরব্রহ্ম, চতুর্ভুজ, নারায়ণ, পরমাত্মা এবং শান্ত, দান্ত, শুচি, বশী, হতারিগতিদায়ক ও বিভু ইত্যাদি গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমারাদি তাপসগণ আশ্রয়ালম্বন। জ্ঞানিগণও মুক্তিবাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্ত-কৃপায় যদি ভক্তি-বাসনাযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহারাও আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন। পর্ব্বত-কাননাদিবাসী সাধুজনের সঙ্গ ও সিদ্ধক্ষেত্রাদি উদ্দীপন-বিভাব। নাসাগ্রদৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, নির্ম্মমতা, ভগবদ্দ্বেষিজনে বিদ্বেষরাহিত্য, ভগবদ্ভক্তজনেও ভক্ত্যাতিশয্যের অভাব, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অভিনিবেশ প্রভৃতি অনুভাব। প্রলয়বর্জ্জিত অশ্রু-পুলক-রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাব। নির্ব্বেদ, মতি, ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাব এবং শান্তি স্থায়ী ভাব ॥ ১৭ ॥

দাস্য-ভক্তিরস—এই দাস্য-ভক্তিরসে ঈশ্বর, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ ও ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। অধিকৃত-ভক্ত, আশ্রিত-ভক্ত, পারিষদ ও অনুগামী এই চারি প্রকার ভক্ত আশ্রয়ালম্বন। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, শঙ্কর ইত্যাদি

কৃতভক্তাঃ। তত্র আশ্রিতাস্ত্রিবিধাঃ শরণ্যাঃ জ্ঞানিচরাঃ সেবানিষ্ঠাঃ কালিয়-জরাসন্ধমগধরাজ-বদ্ধ-রাজাদয়ঃ শরণ্যাঃ। প্রথমতো জ্ঞানিনোঽপি মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য যে দাস্যে প্রবৃত্তাস্তে সনকাদয়ো জ্ঞানিচরাঃ। যে প্রথমত এব ভজনে রতাস্তে চন্দ্রধ্বজ-হরিহয়-বহুলাশ্বাদয়ঃ সেবানিষ্ঠাঃ। উদ্ধব-দারুক শ্রুতদেবাদয়ঃ পার্ষদাঃ। সুচন্দ্র-মণ্ডনাদ্যাঃ পুরেঃ, রক্তক-পত্রক-মধুকণ্ঠাদয়ো ব্রজে অনুগাঃ। এষাং সপরিবার এব কৃষ্ণে যে যথোচিতভক্তিমন্তঃ তে ধূর্য্যভক্তাঃ। যে কৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গে আদরযুক্তা স্তে ধীরভক্তাঃ। যে তু তৎকৃপাং প্রাপ্য গর্ব্বেণ কমপি ন গণয়ন্তি তে বীরভক্তাঃ। এতেষু গৌরবান্বিত-সম্ভ্রম-প্রীতিযুক্তাস্তু প্রদ্যুম্নশাম্বাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাল্যাঃ। তে সর্ব্বে কেচিন্নিত্য-সিদ্ধাঃ, কেচিৎ সাধনসিদ্ধাঃ, কেচিৎ সাধকাঃ। শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহচরণধূলী-মহাপ্রসাদাদয় উদ্দীপনবিভাবাঃ। শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞাকরণাদয়োঽনুভাবাঃ।

আধিকারিক দেবতাগণ অধিকৃত-ভক্ত। আশ্রিত-ভক্ত ত্রিবিধ—শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ। তন্মধ্যে কালিয়নাগ, মগধরাজ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণ প্রভৃতি শরণ্য। প্রথমে জ্ঞানি থাকিয়া পরে মোক্ষেচ্ছা ত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা দাস্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই জ্ঞানিচর। সনকাদি মুনিগণ এই বিভাগের অন্তর্গত। আর যাঁহারা প্রথম হইতেই সেবানিষ্ঠ হয়েন, তাঁহাদিগকে সেবানিষ্ঠ বলা যায়। চন্দ্রধ্বজ, হরিহয় ও বহুলাশ্ব প্রভৃতি রাজগণ সেবানিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়েন। উদ্ধব, দারুক ও শ্রুতদেবাদি ক্ষত্রিয়গণ ও উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ পারিষদ্। পুরে সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি এবং ব্রজে রক্তক-পত্রক-মধুকণ্ঠাদি অনুগামী। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সপরিবার শ্রীকৃষ্ণে যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নাম ধূর্য্যভক্ত; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গে অধিক আদরযুক্ত, তাঁহাদিগের নাম ধীরভক্ত; আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে গর্ব্বিত থাকিয়া কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহারাই বীরভক্ত। এই সকল সম্ভ্রম-প্রীতিযুক্ত ভক্তের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে গুরুত্ববুদ্ধি-বিশিষ্ট প্রদ্যুম্নশাম্বাদি শ্রীকৃষ্ণের পাল্য। উক্ত ভক্তসকল আবার নিত্যসিদ্ধ সাধনসিদ্ধ ও সাধকভেদে ত্রিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ-চরণধূলি ও মহাপ্রসাদ প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাব। আজ্ঞা-পালনাদি অনুভাব। দাস্যরসের তিনটি অবস্থা;—প্রেম, স্নেহ ও রাগ। তন্মধ্যে

প্রেমা রাগঃ স্নেহশ্চাত্র রসে ভবতি। অধিকৃতভক্তে আশ্রিতভক্তে চ প্রেমপর্য্যন্তো ভবতি স্থায়ী। পার্ষদ-ভক্তে স্নেহপর্য্যন্তঃ। পরীক্ষিতি দারুকে উদ্ধবে রাগঃ প্রকট এব। ব্রজানুগে রক্তকাদৌ সর্ব্ব এব। প্রদ্যুম্নাদাবপি সর্ব্ব এব। যাবৎ-পর্য্যন্তং শ্রীকৃষ্ণদর্শনং প্রথমতো ভবতি তাবৎকালমযোগঃ। দর্শনানন্তরং যদি বিচ্ছেদ স্তদা বিয়োগঃ। তত্র দশ দশাঃ। অঙ্গেষু তাপঃ কৃশতা জাগর্য্যা আলম্বনশূন্যতা অধৃতি র্জড়তা ব্যাধিরুন্মাদো মূর্চ্ছিতং মৃতিশ্চ। ইতি দাস্যরসঃ ॥১৮॥

অথ সখ্যরসে বিদগ্ধো বুদ্ধিমান্ সুবেশঃ সুখীত্যাদিগুণঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। আশ্রয়ালম্বনাঃ সখায়শ্চতুর্বিধাঃ। সুহৃদঃ সখায়ঃ প্রিয়সখায়ঃ প্রিয়নর্ম্মসখায়শ্চ। যে কৃষ্ণস্য বয়সাধিকাস্তে সুহৃদঃ কিঞ্চিদ্বাৎসল্যবন্তঃ। তে সুভদ্র-মণ্ডলীভদ্র-বলভদ্রাদয়ঃ। যে কিঞ্চিদ্ বয়সা ন্যূনাস্তে কিঞ্চিদ্দাস্যমিশ্রাঃ সখায়ঃ। তে বিশাল-বৃষভ-দেব-প্রস্থাদয়ঃ। যে বয়সা তুল্যাস্তে প্রিয়সখায়ঃ শ্রীদাম-সুদাম-

---

অধিকৃত ভক্তে ও আশ্রিত ভক্তে প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী; পার্ষদভক্তে স্নেহ পর্য্যন্ত স্থায়ী; পরীক্ষিত দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়; ব্রজানুগ-রক্তকাদিতে এবং পুরে প্রদ্যুম্নাদিতে সকলগুলিই দৃষ্ট হয়। এই দাস্য-রসে অযোগ ও বিয়োগ এই দুইটি অবস্থা হয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের পূর্ব্বের অবস্থার নাম অযোগাবস্থা। দর্শনের পরে যে বিচ্ছেদ, তাহার নাম বিয়োগাবস্থা। বিয়োগে অঙ্গতাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বনশূন্যতা বা অনবস্থা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা এই দশদশা। (অযোগে ঔৎসুক্যাদি এবং যোগে সিদ্ধিতুষ্টি প্রভৃতি দশা) ॥ ১৮ ॥

অনন্তর সখ্যভক্তি-রস। এই রসে বিদগ্ধ বুদ্ধিমান্ সুবেশ ও সুখী প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। (মমতাযুক্ত বিশ্বাসভাবময়, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, নিজ আচরণদ্বারা অন্যের উপকারক, সখ্যসেবাপরায়ণ, তদীয় সখাসকল আশ্রয়ালম্বন।) সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখাভেদে ঐ আশ্রয়ালম্বন চতুর্বিধ। তন্মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্যযুক্ত তাঁহারাই সুহৃৎ। ব্রজে সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র প্রভৃতি সুহৃৎ।

বসুদামাদয়ঃ। যে তু প্রেয়সীরহস্য-সহায়াঃ শৃঙ্গার-ভাবস্পৃহা স্তে প্রিয়নর্ম্মসখায়ঃ সুবল-মধুমঙ্গলার্জ্জুনাদয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরান্ বয়াংসি শৃঙ্গ-বেণু-দলবাদ্যাদয়শ্চ উদ্দীপনবিভাবাঃ। তত্র প্রমাণম্—"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোর-মাপঞ্চদশং যৌবনন্তু ততঃ পরম্॥" অষ্টমাসাধিকদশবর্ষপর্য্যন্তং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজে প্রকটবিহারঃ। অতএব শ্রীকৃষ্ণস্যাল্পকালত এব বয়োবৃদ্ধ্যা মাসচতুষ্টয়াধিকবৎসরত্রয়পর্য্যন্তং কৌমারম্। ততঃ পরমষ্টমাসাধিকষড়্ বর্ষপর্য্যন্তং পৌগণ্ডম্। ততঃ পরমষ্টমাসাধিকদশবর্ষপর্য্যন্তং কৈশোরম্। ততঃ পরমপি সর্ব্বকালং বাপ্য কৈশোরমেব। দশবর্ষং শেষকৈশোরম্। তত্রৈব সদা স্থিতিঃ। এবং সপ্তমে বর্ষে বৈশাখে মাসি কৈশোরারম্ভঃ। অতএব প্রসিদ্ধঃ পৌগণ্ডমধ্যে প্রেয়সীভিঃ সহ বিহারঃ। তাসামপি তথাভূতত্বাদিতি প্রসঙ্গাৎ লিখিতম্। সখ্যে বাহুযুদ্ধখেলা একশয্যা-শয়নাদয়োঽনুভাবাঃ। অশ্রুপুলকাদয়ঃ সর্ব্বে এব সাত্ত্বিকাঃ। হর্ষ-গর্ব্বাদয়ঃ সঞ্চারিণঃ সাম্যদৃষ্ট্যা নিঃসম্ভ্রমতাময়ঃ বিশ্বাসবিশেষঃ সখ্যরতিঃ

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন ও কিঞ্চিৎ দাস্যমিশ্র তাঁহারাই সখা। ব্রজে বিশাল-বৃষভ ও দেবপ্রস্থ প্রভৃতি সখা। যাঁহারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, তাঁহারাই প্রিয়সখা। ব্রজে শ্রীদাম, সুদাম ও বসুদাম প্রভৃতি প্রিয়সখা। আর যাঁহারা প্রেয়সী-রহস্যের সহায় ও শৃঙ্গার-ভাবশালী, তাঁহারা প্রিয়নর্ম্মসখা। ব্রজে সুবল, মধুমঙ্গল ও অর্জ্জুন প্রভৃতি প্রিয়নর্ম্মসখা। শ্রীকৃষ্ণের কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর বয়স এবং শৃঙ্গ, বেণু ও পত্রনির্ম্মিত বাদ্যাদি উদ্দীপন-বিভাব। পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, দশম পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর, এবং তাহার পর যৌবন, ইহাই সাধারণ নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু দশবৎসর আটমাস পর্য্যন্ত ব্রজে প্রকট-বিহার করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই বয়োবৃদ্ধি ধরিয়া তিনবৎসর চারিমাস পর্য্যন্ত কৌমার, তারপর ছয়বৎসর আটমাস পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, তারপর দশবৎসর আটমাস পর্য্যন্ত কৈশোর বুঝিতে হইবে। তারপরও সকলকালেই তাঁহার কৈশোর। দশবৎসরই তাঁহার শেষ কৈশোর, এবং ঐ শেষ কৈশোরেই তিনি সর্ব্বকাল অবস্থান করিয়া থাকেন। সপ্তম বৎসরের বৈশাখমাসে তাঁহার কৈশোরের প্রারম্ভ।

স্থায়ী ভাবঃ। অথ প্রণয়ঃ প্রেমা স্নেহো রাগঃ সখ্যেন সহ পঞ্চবিধঃ স্যাৎ। অন্যত্র অর্জ্জুনভীমসেন শ্রীদামবিপ্রাদ্যাঃ সখায়ঃ। তত্রাপি বিয়োগে দশ দশাঃ পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্যাঃ। ইতি সখ্যরসঃ ॥১৯॥

অথ বাৎসল্যরসে কোমলাঙ্গো বিনয়ী সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদিগুণঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। শ্রীকৃষ্ণে অনুগ্রাহ্যভাববন্তঃ পিত্রাদয়ো গুরুজনা অত্র ব্রজে ব্রজেশ্বরীব্রজরাজ-রোহিণ্যুপনন্দতৎপত্ন্যাদয়ঃ অন্যত্র দেবকী-কুন্তীবসুদেবাদয়শ্চ আশ্রয়ালম্বনাঃ। স্মিতজল্পিতবাল্যচেষ্টাদয় উদ্দীপন বিভাবাঃ। মস্তকাঘ্রাণাশীর্ব্বাদ-লালন-পালনাদয়োঽনুভাবাঃ। সাত্ত্বিকাঃ স্তম্ভ-স্বেদাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্তনস্রবণমিতি নবসংখ্যাঃ। হর্ষ-শঙ্কাদ্যা ব্যভিচারিণঃ। বাৎসল্যরতিঃ স্থায়ী ভাবঃ। প্রেমস্নেহ-রাগাশ্চাত্র ভবন্তি। অত্রাপি বিয়োগে পূর্ব্ববৎ দশ দশাঃ। ইতি বাৎসল্যরসঃ ॥২০॥

এই কারণেই তাঁহার পৌগণ্ডমধ্যে প্রেয়সীবর্গের সহিত বিহার প্রসিদ্ধ আছে। প্রেয়সীবর্গেরও ঐরূপই জানিতে হইবে। এই বয়সের বিষয়টি প্রসঙ্গাধীন লিখিত হইল। সখ্যে বাহুযুদ্ধ, ক্রীড়া ও এক শয্যায় শয়ন প্রভৃতি অনুভাব। অশ্রু-পুলকাদি সমস্তই সাত্ত্বিকভাব। হর্ষগর্ব্বাদি সঞ্চারিভাব। এবং সাম্যদৃষ্টিহেতু নিঃসম্ভ্রমতাময় বিশ্বাস-বিশেষরূপ সখ্যরতিই স্থায়িভাব। সখ্যরতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সখ্য, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই পাঁচটি আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে। পুরে অর্জ্জুন, ভীমসেন ও শ্রীদাম বিপ্র প্রভৃতি সখা। এই সখ্যরসেও দাস্যের ন্যায় বিয়োগে দশদশা জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

অনন্তর বাৎসল্যরস। এই রসে কোমলাঙ্গ, বিনয়ী, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, অনুগ্রাহ্যভাববন্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের অনুগ্রহপাত্র এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট, পিত্রাদি গুরুগণ এই ব্রজে ব্রজেশ্বরী, ব্রজরাজ, রোহিণী, উপনন্দ ও তৎপত্নী প্রভৃতি এবং অন্যত্র মথুরা ও দ্বারকায় দেবকী, কুন্তী ও বসুদেব প্রভৃতি আশ্রয়ালম্বন। হাস্য, মৃদুমধুরবাক্য ও বাল্যচেষ্টাদি উদ্দীপন-বিভাব। মস্তকাঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ ও লালনপালনাদি অনুভাব। স্তম্ভ-স্বেদাদি সমস্ত ও স্তন-দুগ্ধ ক্ষরণ এই নয়টি সাত্ত্বিকভাব। হর্ষ ও শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব। এই রসে বাৎসল্যরতি স্থায়িভাব। উক্ত বাৎসল্য-

অথ মধুররসে রূপমাধুর্য্য-লীলামাধুর্য্য-প্রেমমাধুর্য্যসিন্ধুঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। প্রেয়সীগণঃ আশ্রয়ালম্বনঃ। মুরলীরববসন্তকোকিল-নাদ-নবমেঘময়ূরকণ্ঠাদিদর্শনাদ্যাঃ উদ্দীপন-বিভাবাঃ। কটাক্ষ-হাস্যা-দয়োঽনুভাবাঃ॥ সর্ব্ব এব সাত্ত্বিকাঃ সুদ্দীপ্তপর্য্যন্তাঃ। নির্ব্বেদাদ্যাঃ সর্ব্বে আলস্যৌগ্র্যরহিতাঃ সঞ্চারিণঃ। প্রিয়তারতিঃ স্থায়ী ভাবঃ। প্রেমস্নেহরাগাদ্যাঃ শ্রীলোজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তাঃ সর্ব্ব এব ভবন্তি। ইতি মধুররসঃ॥২১॥

অথৈষাং মৈত্রিবৈরস্থিতিঃ। শান্তস্য দাসস্য পরস্পরং মৈত্রী। সখ্যবাৎসল্যৌ তটস্থৌ। বাৎসল্যস্য ন কেনাপি মৈত্রী। উজ্জ্বলদাস্য-রসৌ শত্রু। ইতি মৈত্রিবৈরস্থিতিঃ॥২২॥

অথ ভাবমিশ্রণম্। শ্রীবলদেবাদীনাং সখ্যং বাৎসল্যং দাস্যঞ্চ। মুখরাপ্রভৃতীনাং বাৎসল্যং সখ্যঞ্চ। যুধিষ্ঠিরস্য বাৎসল্যং সখ্যঞ্চ। ভীমস্য সখ্যং বাৎসল্যঞ্চ। অর্জ্জুনস্য সখ্যং দাস্যঞ্চ। নকুলসহদেবয়ো

রতির প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই তিনটি উত্তরোত্তর অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেও বিয়োগে পূর্ব্ববৎ দশটি দশা হয়॥ ২০॥

অনন্তর মধুররস। এই রসে রূপমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ও প্রেম মাধুর্য্যের আধারভূত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। মুরলীরব, বসন্ত কোকিলধ্বনি, নবমেঘ, ময়ূরকণ্ঠ প্রভৃতির দর্শনাদি উদ্দীপন-বিভাব। কটাক্ষ ও হাস্য প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সুদ্দীপ্ত পর্য্যন্ত। আলস্য ও উগ্রতা ভিন্ন নির্ব্বেদাদি সমস্ত সঞ্চারিভাব। প্রিয়তারতি স্থায়িভাব। এইরসে প্রেম-স্নেহ-রাগাদি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণ্যুক্ত সমস্ত অবস্থাই দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ২১॥

মৈত্রভাব ও বৈরভাব। শান্ত ও দাস্য পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন। সখ্য ও বাৎসল্য তটস্থ, অর্থাৎ মৈত্রী ও বৈর উভয়-বর্জ্জিত। বাৎসল্যের সহিত কাহারও মৈত্রী নাই। উজ্জ্বল ও দাস্য পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন॥ ২২॥

ভাব-মিশ্রণ। বলদেবাদির সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্য তিনটি মিশ্রিত। মুখরা প্রভৃতির বাৎসল্য ও সখ্য, যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য ও সখ্য, ভীমসেনের সখ্য ও বাৎসল্য। অর্জ্জুনের সখ্য ও দাস্য। নকুল ও সহদেবের দাস্য ও সখ্য।

দাস্যং সখ্যঞ্চ। উদ্ধবস্য দাস্যং সখ্যঞ্চ। অক্রূরোগ্রসেনাদীনাং দাস্যং বাৎসল্যঞ্চ। অনিরুদ্ধাদীনাং দাস্যং সখ্যঞ্চ। এবং পঞ্চ মুখ্যরসাঃ সমাপ্তাঃ ॥২৩॥

অথ হাস্যাদ্ভুতবীরকরুণরৌদ্রভয়ানকবীভৎসাঃ সপ্ত গৌণভক্তিরসাঃ পঞ্চবিধভক্তেষ্বেবোদয়ন্তে। অতএব পঞ্চবিধভক্তা আশ্রয়ালম্বনাঃ। হাস্যাদীনাং ষণ্ণাং রসানাং শ্রীকৃষ্ণশ্চ শ্রীকৃষ্ণভক্তাশ্চ তৎসম্বন্ধিনশ্চ বিষয়ালম্বনাঃ। বীভৎসস্য তু ঘৃণাস্পদামেধ্যমাংসশোণিতাদয়ো বিষয়াঃ। রৌদ্রভয়ানকয়োঃ শ্রীকৃষ্ণশত্রবোঽপি বিষয়াঃ। গণ্ড-বিকাশনেত্রবিস্ফারাদয়ো যথাসম্ভবমনুভাবাঃ। সাত্ত্বিকা অপি যথাসম্ভবং দ্বিত্রা হর্ষামর্ষ্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ। হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ ক্রোধশোকৌ ভয়ং তথাজুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ। হাস্যাদীনামমী ক্রমেণ স্থায়িভাবাঃ। কিঞ্চ বীররসে যুদ্ধদানদয়াধর্ম্মেষু উৎসাহবশাৎ যুদ্ধবীরঃ দানবীরঃ দয়াবীরঃ ধর্ম্মবীর ইতি চতুর্দ্ধা বীররসঃ। ইতি সপ্ত গৌণরসাঃ। এবং মিলিত্বা দ্বাদশরসা ভবন্তি ॥২৪॥

উদ্ধবের দাস্য ও সখ্য। অক্রূর ও উগ্রসেনাদির দাস্য ও বাৎসল্য॥ অনিরুদ্ধাদির দাস্য ও সখ্য। এই মুখ্য পঞ্চরস বিবৃত হইল॥ ২৩॥

অতঃপর গৌণরস বলা হইতেছে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস এই সাতটি গৌণরস। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধভক্তেই এই গৌণরসসকলের উদয় দেখা যায়। অতএব পঞ্চবিধভক্তই উহাদের আশ্রয়ালম্বন। হাস্যাদি ছয়টি রসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ, তদ্ভক্ত ও তৎসম্বন্ধী ব্যক্তিসকল। ঘৃণাস্পদ, অপবিত্র মাংসশোণিতাদি বীভৎসরসের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বেষী ব্যক্তিসকলও রৌদ্র ও ভয়ানকরসের বিষয় হইয়া থাকেন। গণ্ড-বিকাশ ও নেত্র-বিস্ফার প্রভৃতি যথাসম্ভব অনুভাব। সাত্ত্বিকভাবও যথাসম্ভব দুই তিনটি হইয়া থাকে। হর্ষ ও ক্রোধাদি ব্যভিচারিভাব। হাস্যের হাস, অদ্ভুতের বিস্ময়, বীরের উৎসাহ, করুণের শোক, রৌদ্রের ক্রোধ, ভয়ানকের ভয়, এবং বীভৎসের ঘৃণা স্থায়িভাব। আবার যুদ্ধ দান, দয়া ও ধর্ম্মে উৎসাহভেদে যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্ম্মবীর এই চারিটি বীররসের অবান্তরভেদ উক্ত হইয়া থাকে। পঞ্চমুখ্য ও সপ্তগৌণ মিলিয়া রস বারটি হইতেছে॥ ২৪॥

অথৈষাং সপ্তগৌণানাং পঞ্চসু মুখ্যরসেষু অন্তর্ভাবো যথা—হাস্যযুদ্ধবীরয়োঃ সখ্যে। অদ্ভুতস্য সর্ব্বত্র। করুণাদানবীরদয়াবীরাণাং বাৎসল্যে। ভয়ানকস্য বাৎসল্যে দাস্যে চ। বীভৎসস্য শান্তে। রৌদ্রস্য ক্রোধরতিবাৎসল্যোজ্জ্বলরসপরিবারেষু একাংশেনেত্যনেনৈব পরস্পরং মৈত্রী বৈরঞ্চ যুক্ত্যা জ্ঞেয়ম্ ॥২৫॥

বৈররসস্য স্মরণে রাধ্যত্বে বা বিষয়াশ্রয়ভেদে বা উপমায়াং বা রসান্তরব্যবধানেন বা বর্ণনে সতি ন রসাভাসঃ। অন্যথা তু পরস্পর-বৈরয়ো র্যদি যোগ স্তদা রসাভাসঃ। যদি পরস্পরং মিত্রযোগস্তদা সুরসতা। মুখ্যানান্তু বিষয়াশ্রয়ভেদেঽপি বৈরযোগে রসাভাস এব। এবমধিরূঢ়মহাভাবে কেবলং শ্রীরাধায়ান্তু বৈরযোগেঽপি বর্ণনপরি-পাট্যাং ন রসাভাসঃ। কিঞ্চ কৃষ্ণো যদি স্বয়মেকদৈব সর্ব্বরসানাং বিষয়ো বা আশ্রয়ো বা তদাপি ন রসাভাসঃ। অথান্যেঽপি রসা-

---

উক্ত সপ্তগৌণরস পঞ্চমুখ্যরসের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। সখ্যে হাস্য ও যুদ্ধবীরের, অদ্ভুতের সর্ব্বত্র, বাৎসল্যে করুণ দানবীর ও দয়াবীরের, ভয়ানকের বাৎসল্য ও দাস্যে, শান্তে বীভৎসের অন্তর্ভাব হয়। আর রৌদ্রের ক্রোধরতি বাৎসল্য ও উজ্জ্বলরসে অংশতঃ অন্তর্ভাব হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা উহাদের পরস্পর মৈত্রীভাব বা বৈরভাব বিচার করিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥

পরিশেষে রসাভাস। বৈররসের স্মরণে প্রশংসনে বিষয়াশ্রয়ভেদে উপমাতে বা রসান্তরদ্বারা ব্যবহিতভাবে বর্ণনায় রসাভাস হয় না; অন্যথা পরস্পর বৈর-ভাবাপন্ন রসদ্বয়ের যোগ হইলেই রসাভাস হইবে। পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন রসের যোগে সুরসতা হয়। মুখ্যরস-সকলের বিষয়াশ্রয়ভেদেও বৈরযোগে রসাভাস হয়। কেবল শ্রীরাধিকাতে অধিরূঢ়-মহাভাবে বৈরযোগেও বর্ণনার পারিপাট্য থাকিলে রসাভাস হয়না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যদি এক সময়ে সকল রসেরই বিষয় বা আশ্রয় হয়েন, তাহাতেও রসাভাস হয়না। অনন্তর অন্য কোন কোন রসাভাস প্রায়শঃই গৃহীত হইয়া থাকে, যথা—শ্রীকৃষ্ণে যদি ব্রহ্ম হইতে চমৎকারা-ধিক্য দৃষ্ট না হয়, তবে শান্তরসাভাস হয়। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে যদি তাঁহার দাসের অতিশয় ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, তবে দাস্য-রসাভাস হয়। সখাদ্বয়ের মধ্যে একের সখ্যভাব ও অপরের দাস্যভাব হইলে সখ্য-রসাভাস হয়। পুত্রাদির বলাধিক্য-

ভাসাঃ কেচিৎ গ্রাহ্যপ্রায়াঃ—শ্রীকৃষ্ণে যদি ব্রহ্মতশ্চমৎকারাধিক্যং ন ভবতি তদা শান্তরসাভাসঃ। শ্রীকৃষ্ণাগ্রে যদি দাসস্যাতিধার্ষ্ট্যং ভবতি তদা দাস্যরসাভাসঃ; দ্বয়োর্মধ্যে একস্য সখ্যভাবঃ অন্যস্য দাস্যভাব স্তদা সখ্যরসাভাসঃ; পুত্রাদীনাং বলাধিক্য-জ্ঞানেন লালনাদ্য-করণং বাৎসল্যরসাভাসঃ; দ্বয়োর্ম্মধ্যে একস্য রমণেচ্ছান্যস্য নাস্তি প্রকটমেব সম্ভোগপ্রার্থনং বা তদোজ্জ্বলরসাভাসঃ; শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-বর্জ্জিতাশ্চেৎ হাস্যাদযস্তদা তে হাস্যাদিরসাভাসাঃ; যদি শ্রীকৃষ্ণবৈরিষু ভবন্তি তদা অতিরসাভাসাঃ ॥২৬॥

অনধীতব্যাকরণশ্চরণ-প্রবণো হরে র্জনো যস্মাৎ।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুতো বিন্দুরূপেণ ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি বিরচিতঃ
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ সমাপ্তঃ ॥

বোধে লালনাদির অকরণে বাৎসল্য-রসাভাস হয়। নায়ক ও নায়িকার মধ্যে যদি একের রমণেচ্ছা থাকে আর অন্যের তাহা না থাকে, অথবা তদুভয়ের মধ্যে একের প্রকাশ্যভাবে সম্ভোগ-প্রার্থনা দেখা যায়, তবে উজ্জ্বল-রসাভাস হয়। হাস্যাদি গৌণরসসকল যদি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হয়, তবে তাহারাও রসাভাস হইয়া থাকে। এই হাস্যাদি আবার শ্রীকৃষ্ণের শত্রুবর্গে হইলে অতি-রসাভাস হয় ॥২৬॥

যিনি ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, তাদৃশ ব্যক্তি এই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু হইতে বিন্দুরূপে শ্রীহরির চরণে আসক্ত হউন।

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দুর সংক্ষেপানুবাদ সমাপ্ত

উজ্জ্বলনীলমণিকিরণঃ।

অথোজ্জ্বলরসস্তত্র নায়কচূড়ামণিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। প্রথমং গোকুল-মথুরাদ্বারকাসু ক্রমেণ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিবিধঃ। ধীরোদাত্তঃ ধীরললিতঃ ধীরোদ্ধতঃ ধীরশান্তঃ ইতি প্রত্যেকং চতুর্বিধঃ। তত্র রঘুনাথবৎ গম্ভীরো বিনয়ী যথার্হসর্ব্বজনসম্মানকারীত্যাদিগুণবান্ ধীরোদাত্তঃ। কন্দর্পবৎ প্রেয়সীবশো নিশ্চিন্তো নবতারুণ্যো বিদগ্ধো ধীরললিতঃ। ভীমসেনবৎ উদ্ধত আত্মশ্লাঘারোষকৈতবাদিগুণযুক্তো ধীরোদ্ধতঃ। যুধিষ্ঠিরবৎ ধার্ম্মিকো জিতেন্দ্রিয়ঃ শাস্ত্রদর্শী ধীরশান্তঃ। পুনশ্চ পত্যুপপতিত্বেন প্রত্যেকং স দ্বিবিধঃ। এবং পুনশ্চ অনুকূলো দক্ষিণঃ শঠো ধৃষ্ট ইতি প্রত্যেকং চতুর্বিধঃ। একস্যামেব নায়িকায়া-

---

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ শরণম্।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ বর্ণনান্তর উজ্জ্বল-রস বর্ণনা করা হইতেছে। উজ্জ্বল-ভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নায়ক-চূড়ামণি।

নায়ক-বিভেদ।

নায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় ক্রমশঃ পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ। অর্থাৎ গোকুলে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ—এই ত্রিবিধ প্রকার।

ইহাদের মধ্যে ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধদত ও ধীরশান্তভেদে পূর্ণতমাদি প্রত্যেক নায়কই চতুর্ব্বিধ। রঘুনাথ-রামচন্দ্রের মত যিনি গম্ভীর, বিনয়ী, যথাযোগ্য সকলের সম্মানকারী—ইত্যাদি অনেক গুণশালী তিনি ধীরোদাত্ত। কামদেববৎ যিনি প্রেয়সীবশ, নিশ্চিন্ত, নবযৌবনসম্পন্ন, বিদগ্ধ তিনি ধীরললিত। যিনি ভীমসেনের ন্যায় উদ্ধত, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, রোষযুক্ত ও ছলনা প্রভৃতি গুণযুক্ত, তিনি ধীরোদ্ধত। আর যিনি যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন তিনি ধীরশান্ত।

মনুরাগী অনুকূলঃ, সর্ব্বত্র সমো দক্ষিণঃ, সাক্ষাৎ প্রিয়ং ব্যক্তি পরোক্ষে অপ্রিয়ং করোতি যঃ স শঠঃ, অন্যকান্তাসম্ভোগচিহ্নাদিযুক্তোঽপি নির্ভয়ঃ মিথ্যাবাদী যঃ স ধৃষ্টঃ। এবং ষড়্নবতিবিধা নায়কভেদাঃ ॥১॥

অথাশ্রয়ালম্বননায়িকাঃ প্রথমং স্বীয়াঃ পরকীয়া ইতি দ্বিবিধাঃ। কাত্যায়নীব্রতপরাণাং কন্যানাং মধ্যে যা গান্ধর্ব্বেণ বিবাহিতাঃ তাঃ স্বীয়াঃ। তদন্যা ধন্যাদয়ঃ কন্যাঃ পরকীয়া এব। শ্রীরাধাদ্যাস্তু প্রৌঢ়াঃ পরকীয়া এব। কিয়ন্ত্যঃ গোকুলে স্বীয়া অপি পিত্রাদিশঙ্কয়া পরকীয়া এব। দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্বীয়া এব। ততশ্চ মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা

পুনরায় পতি এবং উপপতিভেদে উক্ত সমস্ত নায়কই দ্বিবিধ। ইহাঁরা আবার অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্টভেদে প্রত্যেকেই চারি প্রকার। এক নায়িকাতেই যিনি অনুরাগী তিনি অনুকুল, অনেক নায়িকাতে যিনি সমব্যবহারী তিনি দক্ষিণ, যিনি প্রেয়সীর সাক্ষাতে প্রিয়কথা বলেন ও অসাক্ষাতে অনিষ্টসাধন করেন তিনি শঠ এবং যিনি অন্য কান্তার সম্ভোগ-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়াও ভয়শূন্য ও মিথ্যাবাদী তিনি ধৃষ্ট নায়ক। এই প্রকারে নায়কের ভেদ ছিয়ানব্বই প্রকার ॥১॥

নায়িকা-বিভাগ।

প্রথমতঃ নায়িকা স্বকীয়া এবং পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ। কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণকন্যাগণের মধ্যে যাঁহারা গান্ধর্ব্বরীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত

পাদটীকা—

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুবিন্দুতে বলা হইয়াছে যে, উজ্জ্বল-রসের স্থায়িভাব প্রিয়তা-রতি। যে প্রীতি প্রেয়সীজনে 'আমার প্রাণপতি' এই অভিমান লইয়া হৃদয়ে প্রকটিত হয়, তাহাই প্রিয়তা-রতি। সেই প্রিয়তা-রতির আশ্রয় প্রেয়সীগণ। অতএব উক্ত প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। আর প্রিয়তা-রতি নায়কগণকে বিষয় করিয়া আবির্ভূত হয় বলিয়া নায়কগণ বিষয়-আলম্বন। উক্ত প্রিয়তা-রতি গুণ-নাম প্রভৃতির শ্রবণাদিতে উদ্দীপিত হয় বলিয়া গুণনামাদি উদ্দীপনবিভাব।

নায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, শ্রীরাধিকাদি-কান্তাবর্গ আশ্রয়াবলম্বন এবং গুণনাম-চন্দ্রাদি উদ্দীপন-বিভাব।

ইতি ত্রিবিধাঃ। মধ্যা মানসময়ে ধীরামধ্যা অধীরামধ্যা ধীরাধীরামধ্যা ইতি ত্রিবিধাঃ। বক্রোক্তিপবিত্রভর্ৎসনাকারিণী যা সা ধীরামধ্যা। রোষতঃ কঠোরভর্ৎসনকারিণী যা সা অধীরামধ্যা। মিশ্রিতবাক্যা যা সা ধীরাধীরামধ্যা শ্রীরাধা। তত্র প্রগল্‌ভাপি ধীরপ্রগল্‌ভা অধীর-প্রগল্‌ভা ধীরাধীর প্রগল্‌ভা চেতি ত্রিবিধা। তত্র নিজরোষগোপনপরা সুরতে উদাসীনা যা সা ধীরপ্রগল্‌ভা পালিকা চন্দ্রাবলী ভদ্রা চ। নিষ্ঠুরতর্জ্জনেন কর্ণোৎপলেন পদ্মেন যা কৃষ্ণং তাড়য়তি সা অধীরপ্রগল্‌ভা শ্যামলা। রোষসংগোপনং কৃত্বা কিঞ্চিৎ তর্জ্জনং করোতি যা সা ধীরা-ধীরপ্রগল্‌ভা মঙ্গলা। মুগ্ধাতিরোষেণ মৌনমাত্রপরা একবিধৈব এবং ত্রিবিধা মধ্যা প্রগল্‌ভা ত্রিবিধা মুগ্ধা একবিধা ইতি সপ্তধা। স্বীয়া-পরকীয়া-ভেদেন চতুর্দ্দশবিধা। কন্যা চ মুগ্ধৈবৈকবিধা ইতি পঞ্চদশ-বিধা নায়িকা ভবন্তি ইতি।

বিবাহিতা, তাঁহারা স্বীয়া। তদ্ভিন্ন ধন্যাদি-কন্যকাগণ পরকীয়া। প্রৌঢ়া শ্রীরাধাদি কৃষ্ণবল্লভাগণ পরকীয়া। তদ্ভিন্ন গোকুলে কয়েকজন স্বীয়া হইলেও পিতামাতা প্রভৃতির ভয়ে তাঁহারা পরকীয়া। দ্বারকায় রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ স্বীয়া।

তদনন্তর স্বীয়া পরকীয়া নায়িকাগণ ত্রিবিধ—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। মধ্যা আবার মান-সময়ে ধীরামধ্যা, অধীরামধ্যা, ধীরাধীরামধ্যাভেদে ত্রিবিধ। যে নায়িকা বক্রোক্তি দ্বারা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভর্ৎসনা করেন, তিনি ধীরামধ্যা। যিনি রোষবশতঃ শুধু নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে অধীরমধ্যা বলা হয়। আর যিনি মিশ্রিত বাক্যে ভর্ৎসনকারিণী, তিনি ধরাধীরামধ্যা। তিনি শ্রীরাধা।

তন্মধ্যে প্রগল্‌ভা-নায়িকাও ধীর-প্রগল্‌ভা, অধীর-প্রগল্‌ভা, ধীরাধীর-প্রগল্‌ভাভেদে ত্রিবিধ।

যিনি নিজরোষ-গোপনপরায়ণা অথচ শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রভৃতিতে উদাসীনা, তিনি ধীর-প্রগল্‌ভা। যেমন ব্রজে চন্দ্রাবলী, পালিকা ও ভদ্রা। যিনি নিষ্ঠুর তর্জ্জন এবং কর্ণোৎপল প্রভৃতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করেন, তিনি অধীর-প্রগল্‌ভা। যেমন ব্রজে শ্যামলা। যিনি রোষ গোপন করতঃ কিঞ্চিৎ তর্জ্জন করেন, তিনি ধীরাধীরা-প্রগল্‌ভা। যেমন ব্রজে মঙ্গলা। মুগ্ধা

অথাষ্টনায়িকাঃ—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা। অভিসারয়তি কৃষ্ণং স্বয়ং বাভিসরতি যা সাভিসারিকা। কুঞ্জমন্দিরে সুরতশয্যাসনং মাল্যতাম্বূলাদিকং মদনোৎসুকা করোতি যা সা বাসকসজ্জা। কৃষ্ণবিলম্বে সতি তেন বিরহেণোৎকণ্ঠ্যতে যা সা বিরহোৎকণ্ঠিতা। সঙ্কেতং কৃত্বা যদি ন যাত্যেব কৃষ্ণ স্তদা বিপ্রলব্ধা। প্রাতরাগতম্ অন্যকান্তাসম্ভোগচিহ্নযুক্তং কৃষ্ণং রোষেণ পশ্যতি যা সা খণ্ডিতা। মানান্তে পশ্চাত্তাপং করোতি যা সা কলহান্তরিতা। কৃষ্ণস্য মথুরাগমনে সতি যা দুঃখার্ত্তা সা প্রোষিতভর্ত্তৃকা। সুরতান্তে বেশাদ্যর্থং যা কৃষ্ণমাজ্ঞাপয়তি সা স্বাধীনভর্ত্তৃকা। এবং পঞ্চদশানামষ্ট-গুণিতত্বেন বিংশত্যুত্তরশতানি। পুনশ্চোত্তমমধ্যমকনিষ্ঠত্বেন ষষ্ট্যুত্তরাণি

এক প্রকার মাত্র। মুগ্ধা অত্যন্ত রোষবশতঃ মৌন-মাত্র অবলম্বন করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে তিন প্রকার মধ্যা, তিন প্রকার প্রগল্‌ভা, এবং একপ্রকার মুগ্ধা; সর্ব্বসাকল্যে সাতপ্রকার হইল। তন্মধ্যে স্বীয়া এবং পরকীয়া ভেদহেতু নায়িকা চৌদ্দ প্রকার হইল। কন্যকাও মুগ্ধার মত এক প্রকার। অতএব পঞ্চদশ প্রকার নায়িকা সিদ্ধ হইল।

অষ্টনায়িকা-ভেদ।

অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা এবং স্বাধীনভর্ত্তৃকাভেদে নায়িকার অষ্টাবস্থা। যিনি নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে অভিসার করাইয়া থাকেন এবং নিজেও নায়কের উদ্দেশ্যে অভিসার করেন, তিনি অভিসারিকা। যিনি কান্তসঙ্গ-কামনায় কুঞ্জগৃহে সুরত-শয্যাও আসন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন এবং মাল্য তাম্বুল প্রভৃতি প্রস্তুত করেন তিনি বাসকসজ্জা। কৃষ্ণের বিলম্ব হওয়ায় যিনি বিরহ বশতঃ উৎকণ্ঠিতা হয়েন তিনি বিরহোৎকণ্ঠিতা। মিলিত হওয়ার জন্য সঙ্কেত করিয়াও যদি কৃষ্ণ না গমন করেন, তবে সেই নায়িকা বিপ্রলব্ধা নামে অভিহিতা হন। প্রাতঃকালে সমাগত অন্যকান্তা-সম্ভোগ-চিহ্নিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যিনি রোষ-পরায়ণা হয়েন, তিনি খণ্ডিতা অর্থাৎ মানবতী। যিনি মান অপগত হইলে পশ্চাৎ সন্তাপযুক্তা হয়েন, তিনি কলহান্তরিতা।

ত্রীণি শতানি। নায়িকাভেদানাং তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং মধ্যে কাশ্চিন্নিত্যসিদ্ধাঃ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদয়ঃ। কাশ্চিৎ সাধনসিদ্ধাঃ। তত্র কাশ্চিৎ মুনিপূর্ব্বাঃ কাশ্চিৎ শ্রুতিপূর্ব্বাঃ কাশ্চিৎ দেব্য ইতি জ্ঞেয়াঃ ॥২॥

অথ স্বভাবাঃ। কাশ্চিৎ প্রখরাঃ শ্যামলামঙ্গলাদয়ঃ। কাশ্চিন্মধ্যাঃ শ্রীরাধিকাপালিপ্রভৃতয়ঃ। কাশ্চিন্মৃদ্বীতি খ্যাতাশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ। অথ সপক্ষঃ সুহৃৎপক্ষঃ তটস্থপক্ষো বিপক্ষ ইতি ভেদচতুষ্টয়ং স্যাৎ। শ্রীরাধায়াঃ স্বপক্ষঃ ললিতাবিশাখাদিঃ, সুহৃৎপক্ষঃ শ্যামলা যূথেশ্বরী, তটস্থপক্ষঃ ভদ্রা, প্রতিপক্ষশ্চন্দ্রাবলী। তত্র কাশ্চিদ্বামাঃ কাশ্চিদ্দক্ষিণাঃ স্যুঃ। শ্রীমতী রাধিকা বামা মধ্যা নীলবস্ত্রা রক্তবস্ত্রা চ ললিতা প্রখরা শিখিপিঞ্ছবসনা। বিশাখা বামা মধ্যা তারাবলিবসনা। ইন্দু-

---

কৃষ্ণ মথুরা গেলে যিনি দুঃখার্ত্তা হন তিনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা। সুরত-ক্রীড়ার পর যিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় বেশাদির সংস্কার করিবার জন্য আদেশ করেন, তিনি স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার নায়িকার আটদ্বারা গুণ করায় একশত বিশ প্রকার নায়িকার সংখ্যা হইল। আবার প্রত্যেক নায়িকাই উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। এই প্রকারে তিনশত ষাট প্রকার নায়িকা সিদ্ধ হইল। বিভিন্ন প্রকারের নায়িকা এই ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে কোন কোন নায়িকা নিত্যসিদ্ধা যেমন শ্রীরাধ-চন্দ্রাবলী প্রভৃতি। কেহ কেহ সাধন-সিদ্ধাগণের মধ্যে আবার কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মে মুনি, কেহ কেহ শ্রুতি, কেহ বা পূর্ব্বজন্মে দেবী ছিলেন ॥২॥

নায়িকাগণের স্বভাব।

উক্ত নায়িকাগণের মধ্যে কাহারও স্বভাব প্রখরা—যেমন শ্যামলা মঙ্গলা প্রভৃতি। কেহ কেহ মধ্যা যেমন শ্রীরাধা পালী প্রভৃতি। কেহ কেহ মৃদ্বী—যেমন চন্দ্রাবলী প্রভৃতি।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীবর্গের মধ্যে সপক্ষ, সুহৃদপক্ষ, তটস্থপক্ষ এবং বিপক্ষ-ভেদে চারিপ্রকার ভেদ বর্ত্তমান। শ্রীরাধার সপক্ষ ললিতা বিশাখা প্রভৃতি। সুহৃৎপক্ষ শ্যামলা যূথেশ্বরী। তটস্থপক্ষ ভদ্রা, চন্দ্রাবলী প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শ্রীরাধার বিরুদ্ধ পক্ষ। ভেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে কেহ কেহ বামা কেহ কেহ দক্ষিণা।

রেখা বামা প্রখরা অরুণবস্ত্রা। রঙ্গদেবীসুদেব্যৌ বামে প্রখরে রক্তবস্ত্রে চ। সর্ব্বা এব গৌরবর্ণাঃ। চম্পকলতা বামা মধ্যা নীল-বস্ত্রা। চিত্রা দক্ষিণা মৃদ্বী নীলবসনা। তুঙ্গবিদ্যা দক্ষিণা প্রখরা শুক্লবস্ত্রা চ। শ্যামলা বাম্যদাক্ষিণ্যযুক্তা প্রখরা রক্তবস্ত্রা। ভদ্রা দক্ষিণা মৃদ্বী চিত্রবসনা। চন্দ্রাবলী দক্ষিণা মৃদ্বী নীলবস্ত্রা। অস্যাঃ সখী পদ্মা দক্ষিণা প্রখরা। শৈব্যা দক্ষিণা মৃদ্বী। সর্ব্বা এব রক্তবস্ত্রাঃ ॥৩॥

অথ দূতী দ্বিবিধা; স্বয়ং দূতী আপ্তদূতী চ। তত্রাপ্তদূতী চ ত্রিবিধা; অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারিণী চ। বাক্যং বিনা ইঙ্গিতে-নৈব যা দৌত্যং করোতি সা অমিতার্থা। যা আজ্ঞয়া সমস্তং কার্য্যং করোতি ভারং বহতি চ সা নিসৃষ্টার্থা। যা পত্রেণ কার্য্যং করোতি

শ্রীমতী রাধিকা বামা, মধ্যা, নীলবস্ত্রা ও রক্তবস্ত্রা অর্থাৎ নীলবস্ত্র পরিধান করেন এবং রক্তবস্ত্রের উত্তরীয় ধারণ করেন। ললিতা প্রখরা, তিনি ময়ূর-পিঙ্খবর্ণীয় বসন পরিধান করেন। বিশাখা বামা, মধ্যা, তারাবলীযুক্ত বস্ত্র পরিধান করেন। ইন্দুরেখা বামা, প্রখরা, অরুণবস্ত্রা। রঙ্গদেবী সুদেবী দুইজনই বামা, প্রখরা এবং রক্তবস্ত্রধারিণী। ইহারা সকলেই গৌরবর্ণা। চম্পকলতা বামা, মধ্যা, নীলবস্ত্রা। চিত্রা দক্ষিণা, মৃদ্বী, নীলবসনা। তুঙ্গবিদ্যা দক্ষিণা, প্রখরা, শুক্লবস্ত্রা। শ্যামলা বামা, দাক্ষিণ্যযুক্তা, প্রখরা, রক্তবস্ত্রা। ভদ্রা দক্ষিণা, মৃদ্বী, চিত্রবসনা। চন্দ্রাবলী দক্ষিণা, মৃদ্বী, নীলবসনা। ইহার সখী পদ্মা দক্ষিণা ও প্রখরা। শৈব্যা দক্ষিণা, মৃদ্বী। ইহারা দুইজনই রক্তবস্ত্রধারিণী ॥৩॥

দূতী-ভেদ।

শৃঙ্গাররসে দূতী দুই প্রকার*। স্বয়ং দূতী এবং আপ্তদূতী। আপ্তদূতী অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারিণী ভেদে ত্রিবিধ। যিনি কথা না বলিয়া ইঙ্গিত দ্বারাই দৌত্যকার্য্য করেন তিনি অমিতার্থা। যিনি আদেশ-ক্রমে সমস্তকার্য্য করেন, মিলনের ভারও গ্রহণ করেন, তিনি নিসৃষ্টার্থা। যিনি পত্রেরদ্বারা দৌত্যকার্য্য করেন এবং সমাধান করেন তিনি পত্রহারিণী।

---

* যদি নায়িকা স্বাভিযোগাদি প্রকাশ দ্বারা নিজেই মিলনের দৌত্য করেন, তবে তিনি স্বয়ং দূতী। নিজের অনুগত জনাদির দ্বারা দৌত্য করাইলে তাঁহারা আপ্তদূতী।

সাধয়তি চ সা পত্রহারিণী। তাঃ শিল্পকারিণী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী পরিচারিকা ধাত্রেয়ী বনদেবী সখী চেত্যাদয়ঃ। ব্রজে বীরা, বৃন্দা, বংশী চ কৃষ্ণস্য দূতীত্রয়ম্। প্রগল্‌ভবচনা বীরা বৃন্দা চ প্রিয়বাদিনী, সর্ব্বকার্য্যসাধিকা বংশী ॥৪॥

অথ সখী পঞ্চবিধা। সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরমপ্রেষ্ঠা সখী। এষাং মধ্যে কাচিৎ সমস্নেহা কাচিদসমস্নেহা। যা কৃষ্ণে স্নেহাধিকা সা সখী। বৃন্দা, কুন্দলতা, বিদ্যা, ধনিষ্ঠা, কুসুমিকা তথা কামদা নামাত্রেয়ী সখীভাববিশেষভাক্। যা রাধিকায়াং স্নেহাধিকা সা নিত্যসখী। নিত্যসখ্যস্তু কস্তূরী মনোজ্ঞামণিমঞ্জরী-সিন্দূরা-চন্দনবতী-কৌমুদী-মদিরাদয়ঃ। তত্র মুখ্যা যা সখী স্নেহাধিকা সা প্রাণসখী উক্তা। জীবিতসখ্যস্তু তুলসী কেলীকন্দলী-কাদম্বরী-শশীমুখী-চন্দ্ররেখা-প্রিয়ম্বদা-মদোন্মদা-মধুমতী- বাসন্তী-কলভাষিণী-রত্নাবলী-মালতী-কর্পূরলতিকাদয়ঃ। এতা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং প্রায় সারূপ্য-

---

এই সকল দূতী শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, ব্রহ্মচারিণী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী, সখী প্রভৃতি হইয়া থাকেন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের দূতী তিনজন,—বীরা, বৃন্দা এবং বংশী। বীরা প্রগল্‌ভ-বাক্যশীলা, বৃন্দা প্রিয়বাদিনী এবং বংশী সর্ব্বকার্য্যসাধিকা ॥ ৪ ॥

সখী-ভেদ।

সখী পাঁচ প্রকার। সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠাসখী। ইহাদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ সম-স্নেহা এবং কেহ কেহ বিষম-স্নেহা। যিনি শ্রীকৃষ্ণে অধিকস্নেহ-সম্পন্না তিনি সখী। বৃন্দা, কুন্দলতা, বিদ্যা, ধনিষ্ঠা, কুসুমিকা, কামদা ও আত্রেয়ী প্রভৃতি সখীভাব-সম্পন্না। যিনি শ্রীরাধার প্রতি অধিক স্নেহ করেন, তিনি নিত্যসখী। কস্তূরী, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দূরা, চন্দনবতী, কৌমুদী এবং মদিরা প্রভৃতি নিত্যসখী।

উক্ত নিত্যসখীগণের মধ্যে যাঁহারা মুখ্যা, তাঁহারা প্রাণসখী। তুলসী, কেলিকন্দলী, কাদম্বরী, শশিমুখী, চন্দ্ররেখা, প্রিয়ম্বদা, মদোন্মদা, মধুমতী, বাসন্তী, কলভাষিণী, রত্নাবলী, মালতী কর্পূরলতিকা প্রভৃতি প্রাণসখী। ইহাঁরা সকলে

মাগতাঃ। মালতী-চন্দ্রলতিকা-গুণচূড়া-বরাঙ্গদা-মাধবী-চন্দ্রিকা-প্রেমমঞ্জরী-তনুমধ্যমা-কন্দর্পসুন্দরীত্যাদ্যাঃ কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ প্রিয়সখ্যঃ। তত্র মুখ্যা যা সা পরমপ্রেষ্ঠসখী। ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পকবল্লিকা। রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখিকা। যদ্যপ্যেতাঃ সমস্নেহাস্তথাপি শ্রীরাধায়াং পক্ষপাতং কুর্ব্বন্তি ॥৫॥

অথ বয়ঃ। বয়ঃসন্ধিঃ নব্যযৌবনং ব্যক্তযৌবনং পূর্ণযৌবনঞ্চেতি। কলাবত্যাদয়ো বয়ঃসন্ধৌ স্থিতাঃ। ধন্যাদয়ো নব্যযৌবনে স্থিতাঃ। শ্রীরাধাদয়স্তু ব্যক্তযৌবনে স্থিতাঃ। চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ পূর্ণযৌবনে স্থিতাঃ। পদ্মাদ্যাঃ পূর্ণযৌবনে স্থিতা ইত্যালম্বনবিভাবঃ ॥৬॥

অথোদ্দীপনবিভাবঃ গুণনামতাণ্ডববেণুবাদ্যগোদোহনবিভূষণগীত-চরণচিহ্নাঙ্গসৌরভ্যনির্ম্মাল্যবর্হগুঞ্জাবতংসকৃষ্ণমেঘচন্দ্রদর্শনাদিভেদাদ্ বহু-বিধঃ ॥৭॥

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর প্রায় সমান রূপবতী। মালতী, চন্দ্রলতিকা, গুণচূড়া, বরাঙ্গদা, মাধবী, চন্দ্রিকা, প্রেমমঞ্জরী, তনুমধ্যমা, কন্দর্পসুন্দরী প্রভৃতি কোটিসংখ্যক ব্রজসুন্দরী প্রিয়সখী। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহারা পরম-প্রেষ্ঠ সখী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা এবং ইন্দুরেখা ইহাঁরা যদ্যপি শ্রীরাধাগোবিন্দে সমস্নেহ-সম্পন্না, তথাপি শ্রীরাধার প্রতি পক্ষপাত করিয়া থাকেন। ৫।

বয়ো-ভেদ।

ব্রজগোপীগণের বয়স চতুর্ব্বিধ। বয়ঃসন্ধি, নব্যযৌবন, ব্যক্তযৌবন এবং পূর্ণযৌবন। কলাবতী প্রভৃতি নায়িকাগণ বয়ঃসন্ধিতে অবস্থিতা। ধন্যা প্রভৃতি নব্যযৌবনশালিনী। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্যক্তযৌবন-সম্পন্না। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পূর্ণযৌবনা পদ্মাপ্রভৃতির বয়সও পূর্ণযৌবন। ৬।

উদ্দীপন-বিভাবভেদ।

অনন্তর উদ্দীপন-বিভাব গুণ, নাম, তাণ্ডবনৃত্য, বেণুবাদ্য, গো-দোহন, বিভূষণ, গীত, চরণচিহ্ন, অঙ্গ-সৌরভ্য, নির্ম্মাল্য, শিখিপিঞ্ছ, গুঞ্জাহার, অবতংস, কৃষ্ণমেঘ, চন্দ্র দর্শনাদি ভেদে বহুবিধ। ৭।

অথানুভাবাঃ। ভাবঃ হাবঃ হেলা শোভা কান্তিঃ দীপ্তির্মাধুর্য্যং প্রগল্‌ভতা ঔদার্য্যং ধৈর্য্যং লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতং মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকং ললিতং বিকৃতমিতি বিংশত্যলঙ্কারাঃ। তত্র নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া। তির্য্যগ্‌গ্রীবাভ্রূনেত্রাদিবিকাশসূচ্যো হাবঃ। কুচস্ফুরণপুলকাদিনীবিবাসস্খলনাদিসূচ্যা হেলা। রূপভোগাদ্যৈরঙ্গবিভূষণং শোভা। শোভৈব যৌবনোদ্রেকে কান্তিঃ। কান্তিরেব দেশকালাদিবিশিষ্টা দীপ্তিঃ। নৃত্যাদিশ্রমজনিতগাত্রশৈথিল্যং মাধুর্য্যম্। সম্ভোগবৈপরীত্যং প্রগল্‌ভতা। রোষেঽপি বিনয়ব্যঞ্জনমৌদার্য্যম্। দুঃখসম্ভাবনায়ামপি প্রেম্নি নিষ্ঠা ধৈর্য্যম্। কান্তচেষ্টানুকরণং লীলা। প্রিয়সঙ্গে সতি মুখাদীনাং তাৎকালিকপ্রফুল্লতা বিলাসঃ। অল্পমাত্রাকল্পধারণেঽপি শোভা বিচ্ছিত্তিঃ। অভিসারাদাবতিসম্ভ্রমেণ হারমাল্যাদিস্থানবিপর্য্যয়ো বিভ্রমঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্বর্ত্মরোধনাদৌ গর্ব্বাভিলাষ-রুদিত-স্মিতাসূয়া-ভয়-

---

অনুভাব।

অনুভাবও বহুবিধ। তন্মধ্যে ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত এই বিংশতিটী অলঙ্কার নামে অভিহিত। নির্ব্বিকারচিত্তে সর্ব্বপ্রথম যে বিকার পরিলক্ষিত হয় তাহাকে ভাব বলে। গ্রীবার বক্রতা ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশ যে অবস্থাকে সূচিত করে তাহা হাব নামে অভিহিত। কুচস্ফুরণ ও পুলকপ্রভৃতি এবং নীবি-বন্ধন ও পরিধেয় বস্ত্র স্খলন প্রভৃতি হয়, তবে তাহা হেলা বুঝিতে হইবে। রূপ এবং সম্ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের বিভূষণকে শোভা বলে। যৌবনোদ্রেকে শোভাই কান্তি। দেশকালাদির দ্বারা পরিবর্দ্ধিতা কান্তিই দীপ্তি-নামে অভিহিত। নৃত্যাদি-শ্রম-হেতু শরীরের শিথিলতার নাম মাধুর্য্য। বিপরীত-সম্ভোগকে প্রগল্‌ভতা বলে। রোষকালেও বিনয় ব্যক্ত করাকে ঔদার্য্য বলে। দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও প্রেমে নিষ্ঠার নাম ধৈর্য্য। নায়কের চেষ্টার অনুকরণের নাম লীলা। প্রিয় সহ একত্র স্থিতি হইলে মুখ প্রভৃতির

ক্রুধাসঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্। কান্তবার্ত্তাশ্রবণে পুলকাদিভিরভিলাষস্য প্রাকট্যং মোট্টায়িতম্। অধরখণ্ডনস্তনাকর্ষণাদৌ আনন্দেঽপি ব্যথাপ্রকটনং কুট্টমিতং। বাঞ্ছিতেঽপি বস্তুনি গর্ব্বেণানাদরো বিব্বোকঃ। ভ্রূভঙ্গ্যা অঙ্গভঙ্গ্যা চ হস্তেন চ ভ্রমরবিদ্রবণাদিচেষ্টিতং ললিতম্। লজ্জাদিভির্যৎ নিজকার্য্যং নোচ্যতে কিন্তু চেষ্টয়া ব্যজ্যতে তৎ বিকৃতম্। ইতি বিংশত্যলঙ্কারাঃ। জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ প্রশ্নে মৌগ্ধ্যম্। প্রিয়স্যাগ্রে ভ্রমরাদিকং দৃষ্ট্বা ভয়ং চকিতম্। ইতি দ্বয়মধিকম্ ॥৮॥

অথান্যে অনুভাবাঃ। নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্যস্রংসনং গাত্রমোটনং জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ ॥৯॥

তাৎকালিক প্রফুল্লতা বিলাস নামে অভিহিত। স্বল্প বেশভূষাদির ধারণেও যদি শোভা হয়, তবে তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে। অভিসারাদিতে অত্যন্ত সম্ভ্রমবশতঃ হারমাল্য প্রভৃতির স্থান দ্বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহা বিভ্রম নামে কথিত হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পথরোধাদি-লীলায় হর্ষ-নিবন্ধন গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধের এককালে উদয়ের নাম কিলকিঞ্চিত। কান্তের সংবাদশ্রবণে পুলকাদির দ্বারা অভিলাষ-প্রকটনের নাম মোট্টায়িত। অধর-খণ্ডন ও স্তনাকর্ষণাদিতে আনন্দ জন্মিলেও ব্যথা প্রকাশকে কুট্টমিত বলে। বাঞ্ছিত বস্তুতেও গর্ব্ববশতঃ অনাদরের নাম বিব্বোক। ভ্রূভঙ্গীদ্বারা, অঙ্গভঙ্গীদ্বারা এবং হস্তদ্বারা ভ্রমর-দূরীকরণ চেষ্টাকে ললিত বলে। লজ্জাবশতঃ যাহা নিজকৃত কর্ম্ম তাহা না বলিয়া চেষ্টাদ্বারা যদি তাহা প্রকাশ করা হয়, তবে তাহাকে বিকৃত বলা হয়। এই বিংশতি অলঙ্কার।

এই জাতীয় আরও অধিক দুইটী অনুভাব আছে।

জানিয়াও অজ্ঞের ন্যায় প্রশ্নকে মৌগ্ধ্য বলে। প্রিয়তমের সম্মুখে ভ্রমর প্রভৃতিকে দেখিয়া যে ভয় তাহার নাম চকিত ॥৮॥

আরও কয়েকটী অনুভাব আছে। তাহাদেরও উদ্দেশ করা যাইতেছে। নীবি, উত্তরীয়, এবং কেশ-বন্ধনের শিথিলতা। গাত্রমোটন, জৃম্ভা, নাসিকার প্রস্ফুরণ, নিশ্বাস প্রভৃতিও অনুভাব ॥৯॥

অথ সাত্ত্বিকাঃ। স্বেদস্তম্ভাদয়োঽষ্ট ধূমায়িত-জ্বলিত-দীপ্ত-সুদ্দীপ্তাঃ ॥১০॥

অথ ব্যভিচারিণঃ। নির্ব্বেদবিষাদাদ্যা ভাবাঃ ॥১১॥

অত্র ভাবোৎপত্তিঃ ভাবসন্ধিঃ ভাবশাবল্যো ভাবশান্তিরিতি দশাচতুষ্টয়ম্। ভাবোৎপত্তি স্পষ্টার্থা ; ভাবদ্বয়স্য মিলনং ভাবসন্ধিঃ ; পূর্ব্বপূর্ব্বভাবস্য যঃ পরপরভাবেনোপমর্দ্দঃ স এব ভাবশাবল্যং ; ভাবশান্তি র্ভাবস্যান্তর্দ্ধানমেব ॥১২॥

অথ স্থায়ী ভাবঃ ; মধুরা রতিঃ। সা চ ত্রিবিধা ; সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা ইতি। কুব্জায়াং সাধারণী সাধারণমণিবৎ। পট্টমহিষীষু সমঞ্জসা চিন্তামণিবৎ। ব্রজদেবীষু সমর্থা কৌস্তুভ-মণিবৎ। সামান্য-

---

সাত্ত্বিক।

অনন্তর সাত্ত্বিক স্বেদ-স্তভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক এবং ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাবসমূহ ॥১০॥

ব্যভিচারী।

নির্ব্বেদ-বিষাদাদি ভাবসমূহ ব্যভিচারী ভাব ॥১১॥

ভাবোৎপত্ত্যাদি।

অনন্তর ভাবোৎপত্তি, ভাব-সন্ধি, ভাব-শাবল্য, ভাবশান্তিভেদে চারিটি দশা প্রকাশ পায়। হৃদয়ে ভাবের উন্মেষের নাম ভাবোৎপত্তি। দুইটী ভাবের পরস্পর মিলনেয় নাম ভাবসন্ধি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবের পর পর ভাব দ্বারা যে উপমর্দ্দন তাহাকে ভাব-শাবল্য বলা হয়। ভাবের অন্তর্ধানের নাম ভাবশান্তি ॥১২॥

স্থায়িভাব।

উজ্জ্বল-রসে স্থায়িভাব হইতেছে মধুরারতি। সেই মধুরা-রতি আবার ত্রিবিধ—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জাতে সাধারণী মধুরা-রতি সাধারণ মণির মত দুষ্প্রাপ্য। পট্টমহিষী রুক্মিণী প্রভৃতি দ্বারকা-মহিষীগণে সমঞ্জসা। ইহা

ভাবেন স্বসুখতাৎপর্য্যরতিঃ সাধারণী। কৃষ্ণস্য নিজস্য চ সুখতাৎপর্য্য-রতিঃ পত্নীভাবময়ী সমঞ্জসা। কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যরতিঃ পরাঙ্গনা-ময়ী সমর্থা ॥১৩॥

অথ সমর্থা। প্রথমদশায়াং রতির্বীজবৎ, প্রেমা ইক্ষুবৎ, স্নেহো রসবৎ, ততো মানং গুড়বৎ, ততঃ প্রণয়ঃ খণ্ডবৎ ততো রাগঃ শর্করাবৎ, ততোঽনুরাগঃ সিতাবৎ, ততো মহাভাবঃ সিতোপলবৎ। অথ প্রেমা। তত্র পূর্ব্বসংস্কারতো বা শ্রবণদর্শনাদিভ্যো বা কৃষ্ণে প্রীত্যা মনোলগ্নতা রতিঃ। বিঘ্নসম্ভবেঽপি হ্রাসাভাবঃ প্রেমা। চিত্তস্য দ্রবীভাবনিদানং স্নেহঃ। তত্র চন্দ্রাবল্যাদৌ তদীয়তাভাবেন ঘৃতস্নেহশ্চ আদরময়ো ভাবান্তরমিশ্রিত এব সুরসো যথা ঘৃতম্; শ্রীরাধাদৌ মদীয়তাভাবেন

চিন্তামণির মত। ব্রজদেবীগণে সমর্থারতি। তাহা কৌস্তুভমণিতুল্য। সামান্য ভাবে—নিজসুখ-তাৎপর্য্যময়ী রতি সাধারণী, কৃষ্ণ এবং নিজের সুখ-তাৎপর্য্য-পত্নীভাবময়ী রতি সমঞ্জসা, শুধু কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য পরাঙ্গনাময়ী রতি সমর্থা। ১৩।

অতঃপর সমর্থারতির পরিপাক-অবস্থার কথা বর্ণিত হইতেছে। সমর্থার প্রথম অবস্থায় রতি বীজের ন্যায়। প্রেম ইক্ষুতুল্য, তারপর স্নেহ ইক্ষুরস-তুল্য, তাহার পর মান গুড়ের ন্যায়, তাহার পর প্রণয় খণ্ডতুল্য। তাহার পর রাগ শর্করা-তুল্য। তাহার পর অনুরাগ সিতার ন্যায়। তাহার পর মহাভাব সিতোপলতুল্য।

অনন্তর প্রেম—পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃ কিম্বা শ্রবণাদিজনিত প্রীতি বশতঃ শ্রীকৃষ্ণে মনোলগ্নতার নাম রতি। বিঘ্ন-সম্ভব থাকিলেও ঐ রতির হ্রাস দেখা না গেলে তাহা প্রেম। চিত্তের দ্রবীভাবের হেতু যে প্রেম তাহাকে স্নেহ বলে। তন্মধ্যে চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে তদীয়তাভাবময় ঘৃত-স্নেহ। আদরময় ভাবান্তর মিশ্রিত হইলেই স্নেহ সুরস হয়; যেমন ঘৃত। ("শ্রীকৃষ্ণের আমি" এই জাতীয় বুদ্ধিকে তদীয়তাভাব বলে।) শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজবধূগণের মদীয়তাভাবময় মধুস্নেহ। মধু যেমন অন্য বস্তুদ্বারা অসংস্পৃষ্ট হইয়াই স্বভাবতঃ পরমাস্বাদের যোগ্য, সেই প্রকার শ্রীরাধার স্নেহও অন্যভাব অপেক্ষা না করিয়া পরম-অস্বাদ্য। অতএব উহা মধুস্নেহ নামে আখ্যাত।

মধুস্নেহ আদরশূন্যঃ স্বত এব সুরসো যথা মধু। **অথ মানঃ**। স্নেহাধিক্যেন ভদ্রাভদ্রহেতুনা বা রোষেণ বা হেতুনা বিনৈব বা কৌটিল্যং মানঃ। চন্দ্রাবল্যাদৌ দাক্ষিণ্যোদাত্তঃ, ক্বচিদ্বাম্যগন্ধোদাত্তঃ; শ্রীরাধাদৌ তু ললিতঃ। **অথ প্রণয়ঃ**। মনোদেহেন্দ্রিয়ৈরৈক্যভাবনাময়ো বিশ্রম্ভঃ প্রণয়ঃ; সখ্যং মৈত্রঞ্চ। **অথ রাগঃ**। চন্দ্রাবল্যাদ্যৌ নীলরাগঃ স্বলগ্নভাবাবরণঃ। তত্রৈব শ্যামরাগোঽপি প্রায়ো ভদ্রাদৌ চিরসাধ্যরূপঃ। শ্রীরাধাদৌ তু মঞ্জিষ্ঠারাগোঽনন্যাপেক্ষো ভাবাবরণশূন্যঃ। তথৈব শ্যামলাদৌ কুসুম্ভরাগঃ সুখসাধ্যত্বাৎ কিঞ্চিদন্যাপেক্ষঃ। পাত্রস্যাদ্গুণ্যাৎ স্থিতিঃ। **অথানুরাগঃ**। শ্রীকৃষ্ণঃ সদানুভূয়তে অথচ নবনবাপূর্ব ইব বুদ্ধির্যতো ভবতি সঃ অনুরাগঃ। তত্র চাপ্রাণিন্যপি জন্মলালসা প্রেমবৈচিত্ত্যং বিচ্ছেদেঽপি স্ফূর্ত্তিরিত্যাদিক্রিয়াঃ। অথ

অতঃপর মান—স্নেহাধিক্য-বশতঃ উচিত কিম্বা অনুচিত কারণে কিম্বা স্নেহজনিত কোপ-বশতঃ অথবা কারণ ব্যতীত যে কুটিলতা তাহার নাম মান। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান কখনও বা বাম্যগন্ধোদাত্ত মান প্রকটিত হয়; শ্রীরাধাদিতে ললিত মান প্রকাশিত হয়।

অতঃপর প্রণয়—মানের উন্নত অবস্থায় প্রিয়জনের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত স্বীয় দেহাদির ঐক্যভাবনারূপ বিশ্বাসের নাম প্রণয়। তাহা দ্বিবিধ—সখ্য ও মৈত্র্য।

অনন্তর রাগ—প্রণয়োৎকর্ষ-হেতু কৃষ্ণ-সম্বন্ধি দুঃখও সুখরূপে অনুভূত হইলে তাহাকে রাগ বলে। রাগ দ্বিবিধ—নীলিমা ও রক্তিমা। চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে নীলরাগ। যে রাগ আত্মগত ভাবকে আবৃত করে তাহাকে নীলরাগ বলে। এই নীলরাগ আবার যখন চিরসাধ্য হয়, তাহাকে শ্যামরাগ বলে। ভদ্রা প্রভৃতিতে শ্যামরাগ। শ্রীরাধা প্রভৃতিতে মাঞ্জিষ্ঠারাগ। তাহা নিরপেক্ষ এবং ভাবাবরণশূন্য। শ্যামলাদিতে কুসুম্ভরাগ। তাহা সুখসাধ্য হেতু কিঞ্চিৎ অন্যাপেক্ষ। পাত্রের গুণানুসারে রাগের স্থিতি জানিতে হইবে।

অতঃপর অনুরাগ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিক্ষণে নবনবায়মান ও অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নাম অনুরাগ। অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অপ্রাণিতেও জন্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা, প্রেমবৈচিত্ত্য, বিচ্ছেদও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

মহাভাবঃ। স এব রূঢ় অধিরূঢ় ইতি দ্বিবিধঃ। কৃষ্ণস্য সুখেঽপি পীড়াশঙ্কয়া খিন্নত্বং নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি সমস্ত-বৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃত-দুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখ-দুঃখে যতো ভবতঃ, সোঽধিরূঢ়ো মহাভাবঃ। অধিরূঢ়স্যৈব **মোদনো মাদন** ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ। যস্য উদয়ে কৃষ্ণস্য তৎপ্রেয়সীনাং মহাক্ষোভশ্চমৎকারো ভবেৎ, সুদীপ্ত-সাত্ত্বিকবিকারদর্শনাৎ স **মোদনঃ**। স তু রাধিকাযূথ এব ভবতি নান্যত্র। মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং **মোহনো** ভবেৎ। যস্য উদয়ে সতি পট্টমহিষীগণালিঙ্গিতস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্য মূর্চ্ছা ভবতি রাধাবিরহতাপেন, ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনঞ্চ। প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি। মোহনস্য এব বৃত্তিভেদো **দিব্যোন্মাদঃ**। যত্র উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদয়ঃ প্রেমময্যোঽবস্থাঃ সন্তি। যত্রানন্তভাবোদ্‌গমঃ

অতঃপর মহাভাব বর্ণিত হইতেছে। মহাভাব দ্বিবিধ—রূঢ়, অধিরূঢ়। শ্রীকৃষ্ণের সুখেও পীড়াশঙ্কায় খিন্নতা, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে নিমিষাসহিষ্ণুতা প্রভৃতি লক্ষণ যে অবস্থায়, তাহা রূঢ় মহাভাব। যে ভাব-বশতঃ কোটি-ব্রহ্মাণ্ডগত-সুখও শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগ-জনিত সুখের লেশ-মাত্রের সহিত তুলিত হইতে পারে না আর সমস্ত বৃশ্চিক-সর্পাদি-দংশন-জনিত দুঃখও শ্রীকৃষ্ণবিয়োগ-জনিত দুঃখের লেশমাত্রের সহিত তুলিত হইতে পারে না। এইরূপে কৃষ্ণসংযোগ-বিয়োগ জনিত যে সুখ-দুঃখ যাহা হইতে হয়—তাহার নাম অধিরূঢ় মহাভাব। অধিরূঢ় মহাভাব আবার মোদন ও মাদন নামে দ্বিবিধ। যে ভাবের আবির্ভাবে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-বিকার দর্শনহেতু কৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রেয়সীবর্গের আশ্চর্য মহাক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে মোদন বলে। সেই মোদন শ্রীরাধিকার যূথেই বিদ্যমান থাকে, অন্যত্র থাকে না। মোদনই বিরহাবস্থায় মোহন নামে অভিহিত। যে ভাবের উদয়ে রাধাবিরহতাপে পট্টমহিষীগণ-আলিঙ্গিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা হয়—যে ভাবের প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভকারিতা, তির্য্যগ্‌জাতির পর্য্যন্তও রোদন উপস্থিত হয়, তাহা মোহন। প্রায়শঃ বৃন্দাবনেশ্বরীতেই এই মোহন আবির্ভূত হন। মোহনেরই বৃত্তিভেদ হইতেছে দিব্যোন্মাদ—যে দিব্যোন্মাদে উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি প্রেমময়ী

বনমালায়ামপি ঈর্ষা, পুলিন্দেষ্বপি শ্লাঘা, তমালস্পর্শিন্যা মালত্যা ভাগ্যবর্ণনঞ্চ। এষ এব **মাদনঃ** সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ শ্রীরাধায়ামেব নান্যত্র ॥১৪॥

অথৈষামাশ্রয়নির্ণয়ঃ। কুব্জায়াং সাধারণী রতিঃ প্রেমপর্য্যন্তা। পট্টমহিষীষু সমঞ্জসা রতিঃ অনুরাগপর্য্যন্তা। তত্র সত্যভামা রাধিকানুসারিণী; লক্ষ্মণা চ। রুক্মিণী তু চন্দ্রাবলীভাবানুসারিণী; অন্যাশ্চ। ব্রজস্থপ্রিয়নর্ম্মসখানাং চ অনুরাগপর্য্যন্তা। ব্রজসুন্দরীণাং তু সমর্থা রতিঃ মহাভাবপর্য্যন্তা; সুবলাদীনাঞ্চ। তত্রাপি অধিরূঢ়ঃ রাধিকাযূথ এব নান্যত্র। তত্রাপি মোহনঃ শ্রীরাধায়ামেব; ললিতাবিশাখয়োরপি। মাদনস্তু রাধায়ামেব ॥১৫॥

স্থায়ী ভাবঃ। স এবঃ বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগশ্চেতি দ্বিবিধঃ। তত্র বিপ্রলম্ভশ্চতুর্বিধঃ; পূর্ব্বরাগঃ মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যং প্রবাসশ্চ। অঙ্গসঙ্গাৎ পূর্ব্বং যা উৎকণ্ঠাময়ী রতিঃ সঃ পূর্ব্বরাগঃ। তত্র দশদশা। লালসো-

---

অবস্থাসকল প্রকটিত হয়। যে মহাভাবে অনন্ত-ভাবোদ্গম, বনমালাতেও ঈর্ষা, পুলিন্দ প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিতেও শ্লাঘা, তমাল-স্পর্শিনী মালতীরও ভাগ্যবর্ণন—সেই মহাভাবই মাদন। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ প্রীতির অসমোর্দ্ধ অবস্থা। ইহা রাধাতেই বিদ্যমান অন্যত্র নহে। ১৪।

উক্ত ভাবসকলের আশ্রয়-নির্ণয়। কুব্জাতে সাধারণী-রতি প্রেম পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। পট্টমহিষীগণে সমঞ্জসা-রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। তন্মধ্যে সত্যভামা এবং লক্ষ্মণা রাধিকার অনুরূপা। রুক্মিণী এবং অন্যান্য পট্টমহিষীগণ চন্দ্রাবলীর অনুরূপা। ব্রজস্থিত প্রিয়নর্ম্মসখাগণের প্রেমের গতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। ব্রজসুন্দরীগণের সমর্থারতির চরমাবস্থা মহাভাব পর্য্যন্ত। সুবলাদি-সখাগণেরও মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেম প্রকাশ পায়। তন্মধ্যে অধিরূঢ় মহাভাব অন্য যূথে নাই, শুধু শ্রীরাধার যূথেই বিদ্যমান। তন্মধ্যে মোহন শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতিতে বর্ত্তমান। মাদন শুধু শ্রীরাধার মধ্যেই বিদ্যমান ॥ ১৫ ॥

স্থায়িভাব।

স্থায়িভাব বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভ চারিপ্রকার—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। অঙ্গসঙ্গের পূর্ব্বে, উৎকণ্ঠাময়ী যে রতি—

দ্বেগজাগর্য্যা তানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো-মৃত্যুর্দশা দশ। মানঃ দ্বিবিধঃ। সহেতুর্নির্হেতুশ্চ। তত্র নির্হেতুকঃ স্বয়মেব শাম্যতি। সহেতুকস্য মানস্য শান্তিঃ সামভেদক্রিয়াদান-নত্যুপেক্ষারসান্তরৈঃ। প্রিয়বাক্যং সাম। নিজৈশ্বর্য্যং শ্রাবয়িত্বা তস্যা অযোগ্যত্বজ্ঞাপনং ভেদঃ। বয়স্যাদিদ্বারা ভয়প্রদর্শনঞ্চ ক্রিয়া। বস্ত্রমাল্যাদীনাং প্রদানং দানম্। নতির্নমস্কারঃ। উপেক্ষা ঔদাসীন্য-প্রকটনম্। রসান্তরং ভয়কষ্টাদিপ্রদানাদিপ্রস্তাবঃ। মানশান্তি-চিহ্নানি অশ্রুস্মিতাদয়ঃ। অথ প্রেমবৈচিত্ত্যম্। কৃষ্ণনিকটেঽপি অনুরাগাধিক্যাৎ বিরহো যত্র ভবতি তদেব তৎ। অথ প্রবাসঃ। স দ্বিবিধঃ কিঞ্চিদ্দূরনিষ্ঠ সুদূরনিষ্ঠশ্চ। নিত্যমেব গোচারণাদ্যনুরোধাৎ কিঞ্চিদ্দূরে মথুরাং গতে সতি সুদূরে। তত্র চ দশ দশা অতিপ্রবলা ভবন্তি। অথ সম্ভোগঃ। স চ চতুর্বিধঃ। পূর্ব্বরাগান্তে চাধরনখ-

---

তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। তাহাতে দশটী দশা প্রাদুর্ভূত হয়। লালসা, উদ্বেগ জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশদশা। মান্ দুই প্রকার—সহেতুক এবং নির্হেতুক। তন্মধ্যে নির্হেতুক নিজেই উপশম প্রাপ্ত হয়। সহেতুক মান সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা, রসান্তর দ্বারা উপশমিত হয়। প্রিয়বাক্যের নাম সাম, নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইয়া নায়িকার অযোগ্যতা জ্ঞাপনের নাম ভেদ। বয়স্যাদি দ্বারা ভয় প্রদর্শনকে ক্রিয়া বলে। বস্ত্রমাল্যাদি প্রদানের নাম দান। নতি নমস্কার। ঔদাসীন্য প্রকাশ করাকে উপেক্ষা বলে। ভয়-কষ্টাদি প্রদানের প্রস্তাব রসান্তর নামে অভিহিত। মান-শান্তির চিহ্ন অশ্রুস্মিত প্রভৃতি। অনন্তর প্রেম-বৈচিত্ত্য বলা হইতেছে। কৃষ্ণ-নিকটে থাকিলেও অনুরাগের আধিক্য বশতঃ (কৃষ্ণ নিকটে নাই বুদ্ধিতে) যে বিরহ তাহা প্রেম-বৈচিত্ত্য। তারপর প্রবাস। তাহা দ্বিবধ—কিঞ্চিদ্দূরনিষ্ঠ এবং সুদূরনিষ্ঠ। গোচারণাদির জন্য নিত্যই কিঞ্চিৎ দূরে শ্রীকৃষ্ণ গমন করেন; অতএব ইহা কিঞ্চিদ্দূরনিষ্ঠ। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ গেলে তাহা দূরনিষ্ঠ প্রবাস বলিয়া কথিত হয়। তাহাতে উক্ত দশদশা অত্যন্ত প্রবলরূপে আবির্ভূত হয়। সম্ভোগও চারিপ্রকার। পূর্ব্বরাগের পর যে সম্ভোগ, অধর-নখক্ষত প্রভৃতির অল্পতাহেতু তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে। মানান্তের সম্ভোগ, অসূয়া-মাৎসর্য্যাদি

ক্ষতাদীনাম্ অল্পত্বে সঙ্ক্ষিপ্তো, মানান্তে অসূয়ামাৎসর্য্যাদি-রোষাভাস-মিশ্রিতঃ সঙ্কীর্ণঃ, কিঞ্চিদ্দূরপ্রবাসান্তে সম্পূর্ণঃ স্পষ্টঃ, সুদূরপ্রবাসান্তে সমৃদ্ধিমান্ অতিস্পষ্টঃ। অথ সম্ভোগপ্রপঞ্চঃ। দর্শন-স্পর্শন-কথন-বর্ত্মরোধ - বনবিহার-জলকেলি - বংশীচৌর্য্য - নৌকাখেলা-দানলীলা-লুক্কায়ন-লীলা-মধুপানাদয়ঃ অনন্তা এব ॥১৬॥

অনধীতব্যাকরণশ্চরণপ্রবণো হরের্জনো যঃ স্যাৎ।
উজ্জ্বলনীলমণিকিরণস্তদালোকায় ভবতু ॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিতঃ
উজ্জ্বলনীলমণিকিরণঃ সমাপ্তঃ ॥

রোষাভাষ মিশ্রিত থাকায় তাহাকে সঙ্কীর্ণ বলে। কিঞ্চিৎদূর-গতপ্রবাসান্তে যে স্পষ্ট সম্ভোগ তাহা সম্পূর্ণ। আর যে সম্ভোগ সুদূর-প্রবাসের পর অতি স্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয় তাহা সমৃদ্ধিমান। দর্শন, স্পর্শন, কথন, পথরোধ, বনবিহার, জলকেলি, বংশীচৌর্য্য, নৌকাখেলা, লুক্কায়নলীলা, মধুপান প্রভৃতি সম্ভোগের অনন্ত বিভেদ ॥ ১৬ ॥

যাঁহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই অথচ যাঁহারা শ্রীহরির-চরণ-ভজনপরায়ণ, এই উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ, তাঁহাদের পথপ্রদর্শক হউক।

উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনৌ বিজয়েতাম্।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ বিজয়েতাম্॥

শ্রীভাগবতামৃত-কণা।

শ্রীমদ্ভাগবতামৃতনির্ণীতসর্ব্বপ্রাধান্যো যোঽনন্যাপেক্ষিমহৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যঃ স শ্রীকৃষ্ণ এব স্বয়ং রূপঃ ॥১॥

তস্য প্রায়স্তুল্যশক্তিধারী যঃ স তস্য বিলাসঃ; যথা—বৈকুণ্ঠনাথঃ। তস্মান্ন্যূনশক্তিধারী যঃ স তস্যাংশঃ; যথা মৎস্যকূর্ম্মাদিকঃ ॥২॥

যত্রৈকৈকশক্তিসঞ্চারমাত্রং স আবেশঃ, যথা ব্যাসাদয়ঃ ॥৩॥

অথাবতারস্ত্রিবিধাঃ। পুরুষাবতারা গুণাবতারা লীলাবতারাশ্চ ॥৪॥

তত্র যঃ প্রথমপুরুষো মহত্তত্ত্বস্য স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী প্রকৃত্যর্য্যামী সঃ সঙ্কর্ষণাংশঃ। দ্বিতীয়পুরুষো যো গর্ভোদশায়ী সমষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী ব্রহ্মণঃ স্রষ্টা স প্রদ্যুম্নাংশ। তৃতীয়পুরুষো যঃ ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-বিরাড়ন্তর্য্যামী সোঽনিরুদ্ধাংশঃ ॥৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে যিনি সর্ব্বপ্রধানরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য (অসমোর্দ্ধ অনন্ত অদ্ভুত প্রভুতা) এবং মাধুর্য্য (সর্ব্বমনোহরতা-ধর্ম্ম-বিশেষ) অন্য কোনও শ্রীভগবৎস্বরূপকে অপেক্ষা না করিয়া নিত্য বিদ্যমান আছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ পরতত্ত্ব ॥ ১ ॥

যিনি স্বয়ংরূপের প্রায় তুল্য শক্তিধারী, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, যেমন পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যিনি ন্যূনশক্তি-ধারী তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ, যেমন মৎস্য-কূর্ম্ম-প্রভৃতি ॥ ২ ॥

যে জীবে জ্ঞানভক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মধ্যে কোনও একটী শক্তির সঞ্চার মাত্র হয়, তাহাকে আবেশ বলে। যেমন ব্যাসদেবে ভক্তি-শক্তি, পৃথুমহারাজে ক্রিয়াশক্তি, সনকাদিতে জ্ঞান-শক্তির সঞ্চার ॥ ৩ ॥

অনন্তর অবতারসকল পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার-ভেদে তিন প্রকার ॥ ৪ ॥

সেই পুরুষাবতার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষ-ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে যিনি মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির-অন্তর্য্যামী প্রথমপুরুষ, তিনি

অথ গুণাবতারাঃ। সত্ত্বগুণেন বিষ্ণুঃ পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদনাথ এব। রজোগুণেন ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা গর্ভোদশায়িনাভিপদ্মোদ্ভবঃ। ক্বচিৎ কল্পে তাদৃশপুণ্যকারী জীব এব ব্রহ্মা। তদা তত্র ঈশ্বরস্য শক্তিসঞ্চারেণাবেশাবতার এব। তদা তস্য রজোগুণযোগাদ্বিষ্ণুনা ন সাম্যম্। ক্বচিৎ কল্পে স্বয়মেব বিষ্ণু র্ব্রহ্মা ভবতি, যথা কদাচিৎ স্বয়মেব ইন্দ্রো যজ্ঞঃ। তদা তস্য সাম্যমেব। পাতালাদিসত্যলোকান্ত-সমষ্টি বিরাট্ স্থূলো ব্রহ্মণ এব বিগ্রহঃ প্রাকৃতঃ সোঽপি ব্রহ্মা। তস্য জীবঃ সূক্ষ্মো হিরণ্যগর্ভঃ সোঽপি ব্রহ্মা। তস্যান্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ীশ্বর এব। অথ তমোগুণেন শিবঃ সংহারকর্ত্তা; স্থূলবৈরাজসংজ্ঞঃ সূক্ষ্ম-হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞঃ সৃষ্টিকর্ত্তা পদ্মোদ্ভবঃ ঈশ্বরঃ এব, ক্বচিৎ কল্পে জীবশ্চ,

---

পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণের অংশ। যিনি সমষ্টি বিরাট অন্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী এবং ব্রহ্মার স্রষ্টা তিনি পরব্যোমস্থ প্রদ্যুম্নের অংশ দ্বিতীয় পুরুষ। যিনি ব্যষ্টি বিরাট অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী তিনি পরব্যোমস্থ অনিরুদ্ধের অংশ তৃতীয় পুরুষ ॥ ৫ ॥

অনন্তর গুণাবতারসকলের পরিচয়—সত্ত্বগুণের দ্বারা জগৎ-পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদ-নাথই শ্রীবিষ্ণু। রজঃগুণদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে সমুৎপন্ন। কোনও কল্পে প্রভূত পুণ্যবান্ জীবই ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই কল্পে সেই জীবে ঈশ্বরের শক্তি সঞ্চার হয় বলিয়া সেই ব্রহ্মাকে আবেশাবতারই বলা হয়। তখন সেই ব্রহ্মাতে রজঃগুণের যোগ থাকে বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর সহিত সমতা হইতে পারে না। কোনও কল্পে তাদৃশ পুণ্যশালী জীবের অভাবে শ্রীবিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। যেমন কোনও কোনও মন্বন্তরে শ্রীভগবদবতার যজ্ঞই ইন্দ্ররূপে প্রকট হয়েন। যে মন্বন্তরে যজ্ঞ-নামক ভগবান্ ইন্দ্র হয়েন, এবং যে কল্পে শ্রীবিষ্ণুই ব্রহ্মা হয়েন, সেই মন্বন্তরের ও সেই কল্পের ইন্দ্র ও ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর সহিত সমতাই প্রাপ্ত হয়েন। পাতালাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত স্থূল সমষ্টিবিরাটরূপ প্রাকৃত নিখিল পদার্থই ব্রহ্মার স্থূল-শরীর—উহাকেও ব্রহ্মা বলা যায়। সেই স্থূল-শরীর মধ্যে যিনি সূক্ষ্ম জীবরূপ হিরণ্যগর্ভ—তিনিও ব্রহ্মা। তদন্তর্য্যামী যিনি গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ,—তিনি ঈশ্বর। অনন্তর তমোগুণ দ্বারা যিনি সংহারকর্ত্তা তিনিই শিব। যাঁহাকে স্থূল বৈরাজ পুরুষ ও সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টিকর্ত্তা

ক্বচিৎ কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুরপি। কিঞ্চ সদাশিবঃ স্বয়ংরূপাঙ্গবিশেষ-স্বরূপো নির্গুণঃ সঃ শিবস্যাংশী। অতএবাস্য ব্রহ্মতোঽপ্যাধিক্যং বিষ্ণুনা সাম্যঞ্চ জীবাত্তু সগুণত্বেঽসাম্যঞ্চ ॥৬॥

চতুঃসন-নারদ-বরাহ-মৎস্য-যজ্ঞ-নরনারায়ণ-কপিল-দত্ত-হয়শীর্ষ-হংস- পৃশ্নিগর্ভ- ঋষভ—পৃথু- নৃসিংহ- কূর্ম্ম- ধন্বন্তরি- মোহিনী-বামন-পরশুরাম-রঘুনাথ-ব্যাস-বলভদ্র-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-কল্কি-প্রভৃতয়ঃ। এতে প্রতিকল্পং প্রাদুর্ভবন্তীতি ॥৭॥

অথ মন্বন্তরাবতারাঃ। যজ্ঞ-বিভু-সত্যসেন-হরি-বৈকুণ্ঠ-অজিত-বামন- সার্ব্বভৌম - ঋষভ-বিষ্বকসেন -ধর্ম্মসেতু - সুদামা - যোগেশ্বর-বৃহদ্ভানবঃ ॥৮॥

পদ্মোদ্ভব ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা বলা হইয়াছে, (তিনিই শিবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সংহার-কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।) কোন কল্পে (তাদৃশ পুণ্যবান্) জীবও—তদভাবে কোনও কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুও শিবরূপ ধারণ করেন। কিন্তু যিনি সদাশিব তিনি নির্গুণ ও স্বয়ংরূপের বিলাস-বিশেষ। তিনি গুণাবতার শিবের অংশী। অতএব ইনি ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুর সমান এবং জীব সগুণ বিধায় তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥

অনন্তর লীলাবতার।

চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্ত, হয়শীর্ষ, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, ব্যাস, বলভদ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি, প্রভৃতি ইঁহারা প্রতিকল্পে (একবার করিয়া) প্রাদুর্ভূত হয়েন। (সেইজন্য এই সকল অবতারকে কল্পাবতারও বলা হইয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

অনন্তর মন্বন্তরাবতার। (চতুর্দ্দশটী মন্বন্তরাবতার যথাক্রমে উক্ত হইতেছেন) যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুদামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু ॥ ৮ ॥

অথ যুগাবতারাঃ। শুক্ল-রক্ত-শ্যাম-কৃষ্ণাঃ ॥৯॥

এষাং মধ্যে কেচিদাবেশাঃ কেচিৎ প্রভাবাঃ কেচিৎ বৈভবাঃ কেচিৎ পরাবস্থাঃ ॥১০॥

চতুঃসন-নারদ-পৃথুপ্রভৃতয় আবেশাঃ। মোহিনী-ধন্বন্তরি-হংস-ঋষভ-ব্যাস-দত্ত-শুক্লাদয়ঃ প্রাভবাঃ। ততোঽপ্যধিকশক্তিপ্রকাশকাঃ বৈভবাঃ; মৎস্য-কূর্ম্ম-নরনারায়ণ-বরাহ-হয়শীর্ষ-পৃশ্নিগর্ভ-বলভদ্র-যজ্ঞাদয়ঃ। ততোঽপ্যধিকাঃ পরাবস্থা উত্তরোত্তরেষু শ্রেষ্ঠা স্ত্রয়ো নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণাশ্চ। কৃষ্ণ এব স্বয়ং ভগবান্। তস্মাদধিকঃ কোঽপি নাস্তি ॥১১

তস্য বাসস্থানানি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুখ্যানি চত্বারি; ব্রজে মধুপুরে দ্বারাবত্যাং গোলোকে চ। কৃষ্ণোঽপি সপরিবারো বলদেবসহিতো ব্রজে পূর্ণতমঃ; মথুরায়াং পূর্ণতরঃ; দ্বারকায়াং প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাভ্যাং পরিবারসহিতঃ পূর্ণঃ। গোলোকে পূর্ণকল্পোঽপি বৃন্দাবনীয়লীলত্বাৎ

অনন্তর যুগাবতার। (সত্যাদি চারিযুগে যথাক্রমে) শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, ও কৃষ্ণ (এই চারিজন যুগাবতার) ॥ ৯ ॥

এই সমুদয় অবতারের মধ্যে, (অর্থাৎ কল্পাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার-সকলের মধ্যে) কেহ আবেশ, কেহ প্রাভব, কেহ বৈভব ও কেহ পরাবস্থ ॥ ১০ ॥

চতুঃসন, নারদ, পৃথু প্রভৃতি ইঁহারা আবেশ। মোহিনী, ধন্বন্তরি, হংস, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত ও শুক্ল প্রভৃতি প্রাভব। প্রাভব অপেক্ষা অধিক শক্তির প্রকাশক যাঁহারা, তাঁহারা বৈভব, যথা—মৎস্য, কূর্ম্ম, নর-নারায়ণ, বরাহ, হয়শীর্ষ, পৃশ্নিগর্ভ, বলভদ্র ও যজ্ঞাদি। তদপেক্ষাও অধিক শক্তির প্রকাশককে পরাবস্থ কহে; নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ, ইঁহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ পরাবস্থ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তাঁহা হইতে অধিক আর কেহই নাই ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ চারিটী বাসস্থান বা ধাম, যথা—ব্রজ, মধুপুর, দ্বারাবতী ও গোলোক। শ্রীকৃষ্ণও সপরিবার বলদেবের সহিত ব্রজে পূর্ণতম; মথুরায় পূর্ণতর এবং পরিবাবর্গ ও প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধের সহিত দ্বারকায় পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে পূর্ণকল্প হইয়াও, গোলোকলীলা ও শ্রীবৃন্দাবনলীলা জাতিগত ঐক্য আছে বলিয়া লোলোকে পূর্ণতমসমজাতি। কিন্তু পরিমাণগত ও বৈচিত্রীগত

পূর্ণতম-সজাতীয়ঃ। পূর্ব্বপূর্ব্বেষু মাধুর্য্যাধিক্যতারতম্যাদৈশ্বর্য্যস্যাচ্ছাদন-তারতম্যমুত্তরোত্তরেষু মাধুর্য্যহ্রাসতারতম্যাদৈশ্বর্য্যস্য প্রকাশতারতম্যম্ ॥ ১২ ॥

যস্যা জলে কোটি-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি মহাবিষ্ণুরোমকূপগতানি, তস্যা বিরজায়াঃ পরিখাভূতায়া উপরি মহাবৈকুণ্ঠলোকঃ! তস্যোর্দ্ধভাগে গোলেকঃ। তত্র গোলোকনাথঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবলীলঃ সপরিবারো বর্ত্ততে। তস্য বিলাসঃ পরমাত্মা পরব্যোমনাথো ব্রহ্ম চ নির্ব্বিশেষ স্বরূপম্। গোলোকনাথস্য দ্বিতীয়ব্যূহো যো বলদেবস্তস্য বিলাসো মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণঃ। তস্যাংশঃ কারণার্ণবশায়ী। তস্য বিলাসো গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী প্রদ্যুম্নাংশঃ। তস্য বিলাসঃ ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধাংশ। মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারঃ গর্ভোদকশায়িবিলাসঃ। অথ দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দা-

---

বৈশিষ্ট্য শ্রীবৃন্দাবন-লীলাতেই পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত আছেন। শ্রীগোলোক হইতে দ্বারকার, শ্রীদ্বারকা হইতে মথুরার, মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্য অধিক অধিকরূপে অভিব্যক্ত থাকা জন্য ঐশ্বর্য্য অচ্ছাদনের তারতম্য আছে। আবার শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায়, মথুরা হইতে দ্বারকার, দ্বারকা হইতে গোলোকের মাধুর্য্য-হ্রাসের তারতম্য আছে বলিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশেরও তারতম্য আছে। অর্থাৎ বৃন্দাবন হইতে মথুরায় মাধুর্য্য-হ্রাস জন্য ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ অধিক। আবার মথুরা হইতে দ্বারকায় মাধুর্য্য-হ্রাসজন্য ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ততোধিক। আবার দ্বারকা হইতে লোলোকে মাধুর্য্যের হ্রাসজন্য ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ আরও অধিকরূপে অভিব্যক্ত আছে ॥ ১২ ॥

যাঁহার জলে ব্রহ্মাণ্ড সকল কোটি কোটি মহাবিষ্ণুর রোমকূপগত। পরিখা-স্বরূপ বিরজার উর্দ্ধস্থিত মহা বৈকুণ্ঠলোক বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধভাগে গোলোক। সেই ধামে দেবলীলাকারী গোলকনাথশ্রীকৃষ্ণ পরিজনের সহিত বিরাজিত। পরমাত্মা পরব্যোমনাথ তাঁহার বিলাস-বিশেষ এবং ব্রহ্ম তাঁহারই নির্ব্বিশেষ স্বরূপ; গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় ব্যূহ যে বলদেব, মহাবৈকুণ্ঠের সঙ্কর্ষণ (অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ) তাঁহারই বিলাস; কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু সেই সঙ্কর্ষণেরই অংশ। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী, কারণার্ণবশায়ীর বিলাস এবং (বৈকুণ্ঠনাথের তৃতীয় ব্যূহ) প্রদ্যুম্নের অংশ। ক্ষীরোদশায়ী, গর্ভোদশায়ীর

বনাখ্যে ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য নরলীলাধিক্যতারতম্যাৎ ক্রমেণ মাধুর্য্যাধিক্যতারতম্যম্ ॥১৩॥

সা লীলা দ্বিবিধা ; প্রকটাপ্রকটা চ। যা যুগপদ্ বাল্যপৌগণ্ড-কৈশোর-বিলাসময্যঃ সপরিকরস্য কৃষ্ণস্যানন্তপ্রকাশৈঃ নিত্যমেবাপ্রকট-লীলা বর্ত্তন্তে তা এব একেনৈব প্রকাশেন সপরিবারেণ শ্রীকৃষ্ণেন যদা প্রপঞ্চে ক্রমতঃ প্রকাশ্যন্তে, তদা প্রকটেতি। গমনাগমনে তু তত্তদ্ধামতঃ প্রকটলীলায়ামেবেতিবিশেষঃ। প্রকটা লীলা চ জন্মাদিমৌষলান্তা প্রত্যেকং ব্রহ্মাণ্ডসমূহক্রমেণ তত্র তত্রস্থৈর্দৃশ্যতে। একমেব বৃন্দাবনমেকৈব মথুরা একৈব দ্বারাবতী চ ব্রহ্মাণ্ডকোটিসমূহমধ্যগত-ভারত-ভূমৌ তদ্বাসিজনৈর্দৃশ্যতে। যথা জ্যোতিশ্চক্রস্থ-সূর্য্যকিরণাবলীতি। যথা জ্যোতিশ্চক্রস্থ এব সূর্য্য একস্মিন্ বর্ষে পূর্ব্বাহ্ণাদিকং সমাপ্যান্যস্মিন্ বর্ষে প্রকাশয়তি কুত্রচিন্ন প্রকাশয়তি চ এবমেব কৃষ্ণো নিজধামস্থ এব প্রকটপ্রকাশে একস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডসমূহে বাল্যাদিলীলাং সমাপ্যান্যস্মিন্

বিলাস এবং (বৈকুণ্ঠনাথের চতুর্থব্যূহ) অনিরুদ্ধের অংশ। মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার, গর্ভোদশায়ীর বিলাস। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাধিক্যের তারতম্য বশতঃ দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনাখ্য ধামত্রয়ে, ক্রমে মাধুর্য্যাধিক্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

সেই লীলা দ্বিবিধ ; প্রকট ও অপ্রকট। শ্রীকৃষ্ণ নিজপরিকরগণের সহিত প্রপঞ্চের অগোচর অনন্ত প্রকাশে যে যুগপৎ বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-বিলাসময়ী নিত্যলীলা করিয়া থাকেন তাহাই অপ্রকটলীলা। আর সেই লীলাই যখন একই প্রকাশে সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রপঞ্চে যথাক্রমে প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাই প্রকটলীলা।

বৃন্দাবন হইতে মথুরায়, মথুরা হইতে দ্বারকা প্রভৃতি ধামেতে গমনাগমন কিন্তু প্রকট-লীলাতেই হইয়া থাকে। এইটী প্রকট লীলার বিশেষত্ব বুঝিতে হইবে। (অপ্রকট লীলায় ধামান্তরে গমনাগমন নাই)। জন্মাদি মৌষলান্ত প্রত্যেক প্রকটলীলা ব্রহ্মাণ্ডসমূহে ক্রমানুসারে তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ডবাসী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড কোটী-সমূহ-মধ্যগত প্রতি ভারতভূমিতে এক একটী করিয়া বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা তদ্বাসী ব্যক্তিগণ দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ লীলা

ব্রহ্মাণ্ডসমূহে প্রকটয়তি অন্যস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডসমূহে কামপি ন প্রকটয়তীতি। প্রকটেঽপি বাল্যাদিলীলা নিত্যমেব সচ্চিদানন্দরূপাঃ কিন্তু মৌষলান্ত-লীলা, মহিষীহরণ লীলা চেন্দ্রজালবৎ কৃত্রিমৈব লীলান্তরস্য নিত্যত্ব-সংগোপনার্থং জ্ঞেয়া। তয়োরুপাসকাভাবাৎ। কিঞ্চ প্রকটলীলামধ্যে বৃন্দাবনস্য মণিময়বৃক্ষভূম্যাদিত্বং তৎপরিবারেণাপি কেনচিদ্দৃশ্যতে, কেনচিন্ন দৃশ্যতে চ, তদিচ্ছাবশাৎ। প্রকটলীলাসমাপ্ত্যনন্তরং তু তত্রস্থজনেন ভজনাধিক্যেনাত্যুৎকণ্ঠায়াং বর্ত্তমানায়ামেব দৃশ্যতে। তত্রাপি স্ববাসনাতদিচ্ছানুসারাভ্যামিতি বিবেকঃ। এবঞ্চ সর্ব্ব-স্বরূপেভ্যো ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য মুখ্যত্বম্ সর্ব্বধামতো গোকুলস্যৈব মুখ্যত্বম্। চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে। প্রেমক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ ॥১৪॥

জ্যোতিশ্চক্রস্থ সূর্য্যকিরণাবলীর ন্যায়, অর্থাৎ যেমন একটী জ্যোতিশ্চক্রস্থ একই সূর্য্য, একটী-বর্ষে পূর্ব্বাহ্নাদি সমাপনান্তে বর্ষান্তরে আবার ঐ পূর্ব্বাহ্নাদি প্রকাশ করেন, কোথাও বা প্রকাশ করেনওনা—সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে থাকিয়াই প্রকট-প্রকাশে এক ব্রহ্মাণ্ডসমূহে বাল্যাদিলীলা সমাপন করিয়া, অন্য ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে পুনর্ব্বার ঐ সকল লীলা প্রকট করেন, আবার কোন ব্রহ্মাণ্ড সমূহে কিছুই প্রকট করেন না। প্রকটেও বাল্যাদিলীলা-প্রবাহরূপে নিত্য ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, কিন্তু মৌষললীলা ও মহিষী-হরণ-লীলা ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা বা কৃত্রিম। লীলান্তরের নিত্যত্ব গোপন করিবার জন্যই এই দুই কৃত্রিম লীলার প্রকটন জানিতে হইবে; যেহেতু উক্ত লীলাদ্বয়ের কোনও উপাসক নাই॥ আরও প্রকট-লীলা-কালে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার পরিবারগণের মধ্যেও কেহবা মণিময় বৃন্দাবনাদিকে মণিময়রূপেই দেখিতে পায়েন আবার কেহবা দেখিতেই পায়না। আবার প্রকটলীলাবসানের পরও তত্রস্থ কোনও সাধক, ভজনাধিক্য হেতু অতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ ঐ লীলাকে বর্ত্তমানই দেখিয়া থাকেন; ইহাতে ভক্তের স্বীয় বাসনা ও শ্রীভগবানের ইচ্ছাকেই কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপে সকল স্বরূপ হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনেরই শ্রেষ্ঠত্ব ও সকল ধাম হইতে শ্রীগোকুলেরই শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইতেছে। প্রেমমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও শ্রীবিগ্রহমাধুর্য্য—এই মাধুর্য্যচতুষ্টয় ব্রজধামেই বিরাজ করেন ॥ ১৪ ॥

অথ ভাগবতা স্তে চ মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ। পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরোদ্ধবৌ। দাল্‌ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মঃ নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবাঃ। সেব্যো হরিরমী সেব্যা নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ। এষাং মধ্যে প্রহ্লাদঃ শ্রেষ্ঠ স্ততোঽপি পাণ্ডবাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে-ভ্যোঽপি কেচিদ্ যাদবাস্তেভ্যোঽপ্যুদ্ধবঃ। তস্মাদপি ব্রজদেব্যঃ। তাভ্যোঽপি শ্রীমদ্রাধেতি ॥১৫॥

অনধীতব্যাকরণশ্চরণপ্রবণো হরের্জনো যস্মাৎ।
ভাগবতামৃতকণিকা মণিকাঞ্চনমিবানুস্যূতা ॥

অনন্তর ভক্তগণ। মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, উদ্ধব, দাল্‌ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম, নারদ, প্রভৃতি বৈষ্ণবগণই ভক্ত। শ্রীহরির ন্যায় এই সকল ভক্তেরও সেবা না করিলে পরম অপরাধ হইয়া থাকে। এই ভক্তসকলের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ হইতেও পাণ্ডবগণ, পাণ্ডবগণ হইতে কোন কোন যাদবগণ ও যাদবগণ মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ। আবার উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণ ও ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ॥ ১৫ ॥

যাঁহাদিগের ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন নাই, অথচ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজনে উন্মুখ, এতাদৃশ ব্যক্তি সকলের জন্যই 'ভাগবতামৃতকণিকা' মণিকাঞ্চনের ন্যায় গ্রথিত হইল।

ইতি শ্রীভাগবতামৃত কণিকার সরল বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা।

প্রথমঃ প্রকাশঃ।

শ্রীরূপবাক্‌সুধাস্বাদিচকোরেভ্যো নমোনমঃ।
যেষাং কৃপালবৈ র্বক্ষ্যে রাগবর্ত্মনি চন্দ্রিকাম্ ॥১॥
শ্রীমদ্ভক্তিসুধাম্ভোধের্বিন্দুঃ যঃ পূর্ব্বদর্শিতঃ।
তত্র রাগানুগা ভক্তিঃ সঙ্‌ক্ষিপ্তাত্র বিতন্যতে ॥২॥
বৈধীভক্তির্ভবেৎ শাস্ত্রং ভক্তৌ চেৎ স্যাৎ প্রবর্ত্তকম্।
রাগানুগা স্যাচ্চেদ্ভক্তৌ লোভ এব প্রবর্ত্তকঃ ॥৩॥
ভক্তৌ প্রবৃত্তিরত্র স্যাত্তচ্চিকীর্ষা সুনিশ্চয়া।
শাস্ত্রাল্লোভাত্তচ্চিকীর্ষূ স্যাতাং তদধিকারিণৌ ॥৪॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরণম্।

যাঁহাদের কৃপালেশমাত্র অবলম্বনে রাগমার্গের চন্দ্রিকাস্বরূপ এই গ্রন্থ বলিতে আরম্ভ করিয়াছি; শ্রীলরূপগোস্বামিপাদের বাক্যরূপসুধা-আস্বাদনকারী সেইসকল ভক্তচকোরবৃন্দকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতেছি ॥১॥

পূর্ব্বে যে শ্রীমদ্ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহাতে রাগানুগা-ভক্তি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইতেছে।২।

শাস্ত্র-শাসনই যদি ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ হয়, তবে সেই ভক্তিকে বৈধী-ভক্তি বলে। আর যদি লোভই ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ হয়, তবে তাহাকে রাগানুগা-ভক্তি বলে।৩।

ভক্তিতে প্রবৃত্তি হওয়া শব্দের অর্থ—ভক্তির অঙ্গসমূহ-অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকী ইচ্ছা। শাস্ত্রশাসন-ভয়ে এবং লোভবশতঃ—দুইপ্রকারে ভক্তিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব ভক্তিসাধনে দ্বিবিধ অধিকারী। ॥৪॥

তত্র লোভো লক্ষিতঃ স্বয়ং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরেব—

"তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধী র্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥"

ব্রজলীলাপরিকরস্থশৃঙ্গারাদিভাবমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীরিদং মম ভূয়াৎ ইতি লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ, সত্যাঞ্চ তস্যাং লোভত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ। নহি কেনচিৎ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা লোভঃ ক্রিয়তে নাপি লোভনীয়বস্তু প্রাপ্তৌ স্বস্য যোগ্যাযোগ্যত্ববিচারঃ কোঽপ্যুদ্ভবতি। কিন্তু লোভনীয়বস্তুনি শ্রুতে দৃষ্টে বা স্বত এব লোভ উৎপদ্যতে॥৫॥

স চ ভগবৎকৃপাহেতুকোঽনুরাগিভক্তকৃপাহেতুকশ্চেতি দ্বিবিধঃ। তত্র ভক্তকৃপাহেতুকো দ্বিবিধঃ; প্রাক্তন আধুনিকশ্চ। প্রাক্তনঃ—পৌর্ব্বভবিকতাদৃশভক্তকৃপোত্থঃ; আধুনিকঃ—এতজ্জন্মাবধি তাদৃশভক্তকৃপোত্থঃ। আদ্যে সতি লোভানন্তরং তাদৃশগুরুচরণাশ্রয়ণম্।

তন্মধ্যে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ্ রূপগোস্বামিচরণ স্বয়ংই লোভের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জনের ভাবাদি-মাধুর্য পরিপাটি শ্রবণ করিয়া চিত্তবৃত্তি যদি স্বভাবতঃ সেই কৃষ্ণপ্রিয়জনের সজাতীয়ভাব পাইবার জন্য অপেক্ষা করে, তাহাতে শাস্ত্র এবং যুক্তির যদি অপেক্ষা না করে, তবে তাহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে।

ব্রজলীলার পরিকরে বিদ্যমান শৃঙ্গারাদি ভাবসমূহের মাধুর্য্য শ্রুতিগোচর হইলে "আমার এই জাতীয় ভাবটী উৎপন্ন হউক" এই প্রকার লোভের উদয়-কালে শাস্ত্র বা তদনুকূল শাস্ত্র যুক্তির কোন প্রকার অপেক্ষা থাকিতে পারেনা। যদি থাকে, তাহাকে লোভ বলা যাইতে পারেনা। কাহারও কখনও শাস্ত্রদৃষ্টি হইতে লোভ উৎপন্ন হয় না কিম্বা লোভনীয় বস্তু প্রাপ্তি-বিষয়ে কাহারও মনে নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন বিচারও উপস্থিত হয়না। কিন্তু লোভনীয় বস্তুর শ্রবণ কিম্বা দর্শনমাত্রেই স্বতঃই লোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে।৫।

সেই লোভটীও ভগবৎকৃপা হইতে এবং অনুরাগী ভক্তজনের কৃপা হইতে প্রাদুর্ভূত হয় বলিয়া তাহা দুইভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্ত-কৃপাজনিত লোভ আবার প্রাচীন ও আধুনিক ভেদে দ্বিবিধ। জন্মান্তরীয় শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণের—শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের ভাবাদিমাধুর্য্যানুরাগী ভক্তগণের কৃপা হইতে সমুদ্ভূত

দ্বিতীয়ে গুরুচরণাশ্রয়ণানন্তরং লোভপ্রবৃত্তির্ভবতি। যদুক্তম্—

"কৃষ্ণতদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলোভৈকহেতুকা।
পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে ॥৬॥"

ততশ্চ তাদৃশলোভবতো ভক্তস্য লোভনীয়তদ্ভাবপ্রাপ্ত্যুপায়জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা স্যাৎ। শাস্ত্রবিধিনৈব শাস্ত্রপ্রতিপাদিতযুক্ত্যৈব চ তৎপ্রদর্শনাৎ, নান্যথা। যথা দুগ্ধাদিষু লোভে সতি কথং মে দুগ্ধাদিকং ভবেদিতি তদুপায়জিজ্ঞাসায়াং তদভিজ্ঞাপ্তজনকৃতোপদেশবাক্যাপেক্ষা স্যাৎ। ততশ্চ গাঃ ক্রীণাতু ভবান্ ইত্যাদিতদুপদেশবাক্যাদেব গবানয়নতদ্ঘাসপ্রদানতদ্দোহনপ্রকরণাদিকং তত এব শিক্ষেন্তু

লোভকে প্রাক্তন লোভ বলা হয়। আর বর্ত্তমান জন্মে তাদৃশ ভক্ত-কৃপাজনিত লোভ আধুনিক নামে অভিহিত। যাঁহার লোভ পূর্ব্বজন্মে সঞ্জাত হইয়াছে, তিনি লোভস্ফূর্ত্তির পর তাদৃশ রাগানুগীয় ভক্ত গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। আর যিনি আধুনিক লোভবিশিষ্ট, তাঁহার গুরুচরণাশ্রয়ের পর লোভের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এরূপই উক্ত হইয়াছে। "কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্ভক্তবৃন্দের কৃপা হইতে সঞ্জাত যে লোভ, তাহা যে ভক্তির প্রবর্ত্তনে একমাত্র কারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। কেহ কেহ ইহাকে পুষ্টিমার্গ বলিয়া থাকে।৬।

অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রাক্তন ও আধুনিক উভয়বিধ লোভবিশিষ্ট ভক্ত, যখন শ্রীকৃষ্ণ-নিত্য-পরিকরগণের ভাবপ্রাপ্তির উপায়-জিজ্ঞাসু হয়, তখন সেই অবস্থায় শাস্ত্র এবং তদনুকূল যুক্তির অপেক্ষা দেখা যায়। যেহেতু, কেবল শাস্ত্রবিধি দ্বারা এবং শাস্ত্র-প্রতিপাদিত যুক্তি দ্বারাই উক্ত লোভনীয় ভাবপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্য কোনও রকমে তৎপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হয় নাই। যেমন কোন ব্যক্তির যদি দুগ্ধাদিপানে লোভ উপস্থিত হয়, তবে কি প্রকারে দুগ্ধাদি পাওয়া যায়, এই উপায় অবগত হওয়ার জন্য ইচ্ছা উপস্থিত হয়, এবং সেই সময়ে সেই ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধাদি প্রাপ্তির উপায়াভিজ্ঞ বিশ্বস্তজন কৃত উপদেশ-বাক্যের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়; তদনন্তর আপনি গাভী ক্রয় করুন ইত্যাদি প্রকার সেই আপ্তজনের উপদেশ লাভ করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে যেরূপ গাভী আনয়ন, তাহাকে

স্বতঃ। যদুক্তমষ্টমস্কন্ধে—'যথাগ্নিমেধস্যমৃতঞ্চ গোষু ভুব্যন্নমম্বূদ্যমনে চ বৃত্তিম্। যোগৈর্ম্মনুষ্যা অধিযন্তি হি ত্বাং গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বিদন্তি" ॥৭॥

স চ লোভো রাগবর্ত্মবর্ত্তিনাং ভক্তানাং গুরুপাদাশ্রয়লক্ষণমারভ্য স্বাভীষ্টবস্তুসাক্ষাৎপ্রাপ্তিসময়মভিব্যাপ্য "যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ, মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং, চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্॥" ইতি ভগবদুক্তের্ভক্তিহেতুকান্তঃকরণশুদ্ধিতারতম্যাৎ প্রতিদিনম্ অধিকাধিকো ভবতি ॥৮॥

উদ্ভূতে তাদৃশে লোভে শাস্ত্রদর্শিতেষু তত্তদ্ভাবপ্রাপ্ত্যুপায়েষু, "আচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি" ইত্যুদ্ধবোক্তেঃ, কেষু চিদ্গুরুমুখাৎ

তৃণাদি দান এবং গাভীদোহনাদি তৎসম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার বিষয় শিক্ষালাভ করিতে হয়; উপদেশ ভিন্ন স্বতঃ জ্ঞানলাভ হয়না, শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠ্যাধ্যায়ান্তর্গত দ্বাদশ শ্লোকে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ইহাই কথিত হইয়াছে যে, "যেমন মনুষ্যগণ উপায়-পরম্পরা দ্বারা ইন্ধনকাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি, গাভীর মধ্যে দুগ্ধ, পৃথিবীর মধ্যে অন্ন ও পানীয় জল এবং বাণিজ্যাদি পুরুষকারের মধ্যে আপন জীবিকা লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ হে বিষ্ণো! বুদ্ধিদ্বারা সত্ত্বাদি গুণসকলের মধ্যে তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন ॥৭॥

সেই লোভও রাগমার্গাবলম্বী ভক্তগণের শ্রীগুরুচরণাশ্রয়লক্ষণরূপ সাধনের প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ অভীষ্টবস্তু সাক্ষাৎ প্রাপ্তিকাল অবধি আমার পবিত্র চরিত কথাসমূহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা আত্মা যে পরিমাণে পরিমার্জিত হয়, সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম তত্ত্ববস্তুসকল ভক্তের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। যেমন অঞ্জনলিপ্ত চক্ষু ক্রমশঃ যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হয়, সেই পরিমাণে বস্তু দর্শনে সমর্থ হয়। শ্রীভগবদুক্তি—ভক্তিহেতু অন্তঃকরণের শুদ্ধির তারতম্য অনুসারে প্রতিদিন উত্তরোত্তর সূক্ষ্মবস্তুসকল হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। ॥৮॥

পূর্ব্ব কথিত তাদৃশ লোভ সমুদ্ভূত হইলে "শ্রীভগবান্ স্বয়ং বাহিরে শ্রীগুরুদেবরূপে উপদেশ দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে নিজ ইষ্টবস্তুর আস্বাদনের উপায় প্রদান দ্বারা নিজরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন" শ্রীল উদ্ধব মহাশয়ের এই

কেষুচিদভিজ্ঞমহোদয়ানুরাগিভক্তমুখাৎ অভিজ্ঞাতেষু কেষুচিদ্ভক্তিমৃষ্ট-চিত্তবৃত্তিষু স্বত এব স্ফুরিতেষু, সোল্লাসমেবাতিশয়েন প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। যথা কামার্থিনাং কামোপায়েষু ॥৯॥

তচ্চ শাস্ত্রং সর্ব্বোপনিষৎসারভূতং যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিত্যাদিবাক্যনিচয়াকর শ্রীভাগবতমহাপুরাণ-মেব। তথা তৎপ্রতিপাদিত-ভক্তিবিবরণ-চঞ্চুশ্রীভক্তিরসামৃতার্ণবাদিক-মপি। তত্রত্যং বাক্যত্রয়ং যথা—"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতম্॥ তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥" ইতি॥

উক্তি অনুসারে শাস্ত্রে প্রকাশিত পূর্বোক্ত ভাবলাভের উপায়সমূহ সম্বন্ধে কাহারও কাহারও শ্রীগুরুদেবের মুখোক্ত উপদেশ হইতে—কাহারও কাহারও বা রাগানুগাভাবাভিজ্ঞ অনুরাগী ভক্তের মুখ হইতে সম্যক জ্ঞানলাভ হয়। কাহারও কাহারও ভক্তিসুধা-বিধৌত চিত্তবৃত্তিতে তাহা স্বতঃই স্ফুরিত হয়। তাঁহাদিগের তত্তদ্ভাব লাভে উল্লাসপূর্ণ সাতিশয় প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। যথা বিষয়-সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণের বৈষয়িক ভোগ্যবস্তুলাভের উপায়সমূহে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় ॥৯॥

সেই শাস্ত্র ও সকল উপনিষদের সারভূত এবং "যাহাদিগের আমি প্রিয়, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃৎ, দেবতা ও ইষ্ট ইত্যাদি সম্বন্ধ-ব্যঞ্জক বাক্যসমূহের আকর শ্রীমদ্ভাগবতই এই বিষয়ে শাস্ত্ররূপে গ্রাহ্য। আর সেই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদিত ভক্তির বিবৃতিমূলক শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থও উক্ত শাস্ত্রশব্দদ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে।

উক্ত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে তিনটী বাক্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বাক্য যথা—"শ্রীকৃষ্ণকে এবং নিজাভীপ্সিত তৎপ্রিয়-পরিকরজনকে স্মরণ করিতে করিতে তাহাদের কথায় রত থাকিবে; আর সদা শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিবে। (অসমর্থ হইলে মনের দ্বারা তথায় বাস করিবে) দ্বিতীয় বাক্য যথা—"এই রাগানুগামার্গে সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহদ্বারা এবং সিদ্ধরূপে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত নিজ অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-সেবার উপযোগী দেহদ্বারা ব্রজস্থিত নিজ অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনের যে ভাব অর্থাৎ রতি-বিশেষ, তল্লিপ্সু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জন ও তদনুগতজনের অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হইবে।" তৃতীয় বাক্য যথা—"বৈধীভক্তিতে যে সমস্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের কথা

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজ-লোকানুসারতঃ॥" ইতি। "শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্ত্যুদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥" ইতি॥ ত্রিকমত্র কামানুগাপক্ষে এব ব্যাখ্যায়তে॥১০॥

প্রথমতঃ কৃষ্ণং স্মরন্ ইতি স্মরণস্যাত্র রাগানুগায়াং মুখ্যত্বং রাগস্য মনোধর্ম্মত্বাৎ। প্রেষ্ঠং নিজভাবোচিতলীলাবিলাসিনং কৃষ্ণং বৃন্দাবনাধীশ্বরম্। অস্য কৃষ্ণস্য জনঞ্চ কীদৃশং নিজসমীহিতং স্বাভিলষণীয়ং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীললিতাবিশাখাশ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদিকম্। কৃষ্ণস্যাপি নিজসমীহিতত্বেঽপি তজ্জনস্য উজ্জ্বলভাবৈকনিষ্ঠত্বাৎ নিজসমীহিতত্বাধিক্যম্। ব্রজে

অধিকারী অনুসারে উল্লিখিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ এই রাগানুগা-ভক্তিতেও যোগ্যতা অনুসারে সেই সেই অঙ্গের উপযোগিতা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই তিনটী শ্লোক ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রাগানুগার অধিকারী নির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে। এখানে শ্লোক-তিনটী কামানুগা-পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ১০।

প্রথমতঃ "কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া" এই কথা দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, রাগানুগামার্গে স্মরণাঙ্গেরই প্রাধান্য। কারণ রাগ, মানসিক ধর্ম্ম-বিশেষ। প্রিয়তম অর্থাৎ নিজভাবোচিত লীলা-বিলাসকারী শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। "জনঞ্চাস্য" বলিতে শ্রীকৃষ্ণের জন। তাঁহারা কিরূপ? এই আশঙ্কায় বিশেষণ দিতেছেন "নিজসমীহিতং" অর্থাৎ নিজের অভিলষণীয় বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণী, শ্রীললিতা, বিশাখা ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি। উজ্জ্বল-ভাবলিপ্সু ভক্তের পক্ষে

[এস্থলে রাগানুগা ও কামানুগা শব্দের ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রজবাসিজনে স্বভাবতঃ বিরাজমান যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকাভক্তি বলে। যে ভক্তি এই রাগাত্মিকার অনুগতা, তাহাকে রাগানুগা বলে। পূর্ব্বোক্ত রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা এবং সম্বন্ধ-রূপাভেদে দ্বিবিধ। কামরূপা ব্রজদেবী-বৃন্দে এবং সম্বন্ধরূপা নন্দযশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসিবৃন্দকে আশ্রয় করিয়া নিত্যই বিরাজমানা আছে। এই কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তির আনুগত যে ভক্তি, তাহা যথাক্রমে কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা নামে অভিহিত হয়। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকায় শুধু কামানুগার কথা বলা হইবে বলিয়া কামানুগা পক্ষেই উক্ত শ্লোকত্রয়ের ব্যাখ্যা করিতেছেন।]

বাসমিতি অসামর্থ্যে মনসাপি। সাধকশরীরেণ বাসস্তু উত্তরশ্লোকার্থতঃ প্রাপ্ত এব। সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন। সিদ্ধরূপেণান্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসাক্ষাৎসেবোপযোগিদেহেন। তদ্ভাবলিপ্সুনা—তদ্ভাবঃ স্বপ্রেষ্ঠকৃষ্ণবিষয়কঃ স্বসমীহিতকৃষ্ণজনাশ্রয়কশ্চ যো ভাব উজ্জ্বলাখ্যস্তং লব্ধুমিচ্ছতা। সেবা মনসৈবোপস্থাপিতৈঃ সাক্ষাদপ্যুপস্থাপিতৈশ্চ সমুচিতদ্রব্যাদিভিঃ পরিচর্য্যা কার্য্যা। তত্র প্রকারমাহ, ব্রজলোকানুসারতঃ সাধকরূপেণানুগম্যমানা যে ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপগোস্বাম্যাদয়ঃ যে চ সিদ্ধরূপেণানুগম্যমানাঃ ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদয়স্তদনুসারতঃ। তথৈব সাধকরূপেণানুগম্যমানা ব্রজলোকাঃ প্রাপ্তকৃষ্ণসম্বন্ধিনো জনাশ্চন্দ্রকান্ত্যাদয়ঃ দণ্ডকারণ্যবাসিমুনয়শ্চ বৃহদ্বামনপ্রসিদ্ধাঃ শ্রুতয়শ্চ

শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভিলষণীয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের একমাত্র উজ্জ্বলভাবেই প্রগাঢ় নিষ্ঠা বলিয়া তাঁহারাই তাদৃশ ভক্তের অধিকতর অভিলষণীয়। "ব্রজে বাস করিবে" এই কথাদ্বারা অসমর্থ হইলে মনের দ্বারাও ব্রজবাস করিবে ইহাই সূচিত হইতেছে। সাধক-শরীর দ্বারা ব্রজবাসের বিষয় পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই পাওয়া যায়। "সাধকরূপেণ" এই কথার অর্থঃ—যথাবস্থিত সাধক-দেহদ্বারা "সিদ্ধরূপেণ" ইহার অর্থ—নিজের অভীষ্ট অন্তশ্চিন্তিত এবং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবার উপযোগী দেহদ্বারা "তদ্ভাবলিপ্সুনা" এই বলিতে ইহাই বুঝাইতেছে—নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক এবং নিজের অভিলষণীয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া শ্রীরাধা প্রভৃতিতে আশ্রয় করিয়া যে উজ্জ্বলভাব বর্ত্তমান, তাহা লাভ করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া। সেবাটী কেমন হইবে, তাহাই বলিতেছেন—মানসে সংগৃহীত কিম্বা সাক্ষাদ্রূপেও সংগৃহীত যথাযোগ্য দ্রব্যাদিদ্বারা পরিচর্য্যা করিবে। তাহার প্রকার বলিতেছেন—"ব্রজলোকানুসারতঃ" ব্রজবাসিগণের অনুসরণে অর্থাৎ ভক্তগণ সাধকদেহে যাঁহাদের অনুগমন করেন, সাধকদেহে সেই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের এবং সিদ্ধদেহে যাঁহাদের অনুগত্য করেন, সেই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের ব্যবহার-প্রণালী অনুসারে।

এই প্রকারে সাধক-স্বরূপে অনুগম্যমান ব্রজলোক বলিতে, যাঁহারা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধলাভ করিয়াছেন, এবম্ভূত চন্দ্রকান্তি প্রভৃতি সখীবৃন্দ, বৃহৎ বামন—

যথাসম্ভবং জ্ঞেয়াঃ। তদনুসারতস্তত্তদাচারদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। তদেবং বাক্যদ্বয়েন স্মরণং ব্রজবাসঞ্চ উক্ত্বা শ্রবণাদীনপ্যাহ—শ্রবণোৎকীর্তনাদীনীতি। গুরু-পাদাশ্রয়ণাদীনি ত্বাক্ষেপলব্ধানি। তানি বিনা ব্রজলোকানুগত্যাদিকং কিমপি ন সিধ্যেদিত্যতো মনীষিভিরিতি মনীষয়া বিমৃষ্যৈব স্বীয়ভাব-সমুচিতান্যেব তানি কার্য্যাণি নতু তদ্বিরুদ্ধানি ॥১১॥

তানি চার্চ্চনভক্তাবহংগ্রহোপাসনা-মুদ্রা-ন্যাস-দ্বারকাধ্যানরুক্মি-ণ্যাদিপূজাদীন্যাগমশাস্ত্রবিহিতান্যপি নৈব কার্য্যাণি। ভক্তিমার্গেঽস্মিন্ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গবৈকল্যেঽপি দোষাভাবশ্রবণাৎ। যদুক্তম্—"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমিল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥" ইতি ॥ "নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ভক্তেরুদ্ধ-বাণ্বপি ॥" ইতি চ ॥ অঙ্গিবৈকল্যে ত্বস্ত্যেব দোষঃ। যান্ শ্রবণোৎ-

---

পুরাণে প্রসিদ্ধ দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ এবং শ্রুতিগণকেও বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ব্রজবাসিগণের অনুসরণের অর্থাৎ তাঁহাদিগের আচরণ দেখিয়া। এই প্রকারে প্রথম দুইটী শ্লোকের দ্বারা স্মরণ ও ব্রজে বাসের বিষয় বর্ণন করিয়া তৃতীয় শ্লোকে শ্রবণাদি সাধনাঙ্গের কথা কথিত হইয়াছে। যথা "শ্রবণোৎ-কীর্ত্তনাদীনি" অর্থাৎ শ্রবণ ও কীর্ত্তন প্রভৃতি। উক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শব্দ হইতেই আক্ষেপ দ্বারা শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়াদি সকল অঙ্গই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন ব্যতীত ব্রজ-লোকের আনুগত্য প্রভৃতি কোনও ফল দিতে সমর্থ নহে বলিয়াই "মণীষিভিঃ" পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বুদ্ধিমন্তজনগণ নিজ বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে সম্যক্ বিবেচনা করিয়া স্বীয়ভাবের সমুপযুক্ত সাধনাঙ্গ-সকল আচরণ করিবেন, ভাব-বিরুদ্ধ কিছুই আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তাহা ভাবাবির্ভাবের পথে অন্তরায়-স্বরূপ ॥১১॥

অহংগ্রহোপাসনা, মুদ্রা, ন্যাস, দ্বারকাধ্যান, শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের পূজা প্রভৃতি বিধানসমূহ তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত হইলেও অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তিতে তাহাদের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। এই ভক্তিসাধন-পথে সাধনাঙ্গের কিছু কিছু অঙ্গহানি সমুপস্থিত হইলেও, তাহাতে দোষ হয় না—ইহাই শাস্ত্রাদিতে শোনা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "হে রাজন্! এই ভক্তিপথে গন্তুকাম মনুষ্যসকল ভাগবত-ধর্ম্মের আশ্রয় অঙ্গীকার করিয়া

কীর্ত্তনাদীন্ ভগবদ্ধর্ম্মানাশ্রিত্য ইত্যুক্তেঃ। "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চ-রাত্র-বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥" ইত্যু-ক্তেশ্চ। লোভস্য প্রবর্ত্তকত্বেঽপি নিজভাবপ্রতিকূলান্যুক্তানি সর্ব্বাণি শাস্ত্রবিহিতানাং ত্যাগানৌচিত্যমিতিবুদ্ধ্যা যদি করোতি তদা দ্বারকা-পুরে মহিষীজন-পরিজনত্বং প্রপ্নোতি। যদুক্তম্—"রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে। কেবলনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥" কেবলনৈব কৃৎস্নেনৈব ন তু নিজভাবপ্রতিকূলান্ মহিষীপূজাদীন্

কখনও বিপদাপন্ন হয় না। এমন কি এই ভক্তিপথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কেহ স্খলিত অর্থাৎ ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হয় না।" শ্রীভগবান্ও শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন "হে উদ্ধব! মদ্ভক্তি-লক্ষণ এই ধর্ম্মের উপক্রম অর্থাৎ অনুষ্ঠান আরম্ভ হইতেই, অঙ্গবৈগুণ্যাদি দোষবশতঃ ইহার বিন্দুমাত্রও ধ্বংস হয় না।"

"যান্" অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গীরূপ ভাগবত-ধর্ম্মসকলকে আশ্রয় করিয়া যদি অঙ্গহানি হয়, তবেই কোন দোষ হয় না।' অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, "শ্রুতি, স্মৃতি, সমগ্র পুরাণ ও নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত লক্ষণ-বিশিষ্ট যে ভক্তি, তাহাকে অতিক্রম করিয়া কাহারও যদি একান্ত ভক্তিও দৃষ্ট হয়, তবে সে ভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে।"

কেহ (শাস্ত্রশাসনে প্রবৃত্ত না হইয়া) লোভ-পরবশতাহেতু ভজনে প্রবৃত্ত হইলেও যদ্যপি নিজভাবের প্রতিকূলরূপে কথিত দ্বারকাধ্যানাদি আচরণগুলির "শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করা উচিত নহে" এই জ্ঞানে অনুষ্ঠান করে, তবে তিনি দ্বারকাপুরে মহিষীবৃন্দের পরিজনত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এবিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ দিতেছেন, যথা—যিনি উৎকৃষ্ট রমণাভিলাষ করিয়া কেবলমাত্র বিধিমার্গের দ্বারাই সেবন করেন, তিনি দ্বারকাপুরে মহিষীগণত্বই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" এই স্থলে শ্লোকোক্ত কেবল শব্দের অর্থ "কৃৎস্নেনৈব", অর্থাৎ নিজভাব-প্রতিকূল দ্বারকাধামস্থ মহিষীপূজা প্রভৃতি কোন কোন অংশ পরিত্যাগ না করিয়াই সর্ব্বতোভাবে কেবল বিধিমার্গের সাধন দ্বারাই। কেবলশব্দের অর্থ কৃৎস্ন ইহা অমরকবি তৎকৃত অমরকোষেও "নির্ণীতে কেবলমিতি" এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবলমাত্র বিধিমার্গাবলম্বনে সাধন করিলে দ্বারকাপুরে মহিষী-

কাংশ্চিৎ কাংশ্চিদংশান্ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। "নির্ণীতে কেবলমিতি ত্রিলিঙ্গন্তেককৃৎস্নয়োঃ" ইত্যমরঃ। কেবলেন বিধিমার্গেণ পুরে মহিষীত্বং মিশ্রেণ মথুরায়ামিতি ব্যাখ্যা নোপপদ্যতে। পুরে যথা মহিষীত্বং তথা মথুরায়াং কিং রূপত্বম্? কুব্জাপরিকরত্বমিতি চেৎ কেবলবৈধীভক্তিফলাদপি মিশ্রবৈধীভক্তিফলস্য অপকর্ষঃ খলু অন্যায় এব। "রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নরুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ"॥ ইতিগোপালতাপনীশ্রুতিদৃষ্ট্যা রুক্মিণীপরিণয়ো মথুরায়ামিত্যতো রুক্মিণীপরিকরত্বমিতি ব্যাখ্যা তু ন সার্ব্বলৌকিকী। রাধাকৃষ্ণোপাসকঃ কথং কুব্জাং বা রুক্মিণীং বা প্রাপ্নোতি ইতি দ্বিতীয়শ্চান্যায়ঃ। বস্তুতস্তু লোভপ্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনমেব

বৃন্দের দাসীত্ব লাভ হয়, আর মিশ্র অর্থাৎ রাগমার্গোক্ত সাধনের সহিত মিশ্রিত বিধিমার্গ অঙ্গীকার করিয়া ভজন করিলে মথুরাধামে মহিষীগণের পরিকরত্ব লাভ হয়, যদি কেহ এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে তাহা কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, এক প্রকার ব্যাখ্যাতে নানাপ্রকার প্রশ্ন উত্থিত হয়। প্রথম প্রশ্ন দ্বারকাপুরীতে মহিষীত্ব বলিতে যেমন শ্রীরুক্মিণী-দেবী প্রভৃতি মহিষীগণের পরিকরত্ব বুঝায়, সেই প্রকার মথুরাধামে মহিষীত্ব বলিতে কি বুঝায়? যদি এই প্রশ্নের উত্তর করা যায় যে, কুব্জাদেবীর পরিকরত্ব লাভ হইবে, তবে তাহা একান্ত অসঙ্গত। যেহেতু শ্রীরুক্মিণী-দেবী হইতে কুব্জারাণীর রসাংশে ন্যূনতা রসগ্রন্থে নির্ণয় করা হইয়াছে! যদ্যপি কেবল বৈধীভক্তি দ্বারা দ্বারকায় রুক্মিণী-পরিকরত্ব, আর রাগমার্গমিশ্রিত বৈধীভক্তিদ্বারা মথুরায় কুব্জা পরিকরত্ব লাভ হয়, তবে কেবল-বৈধীভক্তির ফল হইতে মিশ্রবৈধীভক্তির ফলের অপকর্ষতা সম্পাদন করা হয়। ইহা যে অত্যন্ত অন্যায়, তাহা নিঃসন্দেহ। "বিভু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলদেবচন্দ্র, শ্রীঅনিরুদ্ধ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীরুক্মিণীদেবীর সহিত মথুরাধামে নিত্য বিরাজমান আছেন" গোপালতাপনী-শ্রুতিগ্রন্থের এই বাক্য-প্রমাণ অনুসারে শ্রীরুক্মিণীদেবীর বিবাহ মথুরাতেই হইয়াছে। অতএব মিশ্রবিধি-ভক্তির ফল-স্বরূপ মথুরার মহিষীত্ব বলিতে শ্রীরুক্মিণীদেবীর পরিকরত্ব লাভ হইবে, এই প্রকার ব্যাখ্যাও সঙ্গত হয় না। যেহেতু মথুরাতে রুক্মিণী-পরিণয় সর্ব্বজনানুমোদিত নহে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া সাধক কিজন্য কুব্জারাণী বা রুক্মিণীদেবীর পরিজনত্ব লাভ করিবেন? ইহাও

রাগমার্গ উচ্যতে বিধিপ্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনঞ্চ বিধিমার্গ ইতি। বিধিবিনাভূতং সেবনন্তু শ্রুতিস্মৃত্যাদিবাক্যাদুৎপাতপ্রাপকমেব ॥১২॥

অথ রাগানুগায়া অঙ্গান্যন্যানি ভজনানি কানি কীদৃশীনি কিং স্বরূপাণি কথং কর্ত্তব্যানি অকর্ত্তব্যানি বেত্যপেক্ষায়ামুচ্যতে। স্বাভীষ্ট-ভাবময়ানি, স্বাভীষ্টভাবসম্বন্ধীনি, স্বাভীষ্টভাবানুকুলানি, স্বাভীষ্টভাব-বিরুদ্ধানি, স্বাভীষ্টভাববিরুদ্ধানি, ইতি পঞ্চবিধানি ভজনানি শাস্ত্রে দৃশ্যন্তে। তত্র কানিচিৎ সাধ্যসাধনরূপাণি, কানিচিৎ সাধ্যং প্রেমাণং প্রতি উপাদানকারণানি, কানিচিৎ নিমিত্তকারণানি, কানিচিৎ ভজনচিহ্নানি, কানিচিদুপকারকাণি, কানিচিৎ অপকারকাণি, কানিচিৎ তটস্থানি, ইতি। এতানি বিভাজ্য দর্শ্যন্তে ॥১৩॥

তত্র দাস্যসখ্যাদীনি স্বাভীষ্টভাবময়ানি, সাধ্যসাধনরূপাণি। গুরু-পাদাশ্রয়তো মন্ত্রজপধ্যানাদীনি সাধ্য প্রত্যুপাদানকারণত্বাদ্ভাবসম্বন্ধীনি

দ্বিতীয় প্রকার অন্যায়। বস্তুতঃ লোভ-হেতু প্রবৃত্ত হইয়া বিধিমার্গাবলম্বনে সেবাকেই রাগমার্গ বলে এবং বিধি অর্থাৎ শাস্ত্র শাসন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিমার্গানুসারে সেবা বিধিমার্গ-নামে অভিহিত। বিধি বিনা শ্রীকৃষ্ণের সেবা কিন্তু নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত "শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি" প্রমাণ হেতু উৎপাতের জন্যই হইয়া থাকে ॥১২॥

অনন্তর রাগানুগা-ভক্তির অন্য কোন্ কোন্ অঙ্গ ভজনীয় এবং সে গুলি কি কি, তাহাদের প্রকারই বা কি, তাহাদের স্বরূপই বা কি, কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য কি এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, শাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার ভজনানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—নিজ অভীষ্ট-ভাবময়, নিজ অভীষ্ট ভাব-সম্বন্ধী, নিজ অভীষ্ট ভাবানুকুল, নিজ অভীষ্টভাবের অবিরুদ্ধ এবং নিজ অভীষ্ট ভাব-বিরুদ্ধ। তন্মধ্যে কতকগুলি সাধ্য ও সাধন উভয়বিধরূপ, (অর্থাৎ সাধনেও যাহা সাধ্যে ও তাহা, কেবল পক্ক ও অপক্ক অবস্থা-ভেদ-মাত্র)। আর কতকগুলি সাধ্য-প্রেমের উপাদান-কারণ-স্বরূপ, কতকগুলি নিমিত্ত-কারণ-স্বরূপ, কতকগুলি ভজনচিহ্ন-স্বরূপ, কতকগুলি উপকারক, কতকগুলি অপকারক ও কতকগুলি তটস্থ অর্থাৎ উপকারক বা অপকারক কিছুই নয়। এই সকল বিভাগ পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

"জপেন্নিত্যমনন্যধীঃ" ইত্যাদ্যুক্তে নিত্যকৃত্যানি, "জপ্যঃ স্বাভীষ্টসংসর্গী কৃষ্ণনামমহামনুঃ" ইতি গণোদ্দেশদীপিকোক্তেঃ, সিদ্ধরূপেণানুগম্যমানানামপি মন্ত্রজপদর্শণাৎ উপাদানকারণত্বেন ভাবসম্বন্ধীনি "গাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি বিন্দন্ এব সন্ মম গোপস্ত্রীজনবল্লভো ভবত্যভীষ্টসংসর্গি-কৃষ্ণনাম এব মহামনুঃ সর্ব্বমন্ত্রশ্রেষ্ঠ ইত্যষ্টাদশাক্ষরো দশাক্ষরশ্চ মন্ত্র এব অর্থাদুক্তো ভবতীতি গণোদ্দেশদীপিকাবাক্যার্থো জ্ঞেয়ঃ। স্বীয়ভাবোচিতনামরূপ-গুণলীলাদিস্মরণশ্রবণাদীনি উপাদানকারণত্বাৎ ভাব-সম্বন্ধীনি। তথাহি—"নামানি রূপাণি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ" ইতি। "শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ, স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনা" ইত্যাদ্যুক্তেরভীক্ষ্ণকৃত্যানি। অত্র রাগানুগায়াং যন্মুখ্যস্য তস্যাপি স্মরণস্য কীর্ত্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব কীর্ত্তনস্যৈব এতদ্‌যুগাধিকারত্বাৎ সর্ব্বভক্তিমার্গেষু সর্ব্বশাস্ত্রৈস্তস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষ-প্রতিপাদনাচ্চ। "তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে" ইত্যুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তেরনুগম্যমানানাং শ্রুতীনাং প্রেমাণং প্রতি তপসাং

দাস্য, সখ্য প্রভৃতি স্বাভিষ্ট ভাবময় ভজনসমূহ সাধ্য-সাধন-রূপ। শ্রীগুরুপদাশ্রয় হইতে মন্ত্রজপ ও ধ্যানাদি পর্য্যন্ত কয়েকটী ভজনানুষ্ঠান সাধ্যপ্রেমের উপাদান-কারণ বলিয়া ভাব-সম্বন্ধী বলা যায়। "প্রতিদিন অনন্যচিত্তে জপ করিবে" ইত্যাদি উক্তি-হেতু নিত্যকৃত্যসকল, "নিজ অভীষ্ট-সংসর্গী কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য" এই গণোদ্দেশদীপিকার উক্তি অনুসারে সিদ্ধরূপে যাঁহাদের অনুসরণ করা যায়, তাঁহাদেরও মন্ত্র জপ দর্শনহেতু, উপাদান-কারণ বলিয়া ভাব-সম্বন্ধী হইতেছে। এক্ষণে স্বাভীষ্ট সংসর্গী কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কি তাহাই বলিতেছেন।

গণোদ্দেশদীপিকায় এই অর্থ করিয়াছেন যে, গোবিন্দ-শব্দে, আমার গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল ব্যাপিয়া গোপস্ত্রীজন-বল্লভ অর্থাৎ গোপীজন-বল্লভ ভবতি অর্থাৎ বর্ত্তমান আছেন। অতএব নিজ অভীষ্ট-সম্বন্ধী কৃষ্ণ-নামই মহামনু। এই অর্থবশতঃ অষ্টাদশাক্ষর ও দশাক্ষর-মন্ত্রই সর্ব্ব-মন্ত্র-শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিজ ভাবোপযোগী শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতির শ্রবণাদি সাধনগুলিও

কারণত্বাবগমাৎ কলাবস্মিন্ তপোঽন্তরস্য বিগীতত্বাৎ "মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ" ইতি ভগবদুক্তেরেকাদশী-জন্মাষ্টম্যাদিব্রতানি তপোরূপাণি ইতি নিমিত্তকারণানি নৈমিত্তিককৃত্যানি অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণান্নিত্যানি। তত্রৈবৈকাদশীব্রতস্যান্বয়ে "গোবিন্দস্মরণং নৃণাং যদেকাদশ্যুপোষণম্" ইতিস্মৃতেরুপাদানকারণস্মরণস্য লাভাদংশেন ভাবসম্বন্ধিত্বমপি, ব্যতিরেকে তু "মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা" ইত্যাদি স্কান্দাদিবচনেভ্যো গুরুহন্তৃত্বাদিশ্রবণান্নামাপরাধলাভঃ "ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তেরনপায়িপাপবিশেষলাভশ্চ, ইতি নিন্দাশ্রবণাদত্যাবশ্যককৃত্যত্বম্।

উপাদান-কারণ বলিয়া তাহাদিগকে ভাব-সম্বন্ধী বলা হয়। "লজ্জাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঙ্গরহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-অর্থ-প্রকাশক নাম ও রূপমাধুর্য্য গান করিয়া বিচরণ করিবে।" এবং "ভক্তসকল তোমার চরিত্র নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-উচ্চারণ ও স্মরণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন" এই সকল প্রমাণানুসারে উক্ত ভাব-সম্বন্ধী সাধনগুলি নিরন্তর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। এই রাগানুগাতে মুখ্যাঙ্গ-সাধন পূর্ব্বোক্ত স্মরণেরও কীর্ত্তনাধীনত্ব অবশ্য বলিতেই হইবে। বর্ত্তমান কলিযুগে কীর্ত্তনাঙ্গ-ভজনেরই অধিকার। হেতু সকল ভক্তিমার্গেই সর্ব্বশাস্ত্র কর্ত্তৃক কীর্ত্তনাঙ্গেরই নিখিল উৎকর্ষ-বিশেষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে অনুগম্যমান শ্রুতিগণ "শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তপস্যা করিয়া পূর্ণ প্রেম লাভ-করতঃ ব্রজে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন" এই প্রমাণানুসারে, গোপী-জাতীয় প্রেমপ্রাপ্তির প্রতি তপস্যার কারণত্ব শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কলিযুগে অন্য তপস্যার নিন্দা শ্রবণ করা যায় বলিয়া "আমার জন্য কৃত ব্রতই তপস্যা" এই শ্রীভগবানের উক্তি থাকার জন্য শ্রীএকাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসমূহ তপঃ রূপ নিমিত্ত-কারণ। ঐ নৈমিত্তিক কৃত্যাদি অকরণে প্রত্যবায় শ্রবণ হেতু ইহাদের নিত্যতা বুঝিতে হইবে। স্মৃতি-শাস্ত্রে একাদশী-ব্রতের বিধিপক্ষে "একাদশীতে উপবাস করাই শ্রীগোবিন্দ-স্মরণ," এইরূপ স্মৃতিবাক্যে উপাদান কারণ-স্বরূপ স্মরণাঙ্গের প্রাপ্তি জন্য (শ্রীএকাদশী-ব্রতের) আংশিক ভাবসম্বন্ধিত্বও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং নিষেধপক্ষে (যে জন শ্রীএকাদশী-ব্রত না করেন) সে জন মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, ভ্রাতৃহন্তা ও গুরুহন্তা

কিং বহুনা, "পরমাপদমাপন্নে হর্ষে বা সমুপস্থিতে। নৈকাদশীং ত্যজেদ্ যস্তু তস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী। বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে॥" ইতি স্কান্দবাক্যাভ্যামেকাদশীব্রতস্য বৈষ্ণবলক্ষণত্বমেব নির্দ্দিষ্টম্। কিঞ্চ বৈষ্ণবানাং ভগবদনিবেদিতভোজননিষেধাঃ, "বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ" ইত্যত্র ভগবন্নিবেতান্নস্যৈব ভোজন-নিষেধোঽবগম্যতে।

কার্ত্তিকব্রতস্য চ তপোঽংশেন নিমিত্তত্বং শ্রবণকীর্ত্তনাদ্যংশেন উপাদানত্বমপি। শ্রীরূপগোস্বামিচরণানামসকৃদুক্তৌ কার্ত্তিকদেবতেতি কার্ত্তিকদেবীত্যূর্জ্জদেবীতি উর্জ্জেশ্বরীতি শ্রবণাদ্বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-প্রাপকত্বমবগম্যতে। "অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু" ইতিস্মৃতেঃ ক্রমেণ শ্রীভাগবতশ্রবণাদের্নিত্যকৃত্যত্বমুক্তম্। "কথা

এই প্রকার স্কান্দাদি পুরাণ-বচন হইতে গুরুহত্যা প্রভৃতি পাতকের শ্রবণ হেতু নামাপরাধের উদ্গম হইয়া থাকে। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরবচনে "ব্রহ্মহত্যাকারী সুরাপায়ী, অপহরণকারী ও গুরুতল্পগামীর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায়, কিন্তু একাদশীতে অন্ন ভোজনকারীর অবিনাশী পাপ-বিশেষের প্রাপ্তি হইতেছে। এই সকল নিন্দা শ্রবণ জন্য শ্রীএকাদশ্যাদি ব্রতের অত্যাবশ্যক-কৃত্যত্ব প্রমাণিত হইতেছে। এতাদৃশ অত্যাবশ্যক-কৃত্যেরই নিত্যতা স্বীকৃত। অধিক কি বলা যাইবে, "পরম আপদ বা পরম আনন্দ উপস্থিত হইলে, যিনি একাদশীব্রত ত্যাগ করেন না তাহারই বৈষ্ণবী-দীক্ষা যথার্থ। আর যিনি সমস্ত-কর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ করেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব।" এই স্কন্দপুরাণোক্ত বচন-দ্বয় একাদশী-ব্রতের বৈষ্ণব-লক্ষণই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও "শ্রীভগবানে অনিবেদিত বস্তু ভোজন বৈষ্ণবের পক্ষে নিষেধ জন্য বৈষ্ণব যদি প্রমাদ বশতঃ একাদশীর দিন ভোজন করেন" এই বচনে একাদশী দিনে মহাপ্রসাদই ভোজন নিষেধ হইয়াছে।

কার্ত্তিকব্রতও তপস্যাংশে নিমিত্ত-কারণ ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-অংশে উপাদান-কারণ। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ বহুস্থলে "কার্ত্তিক-দেবতা, উর্জ্জদেবী উর্জ্জেশ্বরী" এই সকল নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বিশেষতঃ ঐ কার্ত্তিক-ব্রতের শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-প্রাপকত্বই অবগত হওয়া যায়। "অম্বরীষ! শুকপ্রোক্ত

ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাম্” ইত্যনন্তরং “যস্তূত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে নিত্যমমঙ্গলঘ্নঃ তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥ ইতি দ্বাদশোক্তে দশমস্কন্ধসম্বন্ধিস্বপ্রেষ্ঠশ্রীকৃষ্ণ-চরিতশ্রবণাদের্যথাযোগ্যং নিত্যকৃত্যত্বম্ অভীক্ষ্ণকৃত্যত্বং ভাবসম্বন্ধিত্বঞ্চ। নির্ম্মাল্যতুলসীগন্ধচন্দনমালাবসনাদিধারণানি ভাবসম্বন্ধীনি। তুলসী-কাষ্ঠমালাগোপীচন্দনাদিতিলকনামমুদ্রাচরণচিহ্নাদিধারণানি বৈষ্ণব-চিহ্নান্যনুকূলানি। তুলসীসেবনপরিক্রমণপ্রণামাদীন্যপ্যনুকূলানি। গবাশ্বত্থধাত্রীব্রাহ্মণাদিসম্মানানি তদ্ভাবাবিরুদ্ধানি উপকারকাণি। বৈষ্ণবসেবা • তূক্তসমস্তলক্ষণবতী জ্ঞেয়া। উক্তান্যেতানি সর্ব্বাণি কর্ত্তব্যানি। যথৈব পোষ্যাৎ কৃষ্ণাদপি সকাশাৎ তৎপোষকেষ্বাবর্ত্তিত-দুগ্ধদধিনবনীতাদিষু ব্রজেশ্বর্য্যা অধিকৈবাপেক্ষা, শ্রীকৃষ্ণং স্বস্তন্যপয়ঃ পিবন্তং বুভুক্ষুমপ্যপহায় তদীয়দুগ্ধোত্তারণার্থং গতত্বাৎ। তথৈব রাগবর্ত্মানুগমনরসাভিজ্ঞভক্তানাং পোষ্যেভ্যঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিভ্যোঽপি

শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য শ্রবণ করুন” এই প্রকার স্মৃতির বচন ক্রমে শ্রীভাগবত শ্রবণও নিত্যকৃত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছেন। “আমি তোমার নিকট মহাপুরুষদিগের এই সকল কথা কীর্ত্তন করিলাম” ইহার পর, “নিত্য অমঙ্গল-নাশক উত্তম-শ্লোক শ্রীভগবানের যে গুণানুবাদ কীর্ত্তিত, শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধা ভক্তিলাভ করিতে অভিলাষী ব্যক্তি তাহাই প্রতিদিন নিরন্তর শ্রবণ করিবেন” এই প্রকার দ্বাদশস্কন্ধের উক্তি অনুসারে দশমস্কন্ধসম্বন্ধী নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র শ্রবণাদির যথাযোগ্য নিত্যকৃত্যত্ব, অভীক্ষ্ণ কৃত্যত্ব ও ভাব-সম্বন্ধিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। নিবেদিত তুলসী গন্ধচন্দন মালা ও বসনাদির ধারণ ভাব-সম্বন্ধী; তুলসীকাষ্ঠের মালা গোপীচন্দনাদিকৃত তিলক নামমুদ্রা ও চরণচিহ্নাদি ধারণ প্রভৃতি বৈষ্ণব-চিহ্নসকল ভাবানুকূল। তুলসীসেবা, পরিক্রমা এবং প্রণামাদিও ভাবানুকূল। গো অশ্বত্থ ধাত্রী ও ব্রাহ্মণাদির সম্মাননা প্রভৃতি ভাবাবিরুদ্ধ অঙ্গ-সকল তদুপ-কারক। বৈষ্ণব-সেবা উক্ত সমস্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট জানিতে হইবে। উক্ত সমস্তই কর্ত্তব্য-মধ্যে গণ্য। যেমন পোষ্য শ্রীকৃষ্ণ হইতেও তৎপোষক আবর্ত্তিত দুগ্ধ দধিনবনীতাদিতে ব্রজেশ্বরীর অধিক অপেক্ষাই দেখা যায়; তিনি স্বীয় স্তন্যদুগ্ধ-পান-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুধিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া

তৎপোষকেষ্বেতেষু সর্ব্বেষু পরমৈবাপেক্ষণং নৈবানুচিতম্। অহং-গ্রহোপাসনান্যাসমুদ্রাদ্বারকাধ্যানমহীষ্যর্চ্চনাদীন্যপকারকাণি ন কর্ত্তব্যানি। পুরাণান্তরকথাশ্রবণাদীনি তটস্থানি। অত্র ভক্তেঃ সচ্চিদানন্দরূপত্বান্নির্ব্বিকারত্বেঽপি যদুপাদানত্বাদিকং তৎ খলু দুর্ব্বিতর্ক্য-ত্বাদেব, ভক্তিশাস্ত্রেষু "তত্র প্রেমবিলাসাঃ স্যু র্ভাবাং স্নেহাদয়স্তু ষট্" ইত্যাদিষু বিলাসশব্দেন ব্যঞ্জিতং, যথা রসশাস্ত্রে বিভাবাদিশব্দেন, অত্র খলু সুখবোধার্থমেব উপাদানাদিশব্দ এব প্রযুক্ত ইতি ক্ষন্তব্যং সদ্ভিঃ ॥১৪॥

দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ।

ননু "ন হানিং ন গ্লানিং ন নিজগৃহকৃত্যং ব্যসনিতাং ন ঘোরং নোদ্-ঘূর্ণাং ন কিল কদনং বেত্তি কিমপি। বরাঙ্গীভিঃ স্বাঙ্গীকৃতসুহৃদনঙ্গাভি-

---

তদীয় দুগ্ধ-উত্তারণের জন্য গমন করিয়াছিলেন; তদ্রূপ রাগমার্গানু-গমনরসাভিজ্ঞ ভক্তবর্গের সম্বন্ধে পোষ্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে তৎপোষক উক্ত অঙ্গ-সকলে বিশেষ অপেক্ষা অনুচিত হইতেছে না। অহংগ্রহোপাসনা-ন্যাস-মুদ্রা-দ্বারকাধ্যান ও মহিষীবর্গের অর্চ্চনাদি অপকারক বলিয়া অকর্ত্তব্য। পুরাণান্তরের কথা শ্রবণ প্রভৃতি তটস্থ অর্থাৎ উপকারক বা অপকারক কিছুই নয়। সচ্চিদানন্দরূপা ভক্তির বিকার না থাকিলেও যে উহাকে উপাদান-রূপা প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহা কেবল দুর্ব্বোধ্য-বিষয়ের সুখবোধার্থ। ভক্তিশাস্ত্রে যেমন "স্নেহাদি ছয়টী ভাবকে প্রেমের বিলাস" বলা হইয়াছে, রসশাস্ত্রে যেমন রসকে বিভাবাদি শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখানেও তদ্রূপ বিষয়টী সুখবোধের নিমিত্ত উপাদানাদি শব্দ ঐরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সাধুগণ ক্ষমা করিবেন ॥ ১৪ ॥

দ্বিতীয় প্রকাশ।

যাঁহারা কন্দর্পকে আপনার সুহৃদ্রূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাদৃশ ব্রজসুন্দরীগণকর্ত্তৃক সমাবৃত হইয়া শ্রীশ্যামসুন্দর বৃন্দাবনে সদাসর্ব্বদা এমন আবিষ্ট হইয়া বিহার করেন যে, তাহাতে কোন হানি, কোন গ্লানি, কোন নিজ-গৃহকার্য্য, কোন বিপদ, কোন ভয়, কোন চিন্তা, শত্রু-কর্ত্তৃক কোন পরাভব ইত্যাদি কিছুই

রভিতো, হরি র্বৃন্দারণ্যে পরমনিশমুচ্চৈর্বিহরতি॥" ইত্যাদিভ্য এব শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাদিপ্রেমবিলাসমুগ্ধস্য শ্রীব্রজেন্দ্রসূনো র্ন ক্বাপি অন্যত্রাবধানসম্ভব ইত্যবসীয়তে। তথা সতি নানাদিগ্‌দেশবর্ত্তিভিরনন্তরাগানুগীয়ভক্তৈঃ ক্রিয়মাণং পরিচর্য্যাদিকং কেন স্বীকর্ত্তব্যম্? বিজ্ঞপ্তিস্তবপাঠাদিকঞ্চ কেন শ্রোতব্যম্? তদংশেন পরমাত্মনৈবাংশাংশিনোরৈক্যাদিতিচেৎ সমাধিরয়ং সম্যগাধিরেব তাদৃশকৃষ্ণানুরাগিভক্তানাম্। তর্হি কা গতিঃ?—সাক্ষাৎ শ্রীমদুদ্ধবোক্তিরেব। সা চ যথা—"মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যত্ত্বমকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ। পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবাপ্রমত্তস্তন্মে মনো মোহয়তীব দেব॥" অস্যার্থঃ—মন্ত্রেষু জরাসন্ধবধরাজসূয়াদ্যর্থগমনবিচারাদিষু প্রস্তুতেষু মাং বৈ নিশ্চিতম্ উপহূহ যৎ পৃচ্ছেঃ উদ্ধব ত্বমত্র কি কর্ত্তব্যং তদ্ ব্রূহি ইতি পৃচ্ছেঃ অপৃচ্ছঃ অকুণ্ঠিতঃ কালাদিনা অখণ্ডঃ পরিপূর্ণঃ সদা সার্ব্বদিক এব আত্মনো বোধঃ সম্বিচ্ছক্তি র্যস্য স মুগ্ধ ইব যথা অন্যো মুগ্ধো জনঃ পৃচ্ছতি তথেত্যর্থঃ তত্তব যুগপদেব মৌগ্ধ্যং সার্ব্বজ্ঞ্যঞ্চ মোহয়তীব মোহয়ত্যেব। অত্র মুগ্ধ ইব ত্বং ন তু মুগ্ধঃ ইতি। মোহয়তীব ন তু মোহয়তি ইতি ব্যাখ্যায়াং

জানিতে পারেন না। এই সকল প্রমাণে বুঝা যায় শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজবধূগণের প্রেমবিলাস-মুগ্ধ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অন্য কোথাও মনসংযোগ করিবার অবকাশ নাই। তাহা হইলে নানাদিক ও দেশবর্ত্তী অনন্ত রাগানুগীয় ভক্তগণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের উদ্দেশ্যে যে পরিচর্য্যা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, তাহা কে গ্রহণ করেন? তাঁহাদের কর্ত্তৃক পঠিত বিজ্ঞপ্তি এবং স্তব-পাঠ প্রভৃতি কে বা শ্রবণ করেন? যদি এইপ্রকার সমাধান করা যায় যে, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অংশ পরমাত্মারূপে যিনি সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত, অংশ এবং অংশীর ঐক্য বশতঃ তিনিই শ্রবণ করেন; তাহা হইলে এই সমাধান তাদৃশ রাগানুগীয় কৃষ্ণভক্তগণের অত্যন্ত ব্যাধি সদৃশ হইবে। অতএব তাহার সমাধান কি? সাক্ষাৎ শ্রীল উদ্ধব মহাশয়ের উক্তি হইতেই পাওয়া যায়। সেই উক্তি যথা,——"হে প্রভো! জরাসন্ধ-বধ ও রাজসূয়-যজ্ঞ প্রভৃতির জন্য গমন করা উচিত কিনা, এই বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইলে তুমি আমাকে নিকটে আহ্বান করতঃ 'হে উদ্ধব! এক্ষেত্রে আমার কি করা কর্ত্তব্য' এই প্রকার মুগ্ধ জনের মত যে জিজ্ঞাসা করিয়াছ,

সঙ্গত্যভাবাৎ। অসঙ্গতেষু কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্যেত্যাদি বাক্যেষু মধ্যে এতদ্বাক্যস্যোপন্যাসো ব্যর্থঃ স্যাদিত্যত স্তথা ন ব্যাখ্যেয়ম্। ততশ্চ দ্বারকালীলায়াং সত্যপি সার্ব্বজ্ঞ্যে যথা মৌগ্ধ্যং তথৈব বৃন্দাবন-লীলায়ামপি সত্যপি মৌগ্ধ্যে সার্ব্বজ্ঞ্যং তস্যাচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধমেব মন্তব্যম্। অতএব বর্ণিতং শ্রীলীলাশুকচরণৈঃ "সর্ব্বজ্ঞত্বে চ মৌগ্ধে চ সার্ব্বভৌমমিদং মহ" ইতি ॥১॥

অত্র সর্ব্বজ্ঞত্বং মহৈশ্বর্য্যমেব ন তু মাধুর্য্যং; মাধুর্য্যং খলু তদেব যদৈশ্বর্য্যবিনাভূতকেবলনরলীলত্বেন মৌগ্ধ্যমিতি স্থূলধিয়ো ব্রুবতে ॥২॥

মাধুর্য্যাদিকং নিরূপ্যতে। মহৈশ্বর্য্যস্য দ্যোতনে বাদ্যোতনে চ নরলীলত্বানতিক্রমো মাধুর্য্যম্। যথা পূতনাপ্রাণহারিত্বেঽপি স্তনচূষণ-

---

দেশকালাদি দ্বারা অখণ্ড এবং অপ্রতিহত নিত্য-জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া অর্থাৎ সাধারণ মুগ্ধজন যেমন কোন বিচার-বিষয়ে বিজ্ঞজনের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তদ্রূপ তোমার প্রশ্ন-জনিত যুগপৎ মুগ্ধতা এবং সর্ব্বজ্ঞতা, আমাকে মোহিতই করিতেছে। এই স্থলে মুগ্ধের মতই তুমি, বাস্তবিক মুগ্ধ নও, এবং আমাকে মোহিতের মতই করিতেছ, বাস্তবিক মোহিত হই নাই, এই প্রকার কেহ কেহ যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, চেষ্টা-রহিত তোমার কর্ম্ম এবং জন্ম-রহিত তোমার জন্ম—এই সকল বাক্যের মধ্যে, এই বাক্যের উপন্যাস ব্যর্থ হয়; অতএব শেষোক্ত প্রকারের ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত দ্বারকালীলাতে সর্ব্বজ্ঞতা থাকিলেও যেমন মুগ্ধতা স্বীকার করিতে হয়, সেই প্রকার শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলাতেও মুগ্ধতা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। অতএব লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠাকুর বর্ণিত "শ্রীভগবানের সকল লীলাতেই যখন সর্ব্বজ্ঞতা ও মুগ্ধতা যুগপৎ দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইহা তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে" ॥ ১ ॥

এই স্থলে সর্ব্বজ্ঞতা বলিতে মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্নতা, মাধুর্য্য নহে; আর ঐশ্বর্য্য ব্যতিরিক্ত কেবলমাত্র নরলীলার অনুকরণে যে মুগ্ধতা, তাহাই মাধুর্য্য; ইহা স্থূলবুদ্ধি মানবগণই বলিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

অতঃপর মাধুর্য্যাদি নির্ণয় করা যাইতেছে। যেস্থলে মহৈশ্বর্য্যের প্রকাশেই হউক বা অপ্রকাশেই হউক, যদি নরলীলানুরূপ ভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না

লক্ষণনরবাললীলত্বমেব। মহাকঠোরশকটস্ফোটনেঽপ্যতিসুকুমারচরণ-ত্রৈমাসিক্যোত্তানশায়িবাললীলত্বম্। মহাদীর্ঘদামাশক্যবন্ধত্বেঽপি মাতৃভীতিবৈক্লব্যম্। ব্রহ্মবলদেবাদিমোহনেঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বেঽপি বৎস-চারণলীলত্বম্। তথা ঐশ্বর্যসত্ত্ব এব তস্যাদ্যোতনে দধিপয়শ্চৌর্য্যং গোপস্ত্রীলাম্পট্যাদিকম্। ঐশ্বর্য্যরহিতকেবলনরলীলত্বেন মৌগ্ধ্যমেব মাধুর্য্যমিত্যুক্তেঃ ক্রীড়াচপলপ্রাকৃতনরবালকেষ্বপি মৌগ্ধ্যং মাধুর্য্যমিতি তথা ন নির্ব্বাচ্যম্ ॥৩॥

ঐশ্বর্য্যন্তু নরলীলত্বস্যানপেক্ষিতত্বে সতি ঈশ্বরত্বাবিষ্কারঃ। যথা মাতাপিতরৌ প্রতি ঐশ্বর্য্যং দর্শয়িত্বা—"এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্ম স্মরণায় মে। নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে॥" ইত্যুক্তম্। যথা অর্জ্জুনং প্রতি "পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্" ইত্যুক্ত্বা ঐশ্বর্য্যং দর্শিতম্। ব্রজেঽপি ব্রহ্মাণং প্রতি মঞ্জুমহিমদর্শনে পরঃসহস্রচতুর্ভুজত্বাদিকমপীতি ॥৪॥

ঘটে, তাহাকেই মাধুর্য্য বলে। যথা,—পূতনা-রাক্ষসীর প্রাণ-হরণ-কার্য্যটী সম্পাদিত হইতেছে, সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের স্তন্য-পান-লক্ষণ মনুষ্য-বালকের অনুরূপ লীলাটী বর্ত্তমান রহিয়াছে। মহাকঠোর শকট স্ফুটিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অতি সুকোমল চরণকমল-বিশিষ্ট উত্তানভাবে শয়নকারী তিন মাস মাত্র বয়স্ক নরশিশুর বাল্যলীলা প্রকাশ পাইতেছে। মহাদীর্ঘ রজ্জুদ্বারা যখনই শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ হইতেছেন না, তখনই তাঁহার মাতা হইতে ভীতিজনিত বিহ্বলতা দৃষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মা ও শ্রীবলদেব প্রভৃতির মোহনাবস্থায় সর্ব্বজ্ঞতা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের গোবৎসচারণলীলা; আবার ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও তাহার অপ্রকাশ অবস্থায় দধিদুগ্ধ-চৌর্য্য এবং গোপরমণী-লাম্পট্য প্রভৃতি কার্য্যসকল প্রকাশ পাইয়াছে। ঐশ্বর্য্য-রহিত কেবলমাত্র মনুষ্য-লীলার অনুরূপ মুগ্ধতাকেই যদি মাধুর্য্য বলা হয়, তবে ক্রীড়াচপল প্রাকৃত নরবালকের মুগ্ধতাকেও মাধুর্য বলিতে হয়। অতএব মাধুর্য্যের এ প্রকার লক্ষণ করা উচিত নহে ॥ ৩ ॥

নরলীলাগত ভাবকে অপেক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বর-ভাবের আবিষ্করণকে ঐশ্বর্য্য বলে। পিতামাতা শ্রীবসুদেব ও দেবকী-দেবীকে ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমি তোমাদিগকে এই যে

অথ ভক্তনিষ্ঠমৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্ (১)। অতএব "যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ" ইত্যাদি বসুদেবোক্তেঃ "সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তম্" ইত্যর্জ্জুনোক্তেশ্চ ঈশ্বরোঽয়মিত্যনুসন্ধানেঽপি হৃৎকম্পজনক-সম্ভ্রমগন্ধস্যানুদ্গমাৎ স্বীয়ভাবস্যাতিস্থৈর্য্যমেব যদুৎপাদয়তি তন্মাধুর্য্য-জ্ঞানম্। যথা—"বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে, গীতবাদ্যবলিভিঃ পরিবব্রুঃ॥" ইতি "বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ॥" ইতি চ যুগলগীতোক্তেঃ, গোষ্ঠং প্রতি গবানয়নসময়ে ব্রহ্মেন্দ্রনারদাদিভিঃ কৃতস্য কৃষ্ণস্তুতিগীতবাদ্যং-পূজোপহারপ্রদানপূর্ব্বকচরণবন্দনস্য দৃষ্টত্বেঽপি শ্রীদামসুবলাদীনাং সখ্যভাবস্যাশৈথিল্যম্। তস্য তস্য শ্রুতত্বেঽপি ব্রজাবলানাং মধুর-

---

আমার চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলাম, ইহা আমার পূর্ব্বতন জন্ম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। অন্যথা মানবচিহ্ন দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয় না।" যেমন অর্জ্জুনকে —"আমার ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রূপ দর্শন কর" এই কথা বলিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনেও স্বীয় মঞ্জুমহিমা প্রদর্শন কালে ব্রহ্মাকে সহস্র সহস্র চতুর্ভুজাদি মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন॥ ৪॥

অনন্তর ভক্তজননিষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান বর্ণনা করা হইতেছে।(১) শ্রীবসুদেব তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন "তোমরা দুইজন আমার পুত্র নও, সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষ ঈশ্বর।" এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন-মহাশয় বলিয়াছেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণয় হেতু যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, সেই সকল ক্ষমা কর।" ইহাদের এই সমস্ত উক্তি হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাঁহাদের বাৎসল্য ও সখ্য-ভাবের শৈথিল্য হইতেছে। ইহাই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান। ইনি ঈশ্বর—এই প্রকার জ্ঞান সত্ত্বেও যে ভাবে হৃৎকম্প-জনিত সম্ভ্রমের গন্ধমাত্রও সমুদ্গত না হইয়া বরং স্বীয় হৃদয়স্থিত ভাবটীই অতিস্থিরতা সম্পাদিত হয়, সে ভাবকে মাধুর্য্যজ্ঞান বলে। তাহার উদাহরণ যথা,—"গন্ধর্ব্বাদি উপদেবতারা স্তাবক হইয়া গীতবাদ্য ও পুষ্পাদি উপহারদ্বারা, তাঁহার পূজা করতঃ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল" এবং "পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধসকল তাঁহার চরণ বন্দনা করে" ইত্যাদি যুগল-গীতির উক্তি অনুসারে

---

(১) ঈশ্বরোঽয়মিত্যনুসন্ধানে সতি হৃৎকম্পজনকসম্ভ্রমেণ স্বীয়ভাবস্যাতি-শৈথিল্যং যৎ প্রতিপাদয়তি তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্।

ভাবস্যাশৈথিল্যম্। তথৈব ব্রজরাজকৃততদাশ্বাসনবাক্যৈর্ব্রজেশ্বর্য্যা অপি নাস্তি বাৎসল্যশৈথিল্যগন্ধোঽপি প্রত্যুত ধন্যৈবাহং যস্যায়ং মম পুত্রঃ পরমেশ্বর ইতি মনস্যভিনন্দনে পুত্রভাবস্য দার্ঢ্যমেব। যথা প্রাকৃত্যা অপি মাতুঃ পুত্রস্য পৃথ্বীশ্বরত্বে সতি তৎপুত্রপ্রভাবঃ স্ফীত এবাবভাতি। এবং ধন্যা এব বয়ং যেষাং সখা চ পরমেশ্বর ইতি যাসাং প্রেয়ান্ পরমেশ্বর ইতি সখানাং প্রেয়সীনাঞ্চ স্বস্বভাবদার্ঢ্যমেব জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ সংযোগে সতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানং ন সম্যগবভাসতে, সংযোগস্য শৈত্যাৎ চন্দ্রাতপতুল্যত্বাৎ, বিরহে ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানং সম্যগবভাসতে বিরহস্যৌষ্ণ্যাৎ সূর্য্যাতপতুল্যত্বাৎ। তদপি হৃৎকম্পসম্ভ্রমাদরাদ্যভাবান্নৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্। যদুক্তম্—"মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃতবিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্। বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধাঙ্ক্ষবদ্য

গোচারণ করিয়া অরণ্য হইতে গোষ্ঠে গাভী-প্রত্যানয়ন-সময়ে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, নারদ প্রভৃতি দেবগণ-কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও গীতবাদ্যাদি সহকারে পূজোপহার প্রদান পূর্ব্বক চরণবন্দনাদি দর্শন করিয়াও শ্রীদাম-সুবলাদি সখাগণের সখ্যভাবের শিথিলতা দেখা যাইতেছে না এবং ঐ সকল শ্রবণ করিয়াও ব্রজসুন্দরীগণের মধুর-ভাবের অশৈথিল্য দেখা যাইতেছে। তদ্রূপ ব্রজরাজকৃত ব্রজবাসিগণের প্রতি আশ্বাস-বাক্যদ্বারা ব্রজেশ্বরীরও বাৎসল্যভাবের শিথিলতার গন্ধ মাত্রও দৃষ্ট হয় না, তৎপরিবর্ত্তে বরং "আমিই ধন্য—যে আমার পুত্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বর" এই প্রকার মাতৃত্বের গরিমা চিত্তে আবির্ভূত হওয়াতে তাঁহার পুত্রভাবের দৃঢ়তাই লক্ষিত হইতেছে। পুত্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও প্রাকৃত জননীর যেমন সেই পুত্রের প্রতি বাৎসল্যভাব স্ফীততাই প্রকাশ পায়। "সেই আমরা ধন্য যে আমাদের সখা পরমেশ্বর", এই প্রকার সখাগণের এবং "পরমেশ্বরই যে আমাদের প্রেষ্ঠ সেই আমরাও ধন্য।" এই প্রকার প্রেয়সীগণের উক্তি অনুসারেও ঈশ্বর-জ্ঞানের উদয়ে তাঁহাদের নিজ নিজ ভাবের দৃঢ়তাই ব্যক্ত হইতেছে। সংযোগকালে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হয় না। আরও সংযোগটী চন্দ্র-কিরণের তুল্য বলিয়া অতিশয় শীতল কিন্তু সূর্য্যের প্রখর রশ্মির ন্যায় অতিশয় উষ্ণ বলিয়া বিরহ-সময়ে উক্ত ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সম্যক্ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তথাপি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান স্ফূর্ত্তিকালে হৃৎকম্পজনক সম্ভ্রম ও তজ্জনিত আদরাদির

স্তদলমসিতসখ্যৈ দুস্ত্যজস্তৎকথার্থ” ইতি। অত্র ব্রজৌকসাং গোবর্দ্ধন-ধারণাৎ পূর্ব্বং কৃষ্ণ ঈশ্বর ইতি জ্ঞানং নাসীৎ। গোবর্দ্ধনধারণ-বরুণলোকগমনানন্তরং তু কৃষ্ণোঽয়ম ঈশ্বর এবেতি জ্ঞানেঽপ্যুক্ত-প্রকারেণ শুদ্ধং মাধুর্য্যজ্ঞানমেব পূর্ণম্। বরুণবাক্যেনোদ্ধববাক্যেন চ সাক্ষদীশ্বরজ্ঞানেঽপি “যুবাং ন নঃ সুতাবিতি” বসুদেববাক্যবৎ ব্রজেশ্বরস্য “ন মে পুত্রঃ কৃষ্ণ” ইতি মনস্যপি মনাগপি নোক্তিঃ শ্রূয়তে ইতি তস্মাদ্ব্রজস্থানাং সর্ব্বথৈব শুদ্ধমেব মাধুর্য্যজ্ঞানং পূর্ণং পুরস্থানাং তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রং মাধুর্য্যজ্ঞানং পূর্ণম্ * ॥৫॥

অভাব থাকে বলিয়া তাহাকে যথার্থ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। রামাবতারে ব্যাধের ন্যায় বানররাজ বালিকে বিদ্ধ করেন; সাধারণ ব্যাধ মাংসভক্ষণ-লালসায় প্রাণিহত্যা করে, তিনি কিন্তু বিনা কারণে বালিকে হত্যা করিয়াছেন, অতএব তিনি ব্যাধ হইতেও অতিশয় ক্রূর। আবার স্ত্রী-পরতন্ত্র হইয়া কামুকী সূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। বামন-অবতারে কাকের ন্যায় বলিরাজার পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাকে বন্ধন করেন। অতএব সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের সখ্যে আমাদের প্রয়োজন নাই। তবে যে তাঁহার কথা আলোচনা করি, সে কেবল তাঁহার কথা পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বলিয়া।” (এই শ্লোক হইতে ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ-ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে সন্ধান থাকিলেও তজ্জন্য সম্ভ্রম বা আদরাতিশয় দেখা যায় না।) গোবর্দ্ধন-ধারণের পূর্ব্বে ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঈশ্বর-জ্ঞান ছিল না। গোবর্দ্ধন-ধারণ ও বরুণ-লোক-গমনের পর “এই শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ঈশ্বর” এই প্রকার ঐশ্বর্য-জ্ঞান সঞ্জাত হইলেও তাঁহাদের হৃদয় পূর্ব্বপ্রকার মাধুর্য্য-জ্ঞানেই পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীবসুদেব যেরূপ “তোমরা আমাদের পুত্র নও” এই প্রকার কৃষ্ণ ও বলদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, সেই প্রকার বরুণদেব এবং উদ্ধবমহাশয়ের বাক্যানুসারে ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দমহাশয়ের সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞান সঞ্জাত হইলেও “কৃষ্ণ আমার পুত্র নহে” এই প্রকার মনে মনে চিন্তা, বা এই প্রকার বাক্যের লেশমাত্রও শুনা যায় না। অতএব ব্রজবাসিগণের সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ মাধুর্য্য-জ্ঞানই পূর্ণ ছিল, কিন্তু পুরলীলার পরিকরগণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণ ছিল ॥ ৫ ॥

---

* জ্ঞানমপূর্ণমিতি পাঠান্তরম্।

ননু পুরে বসুদেবনন্দনঃ কৃষ্ণোঽয়মহমীশ্বর এব ইতি নরলীলত্বেঽপি জানাত্যেব যথা তথৈব নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণঃ স্বমীশ্বরত্বেন ব্রজে জানাতি ন বা? যদি জানাতি তদা দামবন্ধনাদিলীলায়াং মাতৃভীতিহেতুকাশ্রু-পতাদিকং ন ঘটতে। তদাদিকমনুকরণমেবেতি ব্যাখ্যা তু মন্দমতী-নামেব নত্বভিজ্ঞভক্তানাম্। তথাব্যাখ্যানস্যাভিজ্ঞসম্মতত্বে "গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম যাবদ্‌যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসংভ্রমাক্ষম্। বক্ত্রং নিলীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি॥" ইত্যুক্তবত্যাং কুন্ত্যাং মোহো নৈব বর্ণ্যেত। তথাহি ভীরপি যদ্বিভেতি ইত্যুক্ত্যৈব কুন্ত্যা অত্রৈশ্বর্য্যজ্ঞানং ব্যক্তীভূতং ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য ইত্যন্তর্ভয়স্য চ তয়া সত্যত্বমেবাভিমতম্। অনুকরণমাত্রত্বে জ্ঞাতে তস্যা মোহো ন সম্ভবেদিতি জ্ঞেয়ম্। যদি চ স্বমীশ্বরত্বেন ন জানাতি

পুরলীলায় বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যের ন্যায় লীলা করিয়াও "আমিই ঈশ্বর" এইভাবে আপনাকে যেমন ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন, তদ্রূপ ব্রজলীলায় নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া স্বয়ং জানিতেন কি না? যদি বল 'হাঁ জানিতেন, তবে দামবন্ধন প্রভৃতি লীলায় মা যশোদা হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভয় জনিত অশ্রুপাতাদি ঘটিতে পারে না। ভীতি বা তজ্জনিত অশ্রুপাত প্রভৃতি অনুকরণ মাত্র, এপ্রকার ব্যাখ্যা অভিজ্ঞ ভক্তগণের পক্ষে শোভা পায়না, তাহা কেবল অল্প-বুদ্ধি জন-সমাজই করিয়া থাকে। ঐ প্রকার ব্যাখ্যা যদি অভিজ্ঞ ভক্তের সম্মত হইত, তবে "হে কৃষ্ণ! তুমি দধিভাণ্ড-স্ফোটনরূপ অপরাধ করিলে, মা যশোদা যখন তোমাকে বন্ধন করিবার জন্য রজ্জু গ্রহণ করেন, তখন তোমার লোচনদ্বয় ভয়ে ব্যাকুলিত ও তত্রস্থ কজ্জল অশ্রুর সহিত সম্মিশ্রিত হইয়াছিল। ভয়ও যাহা হইতে ভীত হয়, সেই তুমিই ভয়ের ভাবনায় ভীত ও অধোবদন হইয়া মার অঙ্গে স্বীয় বদন লুক্কায়িত করিয়াছিলে। তোমার সেই সময়ের সেই অবস্থা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমাকে বিমোহিত করিতেছে। এই যে কুন্তিদেবীর উক্তি, তাহাতে মোহ বর্ণিত হইত না। এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে,—সাক্ষাৎ ভয়ও যাহা হইতে ভীত হয়—এই উক্তিদ্বারা কুন্তিদেবীর ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান ব্যক্ত হইতেছে। আবার "ভয় ভাবনয়া স্থিতস্য" অর্থাৎ ভয়ের ভাবনায় ভীত হইয়া এই উক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃস্থিত ভয় যে যথার্থ,

তদা তস্য নিত্যজ্ঞানানন্দঘনস্য নিত্যজ্ঞানাবরণং কেন কৃতমিতি ?—অত্রোচ্যতে। যথা সংসারবন্ধে নিপাত্য দুঃখমেবানুভাবয়িতুং মায়াবৃত্তিরবিদ্যা জীবানাং জ্ঞানমাবৃণোতি, যথা চ মহামধুরশ্রীকৃষ্ণলীলাসুখমনুভাবয়িতুং গুণাতীতানাং শ্রীকৃষ্ণপরিবারাণাং ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং জ্ঞানং চিচ্ছক্তিবৃত্তির্যোগমায়ৈবাবৃণোতি, তথৈব শ্রীকৃষ্ণমানন্দস্বরূপমপ্যানন্দাতিশয়মনুভাবয়িতুং চিচ্ছক্তিসারবৃত্তিঃ প্রেমৈব তস্য জ্ঞানমাবৃণোতি। প্রেম্নস্তু তৎস্বরূপশক্তিত্বাৎ তেন তস্য ব্যাপ্তে র্ন দোষঃ। যথা হ্যবিদ্যা স্ববৃত্ত্যা মমতয়া জীবং দুঃখয়িতুমেব বধ্নাতি ; যথা দণ্ডনীয়জনস্য গাত্রবন্ধনং রজ্জুনিগড়াদিনা মাননীয়জনস্যাপি গাত্রবন্ধনমনর্ঘসুগন্ধসূক্ষ্মকঞ্চুকোষ্ণীষাদিনা ; ইত্যবিদ্যাধীনো জীবো দুঃখী ; প্রেমাধীনঃ

তাহাই কুন্তিদেবীর অভিমত। যদি শ্রীকৃষ্ণের এই ভীতি অনুকরণ মাত্র বলিয়া কুন্তিদেবী জানিতেন, তবে তাঁহার মোহ-সম্ভাবনা হইত না। যদি বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না, তবে এস্থলে এই সংশয় হয় যে, নিত্যজ্ঞানানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যজ্ঞানের আবরণ কাহার দ্বারা সম্পন্ন হয় ? যথা মায়ার বৃত্তিস্বরূপা অবিদ্যা, জীবসকলকে সংসারবন্ধনে নিপাতিত করিয়া কেবলমাত্র দুঃখ অনুভব করাইবার জন্য যেমন তাহার জ্ঞান আবৃত করে, যেমন চিচ্ছক্তির বৃত্তিস্বরূপা মহামাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণলীলাসুখ অনুভব করাইবার জন্য ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণপরিকর শ্রীব্রজেশ্বরী প্রভৃতির জ্ঞান যেরূপ আবৃত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ চিচ্ছক্তির সার-বৃত্তিস্বরূপা প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহাকে আনন্দাতিশয় অনুভব করাইবার জন্যই তাঁহার স্বরূপজ্ঞান আবৃত করিয়া থাকেন। প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া, প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞানের আবরণে কোন দোষ ঘটিতেছে না। যে প্রকার অবিদ্যা স্বীয় বৃত্তি মমতাদ্বারা জীবকে দুঃখ প্রদান করিবার জন্যই বন্ধন করে

এবং দণ্ডনীয়জনের গাত্রবন্ধন যেরূপ দুঃখপ্রদ রজ্জু ও শৃঙ্খলদ্বারা সম্পাদিত হয়, আর যেমন মাননীয়জনের গাত্রবন্ধন আনন্দদায়ক বহুমূল্য সুগন্ধ সূক্ষ্ম কঞ্চুক অর্থাৎ গাত্রাবরণ ও উষ্ণীষ প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন হয় ; সেই প্রকার অবিদ্যাকৃত বন্ধনদশাপ্রাপ্ত জীব কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণও অতিশয় সুখী। ভ্রমর যেরূপ কমলকোষকৃত আবরণে

কৃষ্ণোঽতিসুখী। কৃষ্ণস্য প্রেমাবরণস্বরূপঃ সুখবিশেষভোগ এব মন্তব্যঃ, যথা ভৃঙ্গস্য কমলকোষাবরণরূপঃ। অতএবোক্তং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসামিতি প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম ইতি চ। কিঞ্চ যথৈবাবিদ্যয়া স্বতারতম্যেন জ্ঞানাবরণতারতাম্যাৎ জীবস্য পঞ্চবিধক্লেশ-তারতম্যং বিধীয়তে, তথৈব প্রেম্নাপি স্বতারতম্যেন জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যাবরণ-তারতম্যাৎ স্ববিষয়াশ্রয়য়োরনন্তপ্রকারং সুখতারতম্যং বিধীয়তে ইতি। তত্র কেবলপ্রেমা শ্রীযশোদাদিনিষ্ঠঃ স্ববিষয়াশ্রয়ৌ মমতারসনয়া নিবধ্য পরস্পরবশীভূতৌ বিধায় জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিকমাবৃত্য যথাধিকং সুখয়তি ন তথা দেবক্যাদিনিষ্ঠো জ্ঞানৈশ্বর্য্যমিশ্র ইতি। তস্মাৎ তাসাং ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং সন্নিধৌ তদ্বাৎসল্যাদিপ্রেমমুগ্ধঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বমীশ্বরত্বেন নৈব জানাতি। যত্তু নানাদানবদাবানলাদ্যুৎপাতাগমকালে তস্য সার্ব্বজ্ঞাং দৃষ্টং তৎ খলু তত্তৎপ্রেমিপরিজনপালনপ্রয়োজনিকয়া লীলা-শক্ত্যৈব স্ফুরিতং জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ মৌগ্ধ্যসময়েঽপি তস্য সাধকভক্ত-

---

বদ্ধ হইয়াও সুখভোগ করে, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকৃত-আবরণ সুখ-বিশেষ ভোগের জন্যই বুঝিতে হইবে। এই নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে যে, "হে নাথ! তুমি তোমার নিজজন ভক্তগণের হৃদয়পদ্ম হইতে অপগত হও না" এবং "তোমার শ্রীচরণপদ্ম ভক্তগণ প্রণয়রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে।" অবিদ্যা যেরূপ, স্বীয় অল্পতা এবং আধিক্য তারতম্য বশতঃ জ্ঞানাবরণ-বিষয়েও অল্পতা ও আধিক্য-তারতম্য হেতু পঞ্চ-বিধ ক্লেশের স্বল্পতা ও অধিকতা বিধান করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রেমও স্বীয় অল্পতা ও আধিক্যবশতঃ প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়ের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের আবরণের তারতম্য জন্মাইয়া তাঁহাদের অনন্ত প্রকার সুখের তারতম্য বিস্তার করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসিনিষ্ঠ শুদ্ধ প্রেম স্বীয় বিষয় কৃষ্ণ এবং স্বীয় আশ্রয় ব্রজবাসিভক্তকে মমতারূপ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করতঃ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বশীভাব জন্মাইয়া জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি আবরণপূর্ব্বক যে প্রকার অধিক সুখদানে সমর্থ, তদ্রূপ দেবকী প্রভৃতি পুরবাসিনিষ্ঠ জ্ঞানৈশ্বর্য্যমিশ্র-প্রেম তাদৃশ অধিক সুখ দিতে সমর্থ নহে। অতএব তাদৃশ ব্রজেশ্বরী যশোদা প্রভৃতির নিকট তাঁহাদের বাৎসল্যাদি-প্রেম-মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া জানেনই না। দানবসকল ও দাবানল প্রভৃতির

পরিচর্য্যাদিগ্রহণে সার্ব্বজ্ঞ্যমচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধম্ ইতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। তদেবং বিধিমার্গরাগমার্গয়োর্ব্বিবেক ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যয়োর্ব্বিবেক ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমাধুর্য্যজ্ঞানয়োর্ব্বিবেকশ্চ দর্শিতঃ। স্বকীয়াপরকীয়াত্বয়োর্ব্বিবেকস্তু উজ্জ্বলনীলমণিব্যাখ্যায়াং বিস্তারিত এব।

তত্র বিধিমার্গেণ রাধাকৃষ্ণয়োর্ভজনে মহাবৈকুণ্ঠস্থগোলোকে খল্ব-বিবিক্তস্বকীয়াপরকীয়াভাবমৈশ্বর্য্যজ্ঞানং প্রপ্নোতি। মধুরভাবলোভিত্বে সতি বিধিমার্গেণ ভজনে দ্বারকায়াং শ্রীরাধাসত্যভাময়োরৈক্যাৎ সত্যভামাপরিকরত্বেন স্বকীয়াভাবমৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রমাধুর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি। রাগমার্গেণ ভজনে ব্রজভূমৌ শ্রীরাধাপরিকরত্বেন পরকীয়াভাবং শুদ্ধমাধুর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি। যদ্যপি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তিঃ, তস্যা অপি শ্রীকৃষ্ণঃ এব, তদপি তয়োর্লীলা-সহিতয়োরেবোপাস্যত্বং ন তু লীলারহিতয়োঃ, লীলায়ান্তু তয়ো

উৎপাত উপস্থিত হইলে যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতা দেখা যায়, তাহা, তাদৃশ প্রেম-সমন্বিত ভক্তগণের পালনই যাঁহার প্রয়োজন, সেই লীলা-শক্তিই স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে। আরও শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধতা-সময়েও সাধকভক্তের পরিচর্য্যা প্রভৃতি গ্রহণ-বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতা যে অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা উদ্ভাবিত হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে বিধিমার্গ ও রাগমার্গের বিচার, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বিচার এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও মাধুর্য্য-জ্ঞানের বিচার প্রদর্শিত হইল। স্বকীয়া-পরকীয়া-সম্বন্ধে যে মীমাংসা তাহা উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দ-চন্দ্রিকা-টীকায় বিস্তারিত ভাবে কথিত হইয়াছে।

তন্মধ্যে বিধিমার্গ অবলম্বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিলে মহাবৈকুণ্ঠস্থ-গোলোকে স্বকীয়া-পরকীয়া-ভেদভাব-বর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যজ্ঞান পাওয়া যায়। মধুর-ভাবে লোভ থাকিলে বিধিমার্গ-অবলম্বনে ভজন করিলে শ্রীরাধা এবং সত্যভামার ঐক্যবশতঃ দ্বারকায় সত্যভামার পরিকররূপে স্বকীয়া ভাব এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র-মাধুর্য্যজ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটে। আর রাগমার্গ-অবলম্বনে ভজন করিলে ব্রজভূমিতে শ্রীরাধাপরিকররূপে পরকীয়াভাব ও শুদ্ধ মাধুর্য্যজ্ঞান পাওয়া যায়।

যদিও শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী-শক্তি, শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকার স্বকীয়জন—তথাপি লীলা-সমন্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই উপাসনা কর্ত্তব্য, লীলাবিহীন

ব্রজভূমৌ কাপ্যার্ষশাস্ত্রে দাম্পত্যং ন প্রতিপাদিতমিতি শ্রীরাধা হি প্রকটাপ্রকটপ্রকাশয়োঃ পরকীয়ৈব ইতি সর্ব্বার্থনিষ্কর্ষসঙ্ক্ষেপঃ ॥৬॥

অথ রাগানুগাভক্তিমজ্জনস্যানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠারুচ্যাসক্ত্যনন্তরং প্রেম-ভূমিকারূঢ়স্য সাক্ষাৎস্বাভীষ্টপ্রাপ্তিপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে। যথোজ্জ্বল-নীলমণৌ "তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ। তদ্‌যোগ্যমনু-রাগৌঘং প্রাপ্যোৎকণ্ঠানুসারতঃ। তা একশোঽথবা দ্বিত্রাঃ কালে কালে ব্রজেঽভবন্" ইতি॥ অনুরাগৌঘং রাগানুগাভজনৌৎকণ্ঠ্যং নত্বনুরাগ-স্থায়িনং সাধকদেহেঽনুরাগোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ব্রজেঽভবন্নিতি অবতার-সময়ে নিত্যপ্রিয়াদ্যা যথা আবির্ভবন্তি তথৈব গোপিকাগর্ভে সাধনসিদ্ধা অপি আবির্ভবন্তি। ততশ্চ নিত্যসিদ্ধাদিগোপীনাং মহাভাববতীনাং সঙ্গমহিম্না দর্শনশ্রবণকীর্ত্তনাদিভিঃ স্নেহমানপ্রণয়রাগানুরাগমহাভাবা অপি তত্র গোপিকাদেহে উৎপদ্যন্তে। পূর্ব্বজন্মনি সাধকদেহে তেষাম্

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নহে। লীলায় কিন্তু কোনও ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে ব্রজভূমিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাম্পত্য প্রতিপাদিত হয় নাই। তজ্জন্য শ্রীরাধা প্রকট এবং অপ্রকট-প্রকাশে পরকীয়াই, স্বকীয়া নহে। এই প্রকারে সমস্ত কথার সংক্ষিপ্ত সারভূত অর্থ প্রকাশিত হইল। ৬।

অনন্তর রাগানুগীয়-ভক্তজনের ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি এবং আসক্তির পর প্রেম-ভূমিকায় আরূঢ় হইলে কি প্রকারে সাক্ষাৎ স্বীয় অভীষ্ট-বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, "যাঁহারা ব্রজবাসিজনের ভাবে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া রাগানুগামার্গের সাধনে ভজনপরায়ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাগানুগা-ভজনোচিত উৎকণ্ঠারাশিকে প্রাপ্ত হইয়া উৎকণ্ঠার অনুরূপ একে একে অথবা দুই তিনজন একত্র মিলিয়া সময়ে সময়ে ব্রজভূমিতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।" এ স্থলে অনুরাগৌঘ-শব্দের অর্থ—রাগানুগা-ভজনোচিত উৎকণ্ঠা বুঝিতে হইবে; অনুরাগরূপ স্থায়িভাব নহে। যেহেতু, সাধক-দেহে অনুরাগরূপ স্থায়ীভাব আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই। "ব্রজে জন্মিয়াছিল" এই কথার অর্থ অবতারকালে নিত্যপ্রিয়া ব্রজবধূগণ যে ভাবে আবির্ভূত হন, তদ্রূপ গোপিকা-গর্ভে সাধনসিদ্ধাগণও আবির্ভূত হন। তদনন্তর নিত্যসিদ্ধা মহাভাববতী ব্রজদেবীগণের মহিমাহেতু

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। অতএব ব্রজে কৃষ্ণপ্রেয়সীনামসাধারণানি লক্ষণানি। যদুক্তম্—গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে। ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনা ভবেদিতি। ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতামিত্যাদি চ। ক্ষণস্য যুগশতায়মানত্বং মহাভাবলক্ষণম্।

ননু প্রেমভূমিকাধিরূঢ়স্য সাধকস্য দেহভঙ্গে সত্যেবাপ্রকটপ্রকাশে গোপীগর্ভাজ্জন্মনা বিনা এব গোপিকাদেহপ্রাপ্তৌ সত্যাং তত্রৈব নিত্যসিদ্ধগোপিকাসঙ্গোদ্ভূতানাং স্নেহাদীনাং ভাবানাং প্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যেবং কিং ন ব্রূষে? মৈবম্। গোপীগর্ভাজ্জন্মনা বিনা ইয়ং সখী কস্যাঃ পুত্রী কস্য বধূঃ কস্য স্ত্রী ইত্যাদিনরলীলতাব্যবহারো ন সিধ্যেৎ। তর্হ্যপ্রকটপ্রকাশ এব জন্মাস্তীতি চেন্নৈবং, প্রপঞ্চাগোচরস্য বৃন্দাবনীয়প্রকাশস্য সাধকানাং প্রাপঞ্চিকলোকানাঞ্চ প্রবেশাদর্শনেন সিদ্ধানামেব প্রবেশদর্শনেন জ্ঞাপিতাৎ কেবলসিদ্ধভূমিত্বাৎ স্নেহাদয়ো ভাবাস্তত্র স্বস্বসাধনৈরপি তূর্ণং ন ফলন্তি, অতো যোগমায়য়া জাতপ্রেমাণো ভক্তাস্তে প্রপঞ্চগোচরে বৃন্দাবনপ্রকাশে এব শ্রীকৃষ্ণাবতারসময়ে নীয়ন্তে

দর্শন, শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং মহাভাবসমূহও সেই গোপিকা-দেহে প্রাদুর্ভূত হয়। পূর্ব্বজন্মে সাধক-দেহে উক্ত ভাব-সমূহের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ব্রজে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অসাধারণ লক্ষণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে, গোপীগণের গোবিন্দ-দর্শনে পরমানন্দ জন্মিয়াছিল। যে সকল ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ক্ষণকালও যুগশতের মত বোধ হয়। সেই ব্রজসুন্দরীগণের উক্তি—"তোমাকে দর্শন না করিয়া আমাদের একনিমেষও যুগবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" ক্ষণকাল শত শত যুগের ন্যায় বোধ হওয়া মহাভাবের লক্ষণ।

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রেমভূমিকাপ্রাপ্ত সাধকের দেহভঙ্গ হইলেই গোপীগর্ভে জন্ম ব্যতীতই অপ্রকট-প্রকাশে গোপিকাদেহ প্রাপ্তি হউন; তদনন্তর সেই দেহেই নিত্যসিদ্ধ গোপিকাগণের সঙ্গপ্রভাবে প্রাদুর্ভূত স্নেহাদি ভাবের প্রাপ্তি হউক; এরূপ কেন বলিতেছ না? তদুত্তরে বলিতেছেন, না তাহা হইবে না। কারণ, গোপীগর্ভে জন্মব্যতীত এই সখী কাহার কন্যা, কাহার বধূ, কাহার স্ত্রী ইত্যাদি নরলীলোচিত স্ত্রী-কন্যাদি ব্যবহার-সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে না।

তত্রোৎপত্ত্যনন্তরং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাৎ পূর্ব্বমেব তত্তদ্ভাবসিদ্ধ্যর্থম্। তত্র সাধকভক্তানাং কর্ম্মিপ্রভৃতিনাং সিদ্ধভক্তানাঞ্চ প্রবেশদর্শনেনৈবানুভূয়তে সাধকভূমিত্বং সিদ্ধভূমিত্বঞ্চ। ননু তর্হ্যেতাবন্তং কালং তৈঃ পরমোৎকণ্ঠৈর্ভক্তৈঃ ক্ব স্থাতব্যম্? তত্রোচ্যতে। সাধকদেহভঙ্গসময়ে এব তস্মৈ প্রেমবতে ভক্তায় চিরসময়বিধৃতসাক্ষাৎসেবাভিলাষমহোৎকণ্ঠায় ভগবতা কৃপয়ৈব সপরিকরস্য স্বস্য দর্শনং তদভিলষণীয়সেবাদিকং চালব্ধস্নেহাদিপ্রেমভেদায়াপি সকৃদ্দীয়তে এব যথা নারদায়ৈব। চিদানন্দময়ী গোপিকাতনুশ্চ দীয়তে। সৈব তনু র্যোগমায়য়া বৃন্দাবনীয়প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণপরিবারপ্রাদুর্ভাবসময়ে গোপীগর্ভাদুদ্ভাব্যতে। নাত্র কালবিলম্বগন্ধোঽপি। প্রকটলীলায়া

তাহা হইলে অপ্রকট-প্রকাশেই জন্ম হউক ইহাই যদি বলা যায় তাহা হইলে কি ক্ষতি? তদুত্তরে বলিতেছেন। না, তাহাও হইতে পারে না। প্রাকৃত জগতের অতীত দেশের শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশ-বিশেষে সাধকগণের কিম্বা প্রাকৃতজনের, গমন করিতে দেখা যায় না; শুধু সিদ্ধব্যক্তিরাই প্রবেশ দর্শনদ্বারা জ্ঞাপিত হয় যে, উক্ত ধাম কেবল সিদ্ধভূমিহেতু সেখানে স্ব স্ব সাধনদ্বারাও স্নেহ প্রভৃতি ভাবসমূহ শীঘ্র ফলপ্রদ হইতে পারে না। অতএব প্রপঞ্চগোচর শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশে উৎপত্তির পর শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের পূর্ব্বেই সেই স্নেহাদিভাব সিদ্ধির জন্য, যোগমায়া কর্ত্তৃক যাঁহাদের প্রেম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাদৃশ ভক্তগণকে শ্রীকৃষ্ণাবতার-সময়ে প্রাকৃত-জনগোচর শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশে লইয়া যায়েন। সাধকভক্তগণ, কর্ম্মীগণ এবং সিদ্ধ-ভক্তগণের সেই প্রপঞ্চগোচর শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে দেখা যায় বলিয়া উক্ত ধাম সাধকভূমি ও সিদ্ধভূমিরূপে অনুভূত হয়।

যদি বল তাহা হইলে জাতপ্রেম পরমোৎকণ্ঠাবান্ ভক্তগণ, সাধকদেহ-ভঙ্গানন্তর গোপীদেহ-প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এতাবৎকাল কোথায় থাকেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—সাধকদেহ-নাশের পরই যিনি বহুকাল অবধি সাক্ষাৎ সেবালাভের অভিলাষে উৎকণ্ঠাশীল, সেই প্রেমবান্ ভক্তকে ভগবান্ কৃপা পূর্ব্বকই সপরিকর স্বীয় দর্শন (স্নেহাদি প্রেমবিলাস সকল লাভ না করিলেও) ও তদীয় অভিলষণীয় সেবাদি একবার দান করিয়া থাকেন। যেমন পূর্ব্বজন্মে নারদকে দর্শনাদি

অপি বিচ্ছেদাভাবাৎ। যস্মিন্নেব ব্রহ্মাণ্ডে তদানীং বৃন্দাবনীয়লীলানাং প্রাকট্য তত্রৈবাস্যামেব ব্রজভূমৌ, অতঃ সাধকপ্রেমিভক্তদেহ-ভঙ্গসমকালেঽপি সপরিকরশ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবঃ সদৈবাস্তি, ইতি ভো ভো মহানুরাগিসোৎকণ্ঠভক্তা মাভৈষ্ট সুস্থিরাস্তিষ্ঠত স্বস্ত্যেবাস্তি ভবদ্ভ্য ইতি ॥৭॥

"লীলাবিলাসিনে ভক্তিমঞ্জরীলোলুপালিনে। মৌগ্ধ্যসার্ব্বজ্ঞ্যনিধয়ে গোকুলানন্দ তে নমঃ॥ দদামি বুদ্ধিযোগন্তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ইত্যবোচঃ প্রভো তস্মাদেবাহমর্থয়ে। গোপীকুচালঙ্কৃতস্য তব গোপেন্দ্রনন্দন। দাস্যং যথা ভবেদেবং বুদ্ধিযোগং প্রযচ্ছ মে॥ যে তু রাগানুগা ভক্তিঃ সর্ব্বথৈব সর্ব্বদৈব শাস্ত্রবিধিমতিক্রান্তা এব ইতি

দিয়াছিলেন। আর চিদানন্দময়ী গোপীদেহও দান করিয়া থাকেন। সেই দেহই যোগমায়া, শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের আবির্ভাব-সময়ে শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকট-প্রকাশে গোপীগর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত করান—এবিষয়ে নিমিষমাত্রও কালবিলম্ব করেন না। যেহেতু অনবরতই প্রকটলীলা চলিতেছে, তাহার কখনও বিচ্ছেদ নাই। যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনীয়-লীলার প্রকটন; সেখানেই, এই ব্রজ ভূমিতেই উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। সুতরাং সাধক প্রেমবান্ ভক্তের দেহভঙ্গের সমকালেও সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবও সততই আছে। অতএব হে মহানুরাগী উৎকণ্ঠাশীল ভক্তগণ! ভয় করিবেন না, সুস্থির হউন; আপনাদের মঙ্গলই বিদ্যমান। ৭।

হে গোকুলানন্দ! তুমি লীলাবিলাসী, তুমি ভক্তিমঞ্জরীর লুব্ধ মধুকর, তুমি মুগ্ধতা এবং সর্ব্বজ্ঞতার আকর, তোমাকে নমস্কার করি।

হে প্রভো! তুমি স্বয়ং বলিয়াছ—"আমি আমার ভক্তকে বুদ্ধিযোগ দান করি, যে বুদ্ধিযোগের দ্বারা ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হয়।" তজ্জন্য আমি ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, "হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! গোপীবৃন্দের স্তন দ্বারা অলঙ্কৃত তোমার দাস্য যে প্রকারে লাভ হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিযোগ আমাকে দান কর।"

যাহারা, রাগানুগাভক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রবিধির সম্পূর্ণ অতীত এইরূপ বলিয়া থাকেন তাহারা, এবং "যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে অর্চ্চনা করে" "বিধিহীন অস্পৃষ্টান্ন" ইত্যাদি গীতার বাক্য-হেতুক

ব্রুবতে "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ" ইতি "বিধিহীনম-সৃষ্টান্নম্" ইত্যাদি গীতোক্তে র্গর্হা মর্হন্তো মুহুরুৎপাতমনুভূতবন্তোঽনুভবন্তোঽনুভবিষ্যন্তি চেত্যলমতিবিস্তরেণ। হন্ত রাগানুগাবর্ত্ম দুর্দ্দশং বিবুধৈরপি। পরিচিন্বন্তু সুধিয়ো ভক্তাশ্চন্দ্রিকয়ানয়া ॥৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিমহাশয়-বিরচিতা রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা সমাপ্তা।

নিন্দনীয়—আর তদ্দ্বারা বারম্বার উৎপাত অনুভব করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

অহো, রাগানুগামার্গ দেবগণেরও দুর্দ্দর্শ। বুদ্ধিমান্ ভক্ত, এই চন্দ্রিকা দ্বারা রাগ-পথের পরিচয় করিয়া লউন। ৮।

ইতি রাগবর্ত্মচন্দ্রিকার অনুবাদ সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি।

মাধুর্য্য-কাদম্বিনী।

প্রথমামৃতবৃষ্টিঃ।

হৃদ্‌বপ্রে নবভক্তিশস্যবিততেঃ সঞ্জীবনী স্বাগমারম্ভে কামতপর্ত্তু-দাহদমনী বিশ্বাপগোল্লাসিনী। দূরান্মে মরুশাখিনোঽপি সরসীভাবায় ভূয়াৎ প্রভুশ্রীচৈতন্যকৃপানিরঙ্কুশমহা-মাধুর্য্য-কাদম্বিনী ॥১॥

ভক্তিঃ পূর্ব্বৈঃ শ্রিতা তান্তু রসং পশ্যেদ্ যদাত্তধীঃ।
তং নৌমি সততং রূপনামপ্রিয়জনং হরেঃ ॥২॥

ইহ খলু পরমানন্দময়াদপি পুরুষাদ্ "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি ব্রহ্মতোঽপি পরাৎপরো—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি শ্রুত্যা সূচ্যমানো "মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং

বঙ্গানুবাদ—হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে নববিধা ভক্তিরূপ শস্যসমূহের সঞ্জীবনী, নিজ উদয়ের আরম্ভেই কামরূপ গ্রীষ্মঋতুর দাহ প্রশমনী, বিশ্বরূপ নদী-সমূহের উল্লাসদায়িনী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপারূপ অপ্রতিহত মহামাধুর্য্য-কাদম্বিনী দূর হইতেই মরুভূমিস্থিত পাদপসদৃশ আমার সরসতা সম্পাদন করুন। ১।

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণও ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অধুনা যাঁহার কৃপায় বুদ্ধিলাভ করিয়া লোকে সেই ভক্তিকে রসরূপে দর্শন করিতেছেন, শ্রীহরির প্রিয়জন সেই শ্রীরূপকে সতত প্রণাম করিতেছি। ২।

পরমানন্দময় পুরুষ হইতেই পুচ্ছসদৃশ ব্রহ্মই আশ্রয়স্বরূপে এই আনন্দময় কোষাদি উপাধিধারী পুরুষের প্রতিষ্ঠা।. আনন্দময় পুরুষ অপেক্ষাও ব্রহ্মের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিয়া, পরে এই শ্রীভগবতস্বরূপ এবং রসস্বরূপ শ্রীভগবানকে ভাল করিয়াই ঐ আনন্দময় পুরুষও আনন্দিত হয়। এতদ্বারা ব্রহ্ম হইতেও শ্রীভগবান যে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব তাহা শ্রুতিবাক্যে সূচিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মল্লগণের নিকট বজ্রস্বরূপ, মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব এবং নারীগণের নিকট মূর্ত্তিমান

স্মরো মূর্ত্তিমান্” ইতি সর্ব্ববেদান্তসারেণ নিখিলপ্রমাণচক্রবর্ত্তিনা শ্রীমদ্ভাগবতেন রসত্বেন বিব্রিয়মাণঃ “ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং” ইতি শ্রীগীতোপনিষদা চ এবায়মিতি সংমন্যমানঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনঃ এব শুদ্ধ-সত্ত্বময়নিজনাম-রূপগুণলীলাঢ্যোঽনাদিবপুরেব কমপি হেতুমনপেক্ষমাণ এব স্বেচ্ছয়ৈব জন-শ্রবণনয়ন-মনো-বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়বৃত্তিষ্ববতরতে। যথৈব যদুরঘ্বাদিবংশেষু স্বেচ্ছয়ৈব কৃষ্ণরামাদিরূপেণ। তস্য ভগবত ইব তদ্রূপায়া ভক্তেরপি স্বপ্রকাশতাসিদ্ধ্যর্থমেব হেতুত্বানপেক্ষতা। তথাহি “যতো ভক্তিরধোক্ষজে অহৈতুক্যপ্রতিহতা” ইত্যাদৌ হেতুং বিনৈবা-বির্ভবতীতি তত্রার্থঃ। তথৈব “যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ” “মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃ-

---

কন্দর্পরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন—(শ্রী ভাঃ ১০।৪৩।১৭) ইত্যাদি বাক্যে সর্ববেদান্তসার নিখিল প্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত-কর্ত্তৃক রসময়স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীভগবান শ্রীগীতাতেও বলিয়াছেন (গীতা ১৪।২৭)—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। এই বাক্যে শ্রীভগবানই নিজেকে তাদৃশরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই শুদ্ধসত্ত্বময় নিজ নাম-রূপ-গুণ ও লীলাযুক্ত অনাদিবিগ্রহ কোনও হেতুকে অপেক্ষা না করিয়াই স্বেচ্ছায় জনসমূহের কর্ণ-চক্ষু-মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহে অবতরণ করেন (প্রকটিত হন)। যেমন স্বেচ্ছাক্রমেই যদুবংশে এবং রঘুবংশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামাদি রূপে অবতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহারই স্বরূপশক্তি ভক্তিরও স্বপ্রকাশতা সিদ্ধির নিমিত্ত কোনও হেতুর অপেক্ষা নাই। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে—(২।৬) যাহা হইতে অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি জাত হয় তাহাই জীবগণের পরম ধর্ম্ম। ঐ ভক্তির দ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। ইত্যাদি বাক্যে কোন হেতু বিনাই ভক্তি আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এইরূপে “যদৃচ্ছাক্রমে আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ” “আমার ভক্তিও যদৃচ্ছায়” “যদৃচ্ছাক্রমে উপচিত ভক্তি” ইত্যাদি বাক্যে যদৃচ্ছা শব্দে ‘স্বেচ্ছা’ অর্থই ধরিতে হইবে। অভিধানেও যদৃচ্ছা শব্দের অর্থ “স্বেচ্ছা ও স্বতঃ” গৃহীত হইয়াছে। কেহ যদৃচ্ছা শব্দে ‘কোন ভাগ্যে’ বলিয়া থাকেন। ঐরূপ ব্যাখ্যায় ভাগ্য বলিতে কোন শুভকর্ম্ম বা শুভকর্ম্মের অভাব জন্য? প্রথমতঃ যদি শুভকর্ম্মজন্য ভাগ্য বলা যায় তাহা হইলে ভক্তির কর্ম্মপারতন্ত্র বা শুভকর্ম্মের

চ্ছয়া" "যদৃচ্ছয়ৈবোপচিতা" ইত্যাদাবপি যদৃচ্ছয়েত্যস্য স্বাচ্ছন্দ্যেনে-ত্যর্থঃ। যদৃচ্ছা স্বৈরিতেত্যভিধানাৎ। যদৃচ্ছয়া কেনাপি ভাগ্যনেতি ব্যাখ্যানে ভাগ্যং নাম কিং শুভকর্ম্মজন্যং তদজন্যং বা? আদ্যে ভক্তেঃ কর্ম্মজন্য-ভাগ্যজন্যত্বে কর্ম্মপারতন্ত্র্যে স্বপ্রকাশতাপগমঃ। দ্বিতীয়ে ভাগ্যস্যানির্ব্বাচ্যত্বেনাজ্ঞেয়ত্বাদসিদ্ধেঃ কথং হেতুত্বম্। ভগবৎ-কৃপৈব হেতুরিত্যুক্তে তস্যা অপি হেতাবন্বিষ্যমাণেঽনবস্থা। তৎকৃপায়া নিরুপাধিকায়া হেতুত্বে তস্যা অসার্ব্বত্রিকত্বেন তস্মিন্ ভগবতি বৈষম্যং প্রসজ্জেত। দুষ্টনিগ্রহেণ স্বভক্তপালনরূপন্তু বৈষম্যং তত্র ন দূষণাবহং প্রত্যুত ভূষণাবহমেব। ভক্তবাৎসল্যগুণস্য সর্ব্বচক্রবর্ত্তিত্বেন সর্ব্বোপ-মর্দ্দকত্বেনোপরিষ্টাদষ্টম্যামৃতবৃষ্টৌ ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ। নিরুপাধিকায়া-স্তদ্ভক্তকৃপায়া হেতুত্বে বস্তুতো ভক্তানামপি বৈষম্যানুচিতত্বেঽপি "প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ" (ভাঃ ১১।৩ ৪৬) ইতি মধ্যমভক্তবৈষম্যস্য বিদ্যমানত্বাদ্ ভগবতশ্চ স্বভক্তবশ্যত্বেন তৎকৃপা-

---

অধীনত্ব হেতু উহার স্বপ্রকাশতার হানি হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি শুভকর্ম্মের অভাবজন্য বলা যায় তাহা হইলে ভাগ্যের অনিশ্চয়তাহেতু অর্থাৎ ভাগ্য উদয়ের কারণ অজ্ঞাত হওয়ায় উহা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। যাহা স্বয়ং অসিদ্ধ তাহা কিরূপে অন্যের হেতু হইতে পারে? শ্রীভগবানের কৃপাকেই যদি হেতু বলা যায়, তবে ঐ কৃপারও হেতু অনুসন্ধানে কোন হেতুরই স্থায়িত্ব না থাকায় উহাতে অনবস্থা দোষ ঘটে। শ্রীভগবানের নিরুপাধি কৃপাতে ভক্তির উদয় হয়;—কিন্তু ঐ কৃপা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না বলিয়া শ্রীভগবানে বৈষম্যদোষ আরোপিত হয়। কিন্তু দুষ্ট নিগ্রহে এবং স্বভক্তপালনরূপ যে বৈষম্য,—সেস্থলে তাঁহার পক্ষে দোষাবহ না হইয়া ভূষণস্বরূপই হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যগুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হেতু অন্য গুণ সমূহের উপমর্দ্দক হইয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করেন। অষ্টমী-অমৃতবৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হইবে। নিরুপাধিকা শ্রীভগবদ্ভক্তকৃপাকে ভক্তির কারণ বলিলে, বস্তুত শ্রীভগবৎকৃপার ন্যায় তদীয় ভক্তের কৃপাতেও তদ্রূপ বৈষম্য অনুচিত হইলেও "যিনি শ্রীভগবানে প্রেম, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, অজ্ঞের প্রতি কৃপা এবং দ্বেষীকে উপেক্ষা করেন—তিনি মধ্যম ভক্ত" শ্রীভাগবতোক্ত (ভাঃ ১১।৩।৪৬) এই লক্ষণানুসারে মধ্যমভক্তে বৈষম্যদোষ বিদ্যমানত্ব হেতু ভক্তকৃপার বৈষম্য অস্বীকার

নুগামিকৃপত্বে ন কিঞ্চিদসামঞ্জস্যম্। যতো ভক্ত কৃপায়া হেতুর্ভক্তস্যৈব তস্য হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তিরেব। তাং বিনা কৃপোদয়সম্ভবাভাবাদিতি ভক্তেঃ স্বপ্রকাশত্বমেব সিদ্ধম্। অতো "যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে" ইত্যত্র অতিভাগ্যেন শুভকর্ম্মজন্যভাগ্যমতিক্রান্তেন কেনাপি ভক্তকারুণ্যেনেতি তত্ত্বার্থো জ্ঞেয়ঃ। ন চ ভক্তানাং কৃপায়াঃ প্রাথম্যাসম্ভবস্তেষামপীশ্বর প্রের্য্যত্বাদিতি বাচ্যম্। ঈশ্বরেণৈব

করা যায় না। তবে ভগবানের ভক্ত অধীনত্ব হেতু তাঁহার কৃপাও ভক্তকৃপার অনুগামিনী এই যুক্তিতে মধ্যম ভক্তের কৃপা হইলে শ্রীভগবানেরও কৃপা হইল,—ইহাতে কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। যেহেতু ভক্তের হৃদয়স্থিত ভক্তিই ভগবৎ কৃপার মূল কারণ। ভক্তের হৃদয়স্থিত ভক্তি ব্যতীত ভগবৎকৃপা-আবির্ভাবের কোনও সম্ভাবনা নাই। এজন্য প্রাক্তন ভাগ্যাদির অপেক্ষা না থাকায় ভক্তির স্বপ্রকাশত্বই সিদ্ধ হইল। অতএব যিনি কোনও অতিভাগ্য হেতু শ্রীভগবত-সেবায় জাতশ্রদ্ধ হন—এই শ্লোকে 'অতিভাগ্যহেতু' শব্দে শুভকর্ম্মজন্য ভাগ্যকে অতিক্রম করিয়া কোনও "ভক্তের কারুণ্যহেতু" এই তত্ত্বার্থ জানিতে হইবে। যদি বলা হয় ভক্তগণও ঈশ্বরের অধীন অতএব ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন প্রথমে ভক্তের কৃপা কিরূপে সম্ভব হইবে? ইহার উত্তর ঈশ্বর স্বয়ংই স্বভক্তবশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজ ভক্তকে নিজ কৃপাশক্তি সম্যক প্রকারে দান করিয়া ভক্তের তাদৃশ উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন। অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের অধীন ভক্তগণের স্ব স্ব অদৃষ্টোপার্জ্জিত বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপারে (ভগবৎকৃপাশক্তির প্রকাশাদিতে) শ্রীভগবানের নিয়ন্ত্রণকর্ত্তৃত্ব মাত্র থাকিলেও স্বীয় ভক্তগণের প্রতি স্বীয় কৃপাই লক্ষিত হয়। শ্রীগীতাশাস্ত্রেও উক্ত আছে—"আমার প্রসাদে আমাতে অবস্থিত যে পরাশান্তি তাহা সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই প্রসাদও স্বীয় কৃপাশক্তিদানাত্মক—ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও "স্বেচ্ছাবতার চরিত সমূহ দ্বারা" স্বেচ্ছাময় ইত্যাদি শত শত প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় অবতরণ করিলেও স্থূলদৃষ্টিতে ভূভার হরণাদিকে তাঁহার অবতারের কারণ বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ নিষ্কামকর্ম্ম-সকলকেও কোন কোন স্থলে ভক্তির দ্বার বলা হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। আরও যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন ও সন্ন্যাসাদি দ্বারা যত্নবান হইলেও যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

স্বভক্তবশ্যতাং স্বীকুর্ব্বতা স্বকৃপাশক্তি-সম্প্রদানীকৃত-স্বভক্তেন তাদৃশস্য ভক্তোৎকর্ষস্যদানাৎ। অন্তর্যামিনশ্চ ঈশিতব্যানাং স্বাদৃষ্টোপার্জ্জিত-বহিরিন্দ্রিয়ব্যাপারেষু নিয়মনমাত্রকারিত্বেঽপি স্বভক্তেষু স্বপ্রসাদ এব দৃশ্যতে। যদুক্তং শ্রীগীতাসু "মৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং মৎসংস্থানমধি-গচ্ছতি" ইতি। প্রসাদশ্চ স্বকৃপাশক্তিদানাত্মকঃ পূর্ব্বম্ উক্ত এব। কিঞ্চ "স্বেচ্ছাবতারচরিতৈঃ" ইতি "স্বেচ্ছাময়স্য" ইত্যাদি প্রমাণশতৈর-বগতেন স্বাচ্ছন্দ্যেনাবতরতোঽপি তস্য ভূভারহরণাদেঃ স্থূলদৃষ্ট্যা হেতুত্বে ইব নিষ্কামকর্ম্মাদেঃ ক্বাপি দ্বারত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। কিঞ্চ—

"যন্ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥ (ভাঃ ১১শ)

ইত্যাদিনা দানব্রতদীনাং স্পষ্টমেব হেতুখণ্ডনেঽপি—

"দানব্রততপোহোম-জপস্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হিসাধ্যতে॥"

ইতি যদ্ধেতুত্বং শ্রূয়তে তৎ খলু জ্ঞানাঙ্গভূতায়াঃ সাত্ত্বিক্যা এব ভক্তে র্ন তু নির্গুণায়াঃ প্রেমাঙ্গভূতায়াঃ। কেচিৎ তু দানং বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্প্র-দানকং ব্রতান্যেকাদশ্যাদীনি তপস্তৎপ্রাপ্তিহেতুকো ভোগাদিত্যাগ ইতি সাধনভক্ত্যঙ্গান্যেবাহুঃ। তৎসাধ্যত্বে ভক্তেঃ "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা" ইতিবৎ নির্হেতকত্বমেব সিদ্ধমিতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্॥৩॥

এই সকল শাস্ত্রবাক্যে দান ব্রতাদির ভক্তি প্রাপ্তির হেতু স্পষ্ট খণ্ডিত হইলেও অন্যত্র বলা হইয়াছে—"দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম এবং অন্যান্য বিবিধ শ্রেয়স্কর কার্য্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি সাধিত হয়। এখানে দান ব্রতাদিকে যে ভক্তির হেতু বলিয়া শোনা যায়—তাহা জ্ঞানাঙ্গভূত সগুণ সাত্ত্বিক ভক্তির পক্ষেই—প্রেমাঙ্গভূত নির্গুণা ভক্তির নহে। কেহ কেহ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় দান শব্দে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে দান, ব্রত শব্দে—একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি; তপস্যা শব্দে ভগবৎ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ভোগাদি ত্যাগ প্রভৃতিকে সাধনভক্তির অঙ্গ বলিয়া থাকেন। ভক্তির অঙ্গসমূহের দ্বারা ভক্তি সাধ্য বলায়, "ভক্তির দ্বারা সঞ্জাত ভক্তি-হেতু"—এই বাক্যে ভক্তিকেই ভক্তির হেতু উক্ত হইয়াছে। এইরূপে ভক্তির নির্হেতুকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় সকলের সহিত সামঞ্জস্য হইয়াছে। ৩।

"শ্রেয়ঃস্বৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো" "কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ" ইতি 'পুরৈব ভূবন্ বহবোঽপি যোগিনঃ' ইত্যাদিভ্যো জ্ঞান-কর্ম্মযোগাদীনাং প্রতিস্বফলসিদ্ধ্যৈ ভক্তিমবশ্যমপেক্ষমাণানামিব ভক্তেঃ স্বীয়ফলপ্রেমসিদ্ধ্যৈ স্বপ্নেঽপি ন তত্তৎসাপেক্ষত্বম্; প্রত্যুত "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ" ইতি 'ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ' ইত্যাদিভ্যস্তস্যাঃ সর্ব্বথানন্যাপেক্ষিত্বং কিং বক্তব্যং তেষামেব জ্ঞানকর্ম্মযোগাদীনাং প্রাতিস্বিকেষু ফলেষ্বপি কদাচিদাত্মনা সাধ্যমানেষু ন তত্তদ্ গন্ধাপেক্ষত্বপি। যদুক্তম্—

'যৎ কর্ম্মভি-র্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।' ইত্যাদৌ

'সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।' ইতি

শ্রেয়লাভের একমাত্র পথ ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান লাভের জন্য কঠোর ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহারা অন্তঃসার শূন্য (শস্যহীন) কেবল তুষকে আঘাতের ন্যায় ক্লেশ ভিন্ন কিছুই লাভ করে না। শ্রীহরিভজন না করিয়া কেবল স্বধর্ম্ম পালনে কোন্ ব্যক্তি কবে কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছে? তথা পূরাকালে জগতে বহু যোগী যোগদ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিজ নিজ লৌকিক চেষ্টাসকল তোমাতে অর্পণ করিয়াছিলেন পরে স্বীয় কর্ম্মার্পণপ্রাপ্ত এবং তোমার কথা শ্রবণ হইতে জাত ভক্তিযোগ দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ হইতে জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী প্রভৃতির নিজ নিজ অনুষ্ঠিত যোগের ফলসিদ্ধির জন্য ভক্তির একান্ত অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভক্তি নিজের ফল যে প্রেম, তাহার সিদ্ধির জন্য স্বপ্নেও জ্ঞান-কর্ম্মাদির অপেক্ষা রাখেন না; পরন্তু "জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই ভক্তির পক্ষে শ্রেয়স্কর হয় না। যিনি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম,—ইত্যাদি প্রমাণ হইতে ভক্তির সর্ব্বথা অন্যাপেক্ষিতা দূরে থাকুক, বরং উক্ত জ্ঞান-কর্ম্মাদি নিজ নিজ উদ্দিষ্ট ফলও ভক্তির সাহায্যেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তি কিন্তু জ্ঞান বা কর্ম্মের ফল উৎপাদনের জন্য উহাদের গন্ধমাত্রেরও অপেক্ষা না করিয়াই সেই সেই ফল উৎপাদন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে যথা (ভাঃ ১১।২০।৩৩)—কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম, অন্য

তাং বিনা তু তেষাং—

"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥

ইত্যাদের্বৈফল্যায়ৈব স্যাদিতি। তস্যাঃ পরমমহত্যা অধীনত্বং তেষাং সংপ্রাণায়ৈবাস্তাম্। অপি তু কর্ম্মযোগস্য কালদেশপাত্রদ্রব্যানুষ্ঠান শুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষা চ তত্তৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধৈব।

অস্যাস্তু ন তথা—

"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামনি লুব্ধক॥" ইত্যাদেঃ।

কিঞ্চাস্যাঃ প্রসিদ্ধসাপেক্ষত্বমপি ন।

'সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥' ইত্যাদেঃ।

কর্ম্মযোগস্য তথাভূতত্বে মহানর্থকারিত্বমেব। 'মন্ত্রহীনঃ স্বরতো

তীর্থযাত্রা ও ব্রতাদির দ্বারা যাহাকিছু লাভ হয়, আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসেই তৎসমস্ত লাভ করিয়া থাকেন। আর ভক্তি বিনা ঐ সকল লাভে কি হয়?—ভগবদ্ভক্তিবিহীনজনের জন্ম, শাস্ত্রপাঠ, জপ ও তপস্যাদি লোকরঞ্জনের নিমিত্ত প্রাণহীন শরীরের বেশভূষার ন্যায়ই নিষ্ফল হয়। দেহ যেমন প্রাণের অধীন, তদ্রূপ জ্ঞান-যোগাদিও পরম মহতী ভক্তিদেবীর অধীন। পরন্তু কর্ম্মযোগের দেশ-কাল-পাত্র-দ্রব্য-অনুষ্ঠানশুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা আছে। তাহা তত্তৎ স্মৃতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। এই ভক্তির পক্ষে তদ্রূপ কোন নিয়ম নাই। এজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—হে লুব্ধক! শ্রীনামকীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তির অনুষ্ঠানে দেশ ও কালের কোন নিয়ম নাই, শ্রীহরিনাম গ্রহণে উচ্ছিষ্টাদি অবস্থাতেও নিষেধ নাই। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে) ইহাতে বুঝা যায় ভক্তির স্বীয় সিদ্ধির নিমিত্ত কোন কিছুর অপেক্ষা রাখেন না। কথিত আছে—হে ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার মাত্র সম্যকরূপে উচ্চারণ করিলেও এই শ্রীকৃষ্ণনাম নরমাত্রকেই উদ্ধার করিয়া থাকেন। কর্ম্মযোগে বিধিনিষেধাদির ত্রুটি হইলে মহা অনর্থ ই ঘটিয়া থাকে। যজ্ঞাদিতে কোন মন্ত্রের উদাত্ত অনুদাত্ত

বর্ণতো বা মিথো প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হি হিনস্তি॥' ইত্যাদেঃ। এবং জ্ঞানস্যান্তঃকরণ শুদ্ধ্যধীনত্বং প্রসিদ্ধমেব। নিষ্ফলকর্ম্মযোগেনান্তঃকরণস্য শুদ্ধৌ নিষ্পাদিতায়ামেব তত্র তস্য প্রবেশাৎ কর্ম্মাধীনত্বঞ্চ। তদধিকৃতস্য দৈবাৎ দুরাচারত্বলবেঽপি "স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ" ইতি নিন্দা। কংস-হিরণ্যকশিপুরাবণাদীনাং তত্তৎপ্রকরণদৃষ্ট্যা জ্ঞানাভ্যাসবতামপি ন তত্ত্বেন ব্যপদেশলবোঽপি। ভক্তেস্তু "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" ইত্যাদৌ—

"ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥" (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

বা স্বরিতের উচ্চারণে ত্রুটি হইলে অথবা ভ্রমবশতঃ বর্ণহীনতা প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম ত বিফল হইবেই, পরন্তু সেই বাক্য বজ্রসদৃশ হইয়া যজমানের সর্ব্বনাশ সাধন করে। যথা "ইন্দ্রশত্রু" এই শব্দে উচ্চারণে ত্রুটি হেতু সেই বাক্য বজ্রসদৃশ হইয়া যজমান বৃত্রাসুর ইন্দ্র কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল। এইরূপ জ্ঞানযোগের অন্তঃকরণ শুদ্ধির অধীনত্ব প্রসিদ্ধিই আছে। ফলাকাঙ্খাশূন্য কর্ম্মযোগদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলেই তাহার জ্ঞানযোগে প্রবেশাধিকার হয়। ইহা হইতে জ্ঞানযোগের কর্ম্মাধীনত্ব নিষ্পন্ন হইল। জ্ঞানাধিকারীর দৈবাৎ অতি অল্পমাত্রও দুরাচারত্বের অনুষ্ঠানে নির্ল্লজ্জ বমনভোজী বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকেন। কংস, হিরণ্যকশিপু ও রাবণাদির জ্ঞানবত্ত্বাসত্ত্বেও তাহাদিগের নিন্দাই শ্রবণ করা যায়। জ্ঞানাভ্যাসকারীগণের তত্ত্বতঃ কোনপ্রকার অসদাচরণের লেশমাত্র ও সাধুসম্মত নয়। কিন্তু ভক্তিমার্গে হৃদ্রোগ কামাদি দোষ সত্ত্বেও প্রবেশাধিকার দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় যে ব্যক্তি ব্রজবধুগণের সহিত সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানের এই অপূর্ব্ব রাসাদি ক্রীড়ার কথা নিরন্তর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ ও বর্ণন করেন, তিনি প্রথমেই শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন এবং হৃদ্রোগ কামকে তৎক্ষণাৎ চিরতরে পরিত্যাগ করেন। "ভক্তিলাভ করিয়া" এই অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে অবস্থান হেতু হৃদ্রোগ কামাদি সত্ত্বেও প্রথমে ভক্তিলাভ, তাহার পর কামাদির পরিত্যাগ বলা হইয়াছে। তাহাদের (কামাদির) কদাচিৎ অস্তিত্ব থাকিলেও (গীতায়) "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্" এই শ্লোকে

ইত্যত্র 'ক্তা' প্রত্যয়েন হৃদ্রোগবত্যেবাধিকারিণি পরমায়া অপি তস্যাঃ প্রথমমেব প্রবেশস্ততস্তয়ৈব পরমস্বতন্ত্রয়া কামাদীনামপগমশ্চ। তেষাং কদাচিৎ সত্ত্বেঽপি—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্" ইতি "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্ত" ইত্যাদিভ্যশ্চ তদ্ভক্তাং ন ক্বাপি শাস্ত্রেষু নিন্দালেশোঽপি। অজামিলস্য ভক্তত্বং বিষ্ণুদূতৈর্নিরূপিতম্। "সঙ্কেতভগবন্নাম পুত্রস্নেহানুষঙ্গজমিত্যাদিদৃষ্ট্যা তদাভাসবতামপ্য-জামিলাদীনাং ভক্তত্বং সর্ব্বৈঃ সঙ্গীতমেব।" তদেবং কর্ম্মযোগাদীনা-মন্তঃকরণশুদ্ধিদ্রব্যদেশশুদ্ধ্যাদয়ঃ সাধকাস্তদ্বৈগুণ্যাদয়ো বাধকা ভক্তিস্তুপ্রাণদায়িন্যেবেতি। সর্ব্বথা পারতন্ত্র্যমেব তেষাম্। ন হি স্বতন্ত্রাঃ কেনাপি সাধ্যন্তে বাধ্যন্তে বেতি। কিঞ্চ জ্ঞানৈকসাধনমাত্রত্বং ভক্তেরিত্যজ্ঞৈরেবোচ্যতে যতো জ্ঞানসাধ্যান্মোক্ষাদপি তস্যাঃ পরমোৎ-কর্ষ এবালোচ্যতে। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ইতি।

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভো প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" ইত্যাদিভ্যঃ।

ইন্দ্রমেব প্রধানীকৃত্য স্বয়ং গুণীভবতোপেন্দ্রেণ তং সর্ব্বথা পুষ্ণতা স্বকৃপালুত্বমেব যথাভিজ্ঞজনেষু প্রত্যায্যতে ন তু স্বাপকর্ষস্তথৈব জ্ঞানং

আমার অনন্য ভজনকারী ব্যক্তি অতিশয় দুরাচারী হইলেও সাধু বলিয়া মনে করিবে। অতএব আমার ভক্ত কামাদির অধীন থাকিলেও ঐ প্রকার ভক্তের শাস্ত্রাদিতে কোথাও নিন্দালেশ দৃষ্ট হয় না। অজামিলের ভক্তত্ব বিষ্ণুদূতগণই নিরূপণ করিয়াছেন। পুত্রস্নেহ-বশবর্ত্তী হইয়া সংকেতে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রদৃষ্টিতে ভগবানের নামের আভাস হইলেও অজামিলাদির ভক্তত্ব সকলেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কর্ম্মযোগাদির বিষয়ে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি, দ্রব্য-দেশ শুদ্ধি প্রভৃতিই সাধক এবং তাহার বৈগুণ্যাদি বাধক। ভক্তি কিন্তু উহাদের প্রাণদাত্রী। কর্ম্মযোগাদি সর্ব্বপ্রকারে পরতন্ত্রই। অর্থাৎ স্বাধীন নহে। কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ কোনও বিশেষ সাধনার দ্বারা সাধ্য বা বাধ্য। একমাত্র 'জ্ঞানই ভক্তির সাধন'—অজ্ঞেরাই বলিয়া থাকে। যেহেতু জ্ঞান সাধ্য মোক্ষ হইতেও ভক্তির পরম উৎকর্ষই শাস্ত্রাদিতে আলোচিত

পুষ্ণন্ত্যাস্তত্তৎ প্রকরণবাক্যেষু তস্যা ভক্তেরনুগ্রহ এব সুধীভিরনুগম্যতে ইতি। "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা" ইতি ভক্তেঃ ফলং প্রেমরূপা সৈবেতি স্বয়ং পুরুষার্থমৌলিরূপত্বং তস্যাঃ। তদেবং ভগবত ইব স্বরূপভূতায়া মহাশক্তেঃ সর্ব্বব্যাপকত্বং সর্ব্ববশীকারিত্বং সর্ব্বসঞ্জীবকত্বং সর্ব্বোৎকর্ষপরমস্বাতন্ত্র্যং স্বপ্রকাশত্বঞ্চ কিঞ্চিদুট্টঙ্কিতং তদপি তাং বিনা অন্যত্র প্রবৃত্তৌ প্রেক্ষাবত্ত্বস্যাভাব ইতি কিং বক্তব্যম্। নরত্বস্যাপি "কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতরম্" ইত্যাদিভিরবগমো দৃষ্টঃ ॥৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং মাধুর্য্য-কাদম্বিন্যাং ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকর্ষনামা প্রথমামৃতবৃষ্টিঃ ॥১॥

হইয়াছে। কদাচিৎ মুক্তি দান করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তিযোগ দান করেন না। হে মহামুনে! কোটি কোটি সিদ্ধ-মুক্তগণের মধ্যে একজন নারায়ণপরায়ণ ভক্ত সুদুর্লভ। স্বয়ং সর্ব্বগুণশালী হইয়াও বামনাবতারে শ্রীভগবান্ উপেন্দ্ররূপে ইন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাহার পোষণ করায় অভিজ্ঞজনের নিকট যেমন তাঁহার পরম দয়ালুত্বই প্রমাণিত হইয়াছে, পরন্তু স্বীয় অপকর্ষ প্রমাণ হয় নাই,—সেইরূপ জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্রবাক্যে ভক্তিকে জ্ঞানাঙ্গরূপে প্রকাশ করায় ভক্তিদেবীও সত্ত্বগুণাবলম্বনে স্বয়ং জ্ঞানাঙ্গ হইয়া জ্ঞানের পোষকতা করিয়া থাকেন,—ইহাই সুধীগণের অভিমত। 'ভক্তিদ্বারা সঞ্জাত ভক্তি হেতু' এই বাক্যে ভক্তির ফল প্রেমরূপা এবং সেই প্রেমও স্বয়ং পুরুষার্থ শিরোমণিরূপ। সেইরূপ শ্রীভগবত-সদৃশ তাঁহার স্বরূপভূতা মহাশক্তি ভক্তিদেবীর সর্ব্বব্যাপকত্ব, সর্ব্ববশীকারিত্ব, সর্ব্বসংজীবকত্ব, সর্ব্বোৎকর্ষ-পরম-স্বাতন্ত্র্যং এবং স্বপ্রকাশকত্ব ইত্যাদি কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইলেও এই ভক্তি বিনা অন্যত্র প্রবৃত্তি হইলে, তাহার যে দর্শনাদির অভাব একথা বলাই বাহুল্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে—সেই শ্রীভগবানকে মানব হইতে নিকৃষ্ট জীব ভিন্ন আর কে না ভজনা করিয়া থাকে? অতএব এইসকল বাক্যে—"যাহার মানবত্বের কিঞ্চিৎমাত্রও বিকাশ হইয়াছে, ভক্তির শরণাগতি তাহার স্বতঃসিদ্ধ—ইহাই সিদ্ধান্ত।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীবিরচিত মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষনামক প্রথমামৃত বৃষ্টি। ১।

দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ

অথাত্র মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদবিবাদয়ো নাবকাশঃ লভন্তে ইতি কৈশ্চিদপেক্ষণীয়াশ্চেদৈশ্বর্য্যকাদম্বিন্যাং দৃশ্যতাং নাম ॥১॥

ইদানীং করণকেদারিকাসু প্রাদুর্ভবন্ত্যাস্তস্যা এব ভক্তের্জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রিতত্বেন শুদ্ধায়াঃ কল্পবল্ল্যা অপি নিরস্তান্যফলাভিসন্ধিতয়ৈব ধৃতব্রতৈ র্মধুব্রতৈরিব ভব্যজনৈরাশ্রিয়মাণায়াঃ স্ববিষয়ৈকানুকূল্যমূল প্রাণায়াঃ স্বস্পর্শেন স্পর্শমণিরিব করণবৃত্তীরপি প্রাকৃতত্বলোহতাং শনৈস্ত্যাজয়িত্বা চিন্ময়ত্বশুদ্ধজাম্বুনদতাং প্রাপয়ন্ত্যাঃ কন্দলীভাবান্তে সমুদ্গচ্ছন্ত্যাঃ সাধনাভিখ্যে দ্বে পত্রিকে বিব্রিয়েতে। তয়োঃ প্রথমা ক্লেশঘ্নী দ্বিতীয়াশুভদেতি। দ্বয়োরপি তয়োরন্তস্তু লোভপ্রবর্ত্তকত্বলক্ষণচৈক্কণ্যেন "যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ" ইত্যাদি শুদ্ধসম্বন্ধস্নিগ্ধতয়া চ প্রাপ্তোৎকর্ষে দেশে রাগনাম্নো রাজ্ঞ এবাধিকারঃ। বহিস্তু "তস্মাদ্

বঙ্গানুবাদ—এই মাধুর্য্যকাদম্বিনী-গ্রন্থে দ্বৈত-অদ্বৈত সিদ্ধান্তাদি বিষয়ে বাদ-বিবাদের অবকাশ নাই। তবে যদি কাহারও সে বিষয়ে অপেক্ষা থাকে তবে তিনি ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী নামক গ্রন্থে তাহা দর্শন করিবেন। ১।

জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অমিশ্রিতা ভক্তিকে শুদ্ধাভক্তি বলা হয়। এই ভক্তি কল্পলতা সদৃশা। উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত নিত্যা হইয়াও ইন্দ্রিয়রূপ ক্ষেত্রে আবির্ভূতা হন। শ্রীভগবান ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার ফলাভিসন্ধি ত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বী ভব্যভক্ত মধুব্রতগণই ঐ ভক্তিকল্পলতাকে আশ্রয় করিয়া ভগবদ্বিষয়ক আনুকূল্য-সম্পাদনরূপ মূলপ্রাণযুক্তা হইয়া স্পর্শমণি-সদৃশ স্বীয় স্পর্শের দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রাকৃতত্বরূপ লৌহত্ব শ্রমশঃ ত্যাগ করাইয়া চিন্ময়ত্বরূপ সুবর্ণত্বে পরিণত করাইয়া অঙ্কুরোদ্গমের অবশেষে সাধন-সঞ্জাত দুইটি পত্র প্রসব করেন। তাহাদের মধ্যে প্রথম পত্রের নাম ক্লেশঘ্নী, দ্বিতীয়টির নাম শুভদা। তাহার মধ্যে যে পত্রদ্বয়ের অভ্যন্তরভাগে লোভ প্রবর্ত্তকত্ব লক্ষণ মসৃণত্বরূপ শোভাবিশেষ দ্বারা "আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা ও সুত" এইপ্রকার শুদ্ধসম্বন্ধজাত স্নিগ্ধতাযুক্ত উৎকৃষ্ট প্রদেশে 'রাগ' নামক

ভারত সর্ব্বাত্মা" ইত্যাদি শাস্ত্র প্রবর্ত্তকত্বলক্ষণ-পারুষ্যাভাসেন প্রিয়াদি শুদ্ধসম্বন্ধাভাবাৎ স্বত এবাতিস্নিগ্ধতানুদয়েন পূর্ব্বতঃ কিঞ্চিদপকৃষ্টে দেশে বৈধনাম্নোঽপরস্য রাজ্ঞঃ। ক্লেশঘ্নত্বশুভদত্বাভ্যান্তু প্রায়য়োর্ন কোঽপি বিশেষঃ ॥২॥

তত্রাবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ। প্রারব্ধাপ্রারব্ধ রূঢ়বীজপাপাদয়স্তন্ময়া এব। শুভানি দুর্বিষয়বৈতৃষ্ণ্যভগবদ্বিষয়সতৃষ্ণ্যা-নুকূল্য-কৃপাক্ষমাসত্যসারল্যসাম্যধৈর্য্যগাম্ভীর্য্য- মানদত্বামানিত্বসর্ব্বসুভ-গত্বাদয়ো গুণাশ্চ "সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" ইত্যাদিদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়াঃ ॥৩॥

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ" ইত্যুক্তপ্রকারেণ যুগপদপি প্রবৃত্তয়োরপি তয়োঃ পত্রিকয়োরুদ্গম-

---

রাজারই অধিকার। যে পত্রদ্বয়ের বহির্ভাগে "এই কারণেই অভয়কামী ব্যক্তি সর্ব্বাত্মা হরির উপাসনা করিবেন"—ইত্যাদি শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক লক্ষণ হেতু শাসকসুলভ পারুষ্যের আভাসযুক্ত এবং প্রিয়াদি শুদ্ধ সম্বন্ধের অভাব বশতঃ স্বতঃই স্নিগ্ধতাবর্জ্জিত হওয়ায় পূর্ব্বকথিত দেশ হইতে কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট দেশে বৈধনামক অপর এক রাজার অধিকার। কিন্তু উভয়েরই ক্লেশঘ্নত্ব এবং শুভদত্ব গুণে কোন ইতর-বিশেষ নাই। অর্থাৎ উভয়েই সমগুণসম্পন্ন। ২।

তাহার মধ্যে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি ক্লেশ। বস্তুতঃ এই পঞ্চক্লেশ অবিদ্যারই বিশেষ বিশেষ প্রকার ভেদ মাত্র। প্রারব্ধ বা ফলোন্মুখ, অপ্রারব্ধ বা যাহা কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, রূঢ় বা কূট অর্থাৎ যাহা বীজোন্মুখ ও বীজ,—এই চারিপ্রকার পাপও ঐ ক্লেশেরই অন্তর্গত। অসদ্বিষয়-বিতৃষ্ণা এবং ভগবদ্বিষয়ে তৃষ্ণা, আনুকূল্য, কৃপা, ক্ষমা, সত্য, সারল্য, সাম্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মানদত্ব, অমানিত্ব ও সর্ব্বসৌভগত্ব গুণ সমূহকে গুণ বলা হয়। শাস্ত্রেও আছে—"দেবতাগণ সমস্ত গুণের সহিত ভক্তে অবস্থান করেন। অতএব ভক্তও ঐ সমস্ত গুণযুক্ত হইয়া থাকেন। ৩।

ভক্তি, ভগবদনুভব ও জড়বিষয়ে বিরক্তি এই তিনটিই সমকালে উদয় হইয়া থাকে। উক্তপ্রকার শাস্ত্রবাক্যে জানা যায় যে—পূর্ব্বোক্ত ক্লেশঘ্নী ও শুভদা এই দুইটি পত্রিকার যুগপৎ উদ্গম হইলেও উদ্গমের তারতম্য হেতু সেই অশুভনিবৃত্তি

তারতম্যেনৈব তত্তদশুভনিবৃত্তিশুভপ্রবৃত্তিতারতম্যাদস্ত্যেব ক্রমঃ। স চাতিসূক্ষ্মোদুর্লক্ষ্যোঽপি তত্তৎকার্য্যদর্শনলিঙ্গেন সুধীভিরবসীয়তে ॥৪॥

তত্র ভক্ত্যধিকারিণঃ প্রথমং শ্রদ্ধা। সাচ তত্তচ্ছাস্ত্রার্থে দৃঢ়-প্রত্যয়ময়ী। প্রক্রম্যমাণযত্নৈকনিদানরূপতদ্বিষয়কত্বৈক-নির্ব্বাহরূপ-সাদরস্পৃহা চ। সা চ সা চ স্বাভাবিকী কেনাপি বলাদুৎপাদিতা চ। ততশ্চাশ্রিতগুরুচরণস্যতস্য জিজ্ঞাস্যমানসদাচারস্য তচ্ছিক্ষয়ৈব সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধভক্ত্যভিজ্ঞসাধুসঙ্গভাগ্যোদয়ঃ। ততো ভজনক্রিয়া। সা চ দ্বিবিধা অনিষ্ঠিতা নিষ্ঠিতা চ। তত্র প্রথমমনিষ্ঠিতা ক্রমেনোৎ-সাহময়ী ঘনতরলা ব্যূঢ়বিকল্পা বিষয়সঙ্গরা নিয়মাক্ষমা তরঙ্গরঙ্গিণীতি ষড়্বিধা ভবন্তীতি স্বাধারং বিলক্ষয়তি ॥৫॥

তত্রোৎসাহময়ী প্রথমমেব শাস্ত্রমধ্যেতুমারভমাণস্য সর্ব্বলোক-

ও শুভপ্রবৃত্তির তারতম্য হইয়া থাকে—এইরূপ ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই ক্রম অতিশয় সূক্ষ্ম ও দুর্লক্ষ্য হইলেও তত্তদ্-কার্য্যদর্শনরূপ লক্ষণদৃষ্টে পণ্ডিতগণ উহা স্থির করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ভক্তি-অধিকারীর প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেই সেই ভক্তিশাস্ত্রার্থে দৃঢ়-বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের অনুষ্ঠানে একান্ত যত্নশীল হইয়া কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবার যে সাদর স্পৃহা তাহাকে শ্রদ্ধা বলা হয়। সেই সেই শ্রদ্ধাও একপ্রকার স্বাভাবিকী অন্য বলাৎ-উৎপাদিকা। তাহার পর গুরুচরণ আশ্রয় করিয়া সদাচার জানিবার ইচ্ছা হয়। তৎপরে সদাচারাদি শিক্ষার দ্বারা স্বজাতীয়া-শয় স্নিগ্ধ ভক্তিপথে অভিজ্ঞ সাধুর সঙ্গরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। তাহার পরই ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়। ঐ ভজনক্রিয়া **অনিষ্ঠিতা** ও **নিষ্ঠিতা** ভেদে দুইপ্রকার। তাহার মধ্যে প্রথমে যে অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া তাহাও ক্রমশঃ **উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়-বিকল্পা, বিষয়সঙ্গরা, নিয়মক্ষমা** ও **তরঙ্গরঙ্গিণী** ভেদে ছয় প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়; পরিশেষে স্বীয় আধারস্বরূপ শ্রীভগবানে লক্ষ্য স্থির হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তন্মধ্যে প্রথমে **উৎসাহময়ী** ভজনক্রিয়া বলা হইতেছে যেমন—ব্রাহ্মণবালক প্রথমে শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া—আমার সর্ব্বলোক-প্রশংসিত পাণ্ডিত্য উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ নিজেকে মনে করিবামাত্র কোন এক

শ্লোক্যমানপাণ্ডিত্যমুপপন্নমিব স্বস্মিন্ মন্যমানস্য বটোরিব উৎসাহং স্বাধিকরণস্য প্রচুরয়তীত্যুৎসাহময়ী ॥৬॥

অথ ঘনতরলা। প্রক্রম্যমাণানি ভক্ত্যঙ্গানি কদাচিন্নির্ব্বহন্তি কদাচিচ্চ ন বেতি ঘনত্বং তরলত্বঞ্চাস্যাঃ যথা বটোঃ শাস্ত্রাভ্যাসঃ কদাচিৎ সান্দ্রঃ কদাচিৎ তদর্থপ্রবেশাসমর্থতয়া সারস্যানুদয়েন শিথিলশ্চ ॥৭॥

অথ ব্যূঢ়বিকল্পা। কিমহং সপরিগ্রহ এব পুত্রকলত্রাদীন্ বৈষ্ণবীকৃত্য ভগবৎপরিচর্য্যায়াং নিযোজ্য গৃহ এব সুখং তং ভজে কিংবা সর্ব্বানেব পরিত্যজ্য নির্বিক্ষেপঃ শ্রীবৃন্দাবনং ধ্যেয়স্থানমেবাসীনঃ কীর্ত্তনশ্রবণাদিভিঃ কৃতার্থীভবেয়ম্। স চ ত্যাগঃ কিং ভুক্তভোগস্যাবগতবিষমবিষয়দাবদবথোর্মম চরমদশায়ামেব কিং বাধুনৈব সমুচিত ইতি। কিঞ্চ "তামীক্ষেদাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্" ইতি দৃষ্ট্যা আশ্রমস্যাস্যাবিশ্বাসস্যতয়া "যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্" ইত্যত্র "জহৌ যুবৈব মলবৎ" ইত্যাদিদৃষ্ট্যা ত্যক্তবিলম্বস্তত্রাপি "অহো মে

উদ্যম আসিয়া আরব্ধ বিষয়ে প্রচুর অভিনিবেশের সঞ্চার করে; তদ্রূপ ভক্তি মার্গে প্রথমে প্রবেশ করিবামাত্র ভক্তের উৎসাহময়ী চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই নিমিত্তই ভজনক্রিয়ার প্রথম অবস্থাকে **'উৎসাহময়ী'** বলা হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অথ ঘনতরলা—আবার ঐ ব্রাহ্মণবালকের শাস্ত্রাভ্যাস যেমন কখনও গাঢ় হয়, কখনও বা শাস্ত্রার্থে প্রবেশের অসামর্থ্যহেতু মর্ম্মার্থ উপলব্ধি না হওয়ায় অধ্যয়নে উদ্যম শিথিল হইয়া পড়ে। তদ্রূপ ভক্তেরও ভক্তি-অঙ্গসমূহের নির্ব্বাহ এবং অনির্ব্বাহ ব্যাপারে ভজনক্রিয়ারও **ঘনত্ব** এবং **তরলত্ব** হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ভজনের এই অবস্থাকে **ঘনতরলা** বলা হয় ॥ ৭ ॥

অথ ব্যূঢ়বিকল্পা—এই অবস্থায় ভক্ত মনে করেন আমি কি সপরিবারে স্ত্রী-পুত্রাদিকে বৈষ্ণব করিয়া গৃহে থাকিয়াই সুখে তাঁহার ভজন করিব, অথবা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষেপশূন্য হইয়া ধ্যেয়স্থান শ্রীবৃন্দাবনেই অবস্থান করিয়া কীর্ত্তন-শ্রবণাদি ভক্তি-অঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান দ্বারা কৃতার্থ হইব। আর সেই ত্যাগও কি বিষয়ভোগের দ্বারা উহার (ভোগের) বিষম-বিষয়দাবানলের দাহ

পিতরৌ বৃদ্ধৌ" ইত্যত্র "অতৃপ্তস্তানুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ" ইতি ভগবদ্বাক্যেন ত্যাগেঽলব্ধবলশ্চ সম্প্রত্যেব প্রাণধারণমাত্রবৃত্তির্বনং তদৈব প্রবিশ্যাষ্টাবেব চ যামানভ্যর্থয়ানীতি। "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ" ইত্যত্র তু বৈরাগ্যস্য ভক্তিজনকত্বে এব দোষো ন তু ভক্তিজনিতত্বে ইতি তদনুভাবরূপতয়া তদধীনত্বমিতি। যদ্যদাশ্রমমগাৎ স ভিক্ষুকস্তত্তদন্নপরিপূর্ণমৈক্ষত ইতি ন্যায়েন কদাচিদ্বৈরাগ্যং "তাবদ্রাগাদয়স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্" ইতি কদাচিদ্ গার্হস্থ্যঞ্চ নিশ্চিন্বন্ কিমহং কীর্ত্তনমেব কিংবা কথাশ্রবণমপি উতসেবামেব উতাহো তাবদম্বরীষাদিবদনেকাঙ্গামেব ভক্তিং করবৈ ইত্যাদি বিবিধা এব প্রাপ্তা বিকল্পা যত্র ভবন্তীতি ব্যূঢ়বিকল্পা ॥৮॥

উপলব্ধি করিয়া চরম-অবস্থাতেই সমুচিত কিংবা এক্ষণেই ত্যাগ করা সমুচিত? শাস্ত্রে আছে—"স্ত্রীকে তৃণাবৃত কূপের ন্যায় সহাসা দুর্লক্ষ্য স্বীয় মৃত্যুতুল্য দেখিবে।" ইত্যাদি দৃষ্টে—"আশ্রমকে (গৃহস্থাশ্রম) অবিশ্বাসযোগ্য ভাবিয়া যিনি দুস্ত্যজ স্ত্রীপুত্রাদিকে যৌবনকালেই মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে অবিলম্বেই সংসার ত্যাগ করা উচিৎ; কিন্তু অহো! আমার মাতা-পিতা বৃদ্ধ, তাঁহাদের মৃত্যুর পরই সংসার ত্যাগ করা বিধেয়; বিশেষতঃ অতৃপ্ত অবস্থায় (ভোগের) ত্যাগ করিলেও তাহার অনুধ্যান করিতে করিতে মৃত্যু হইলে ভয়ঙ্কর অন্ধকার লোকে গমন করে। এই ভগবদ্বাক্যের দ্বারা এখনও সংসার ত্যাগের শক্তিলাভ হয় নাই বুঝা যায়। এক্ষণে প্রাণধারণমাত্র বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকি। যথাসময়ে বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া অষ্টপ্রহরই ভগবদ্ভজনে কালযাপন করা যাইবে। এই ভক্তিমার্গে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়ঃজনক হয় না। এখানে বৈরাগ্যের ভক্তিজনকত্বে দোষই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভক্তি উৎপন্ন হইলে বৈরাগ্য দোষজনক হয় না। কারণ ঐ ভক্তিরই অনুভবরূপ হয় বলিয়া বৈরাগ্যের ভক্তি অধীনত্বই প্রমাণ হইতেছে। শাস্ত্রে আছে সেই ভিক্ষুক যে যে আশ্রমে গমন করিলেন, সেই সেই আশ্রমকে অন্নে পরিপূর্ণ দেখিলেন—এই ন্যায়ানুসারে কখনও বৈরাগ্য অবলম্বন স্থির হইল। আবার শাস্ত্রে আছে যতক্ষণ না ভক্তি উৎপন্ন হয়, ততক্ষণ গৃহ কারাগৃহ সদৃশ—এই শাস্ত্রবাক্যে কখনও গৃহস্থাশ্রমকে নিশ্চয় করিয়া আমি কি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকেই কিংবা কৃষ্ণকথা শ্রবণের

অথ বিষয়সঙ্গরা। "বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ।" ইতি ভোগা এব বলাৎ স্বস্মিন্নভিনিবেশ্য মাং ভজনে শিথিলয়ন্তীতি তদমী ত্যক্ত্বা নামগ্রাহং কাংশ্চন কাংশ্চন ত্যক্তবতোঽপি ভুঞ্জানস্য 'জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বর" ইতি ভগবদ্‌বাক্যস্যোদাহরণত্বং প্রাপ্তবতস্তস্য পূর্ব্বাভ্যস্তৈর্বিষয়ৈস্তৈ সহ সঙ্গরো যুদ্ধং কদাচিৎ তৎপরাজয়ঃ কদাচিৎ স্বপরাজয় ইতি বিষয়সঙ্গরা ॥৯॥

অথ নিয়মাক্ষমা। "অদ্যারভ্য ইয়ন্তি নামানি গৃহীতব্যানি এতাবত্যশ্চ প্রণতয়ঃ কার্য্যা ইত্থমেব তদ্ভক্তা অপি সেবনীয়া ভগবদসম্বন্ধা বাচোঽপি নোচ্চারণীয়া গ্রাম্যবার্ত্তাবতাং সন্নিধিস্ত্যক্তব্যঃ" ইত্যাদি প্রতিদিনমপি প্রতিজানতোঽপি সময়ে তথা ন ক্ষমত্বম্ ইতি নিয়মা-

---

দ্বারা সেবাকেই অবলম্বন করিব অহো! আমি কি অম্বরীষাদির মত বহু অঙ্গ ভক্তিযাজন করিব? ভজনক্রিয়ায় যেখানে এইরূপ বিবিধ বিকল্পের (সংশয়ের) উদয় হয়,—তাহাকে **ব্যূঢ়বিকল্পা** বলা হয় ॥ ৮ ॥

অথ বিষয়সঙ্গরা—বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণাবেশ সুদূর পরাহত। পশ্চিমদিকে অবস্থিত বস্তু পূর্ব্বদিকে গমনকারী ব্যক্তি লাভ করিতে পারে কি? ভোগ্য বস্তুসমূহই বলপূর্ব্বক আমাকে স্ব স্ব বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আমার ভজনে শৈথিল্য আনাইয়াছে। অতএব ঐ সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া নামাশ্রয় করিব। এই প্রকারে কোন কোন বিষয় ত্যাগ করিবার সময়েও ভোগ সংঘটিত হইতে পারে। তথাপি "ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই সকল সিদ্ধ হইবে"—এই দৃঢ়নিশ্চয় সহ পরিণাম দুঃখকর বিষয় সমূহ নিন্দার সহিত ভোগ করিতে করিতে ভজনে রত হইয়া থাকেন।" এই ভগবদ্বাক্যের উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত সেই সেই ভোগ্যবিষয়ের সহিত সঙ্গর অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে থাকে। কখন বিষয়ভোগের পরাজয় হয় কখনও বা নিজেরই পরাজয় হইয়া থাকে। ইহাকেই **বিষয়সঙ্গরা** বলা হয় ॥ ৯ ॥

অথ নিয়মক্ষমা—যে অবস্থায় কোন সাধক নিয়ম করিলেন অদ্য হইতে আমি অর্দ্ধলক্ষ বা একলক্ষ নাম গ্রহণ করিব। এতগুলি প্রণামের অনুষ্ঠান করিব; এই প্রকারে ভগবদ্ভক্তের সেবা করিব; ভগবৎ-সম্বন্ধহীন বাক্য উচ্চারণ

ক্ষমা। বিষয়সঙ্গরায়াং বিষয়ত্যাগাক্ষমত্বম্ অত্র তু ভক্ত্যুৎকর্ষাক্ষমত্ব-মিতি ভেদঃ ॥১০॥

অথ তরঙ্গরঙ্গিণী। ভক্তেঃ স্বভাব এবায়ং যৎ তদ্বতি সর্ব্বেঽপি জনা অনুরজ্যন্তীতি "জনানুরাগপ্রভবা হি সম্পদ" ইতি প্রাচাং বাচোঽপি। ভক্ত্যুত্থাসু বিভূতিষু লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাদিষু বল্লীবলিতাসূপশাখাসু তরঙ্গেষ্বিবাচরন্ত্যা অস্যা রঙ্গ ইতি তরঙ্গরঙ্গিণী ॥১১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি বিরচিতায়াং মাধুর্য্য-কাদম্বিন্যাং ভক্তেঃ শ্রদ্ধাদি ক্রমত্রয় কথনপূর্ব্বকং ভজনক্রিয়াভেদ-কথনং নাম দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ ॥২॥

করিব না। গ্রাম্যবার্ত্তা আলোচনাকারীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিব ইত্যাদি প্রতিদিন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, অথচ যথাকালে নিয়ম পালনে অক্ষম হওয়ার জন্য এই অবস্থাকে **নিয়মক্ষমা** বলা হয়। বিষয়সঙ্গরায় বিষয়-ত্যাগের অক্ষমতা এবং নিয়মাক্ষমায় ভক্তির উৎকর্ষ-সাধনে সামর্থ্য থাকে না। ইহাই বিষয়সঙ্গরা এবং নিয়মাক্ষমার মধ্যে ভেদ ॥ ১০ ॥

অথ তরঙ্গরঙ্গিনী—ভক্তির স্বভাবই এই, যে আধারে ভক্তি অবস্থিত অর্থাৎ যিনি ভক্ত, তাহার প্রতি সকল লোকেরই স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। জনানুরাগের প্রভাবই সম্পদ—ইহা প্রাচীন গণেরও বাক্যে জানা যায়। ভক্তি-উত্থিত বিভূতি সকল এবং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি বিভূতি সকল ভক্তি-কল্পলতার উপশাখাস্বরূপ, এই উপশাখাগুলিকে ভক্তিমহাসাগরের তরঙ্গের ন্যায় বর্ণন করা হইয়াছে। ভক্ত এই অবস্থায় ভজনক্রিয়াকে তরঙ্গসমূহের ন্যায় নানারূপ রঙ্গ বা ক্রীড়া করিতে দেখেন। এজন্য এই অবস্থাকে তরঙ্গরঙ্গিনী বলা হইয়াছে ॥ ১১ ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত মাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে ভক্তির শ্রদ্ধাদি ক্রমত্রয় কথনপূর্ব্বক ভজনক্রিয়া ভেদ-কথন নামক দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টি ॥

তৃতীয়ানুভবদৃষ্টিঃ।

অথানর্থানাং নিবৃত্তিঃ। তে চানর্থাশ্চতুর্ব্বিধাঃ—দুষ্কৃতোত্থা সুকৃতোত্থা অপরাধোত্থা ভক্ত্যুত্থাশ্চেতি। তত্র দুষ্কৃতোত্থা দুরভিনিবেশ দ্বেষ-রাগাদ্যাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ ক্লেশা এব। সুকৃতোত্থা ভোগাভিনিবেশা বিবিধা এব। তেচ ক্লেশান্তঃপাতিন ইতি কেচিৎ। অপরাধোত্থা ইত্যত্র নামাপরাধা এব গৃহ্যন্তে। সেবাপরাধানান্তু নামভিস্তত্তন্নিবর্ত্তকস্তোত্রপাঠৈঃ সেবা-সাতত্যেন চ ভব্যস্য বিবেকিনঃ প্রায়ঃ প্রতিদিনমেবোপশমেনাঙ্কুরীভাবানুপলব্ধেঃ। কিন্তু তত্তদুপশমসম্ভববলেন তত্র সাবধানতা-শৈথিল্যে সেবাপরাধা অপি নামাপরাধা এব স্যুঃ। তথাহ্যুক্তম্,—

"নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিরিতি।"

অনন্তর অনর্থসমূহের নিবৃত্তি—সেই অনর্থও চতুর্ব্বিধ। (১) দুষ্কৃতোত্থ, (২) সুকৃতোত্থ (৩) অপরাধোত্থ (৪) ভক্ত্যুত্থ। তন্মধ্যে দূরভিনিবেশ, দ্বেষ ও রাগ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ক্লেশসমূহই দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ। বিবিধ প্রকার ভোগের অভিনিবেশই সুকৃতোত্থ অনর্থ। সেই সুকৃতোত্থ অনর্থকে কেহ কেহ ক্লেশের অন্তর্গত বলিয়া থাকেন। অপরাধোত্থ অনর্থ বলিতে এখানে নামাপরাধকেই গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু সেবাপরাধকে নয়। সেবাপরাধ নিবর্ত্তক শ্রীনাম ও স্তোত্রাদি পাঠ এবং নিরন্তর ভগবৎসেবার দ্বারা সজ্জন-বিবেকীগণ প্রায়শ প্রতিদিন জাত সেবাপরাধের উপশম করায় উহার আর অঙ্কুরীভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সেই সেই স্তোত্রপাঠাদি ও নামগ্রহণের দ্বারা সেবাপরাধ উপশম হয়,—তজ্জন্য সেবাপরাধ বিষয়ে সাবধানের শিথিলতা ঘটিলে সেবাপরাধ সমূহও নামপরাধেই পরিণত হয়। এজন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে—"নামবলে যাহার পাপে প্রবৃত্তি" তাহাতেও নামাপরাধ হয়। এস্থলে শ্রীনামকে সেবাপরাধের উপশমকারকরূপে গৃহীত হইলেও 'নাম' এই উপলক্ষণে* ভক্তি-অঙ্গমাত্রই উপশমক।

---

* উপলক্ষণ—স্ব প্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতর প্রতিপাদকত্বম্। অর্থ—যে স্বয়ং নিজেকে প্রতিপাদন করিয়া অন্যকেও প্রতিপাদন করে তাহাই উপলক্ষণ।

তত্র নাম ইত্যুপলক্ষণং ভক্তিমাত্রস্যৈবোপশমকস্য। ধর্ম্মশাস্ত্রেঽপি প্রায়শ্চিত্তবলেন পাপাচরণে ন তস্য পাপস্য ক্ষয়ঃ প্রত্যুত গাঢ়তৈব। নন্বেবং—

"ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি" ইতি

বিশেষতো দশার্ণোঽয়ং জপমাত্রেণ সিদ্ধিদ" ইত্যাদি

বাক্যবলেন তত্তদঙ্গানামননুষ্ঠানে বৈকল্যাদাবপি বা জাতে নামাপরাধঃ প্রসজ্জেত। মৈবম্। নাম্নো বলাদ্ যস্যেত্যত্র পাপে বুদ্ধিশ্চিকীর্ষাদি। তদেব হি পাপং যত্র সতি নিন্দাপ্রায়শ্চিত্তাদিশ্রবণম্। ন চ কর্ম্মমার্গ ইব ভক্তিমার্গেঽপি অঙ্গবৈকল্যাদৌ ক্বাপি নিন্দাশ্রবণমিতি ন তত্রাপরাধশঙ্কা। যদুক্তম্—(শ্রীভাগবতে)

"যে বৈ ভাগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥
যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥ ইতি

ধর্ম্মশাস্ত্রেও উক্ত আছে—প্রায়শ্চিত্তের বলে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলে পাপের ক্ষয় না হইয়া বরং গাঢ়তাই হয়। যদি বল হে উদ্ধব "আমার বিষয়ক ধর্ম্মের (ভাগবদ্ধর্ম্মের) আরম্ভমাত্রেই (সমাপ্তি না হইলেও) উহার অনুমাত্র ও নাশ হয় না ;—বিশেষতঃ এই দশাক্ষর মন্ত্র জপমাত্রেই সিদ্ধি দান করে। ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য বলে সেই সেই ভক্তি অঙ্গ সমূহের সম্যক্ অনুষ্ঠান না করিলে বা অঙ্গহানি করিলেও নামাপরাধ হইতেছে না কি ? না এরূপ বলিতে পার না। নামবলে পাববুদ্ধি বলিতে, এস্থলে ইচ্ছা করিয়া পাপানুষ্ঠান করিলে নামাপরাধ হইয়া থাকে ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে অসাবধানতা প্রযুক্ত (পাপে প্রবৃত্তি না থাকায়) নামাপরাধ হইল না। আর তাহাই পাপ যাহার অনুষ্ঠানে নিন্দা এবং প্রায়শ্চিত্তাদি শ্রবণ করা যায়। আর কর্ম্মমার্গের ন্যায়-ভক্তিমার্গে অঙ্গবৈকল্যাদিতে সেইরূপ কোথাও নিন্দাদি দৃষ্ট হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থলে অপরাধেরও আশঙ্কা নাই। বরং শ্রীভাগবতে উক্ত আছে—"হে রাজন্ অজ্ঞানী পুরুষের আত্মলাভের নিমিত্ত শ্রীভগবান কর্ত্তৃক যে সকল উপায় কথিত হইয়াছে, সেই সকল উপায়কেই ভাগবদ্ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। "যে ধর্ম্মকে অবলম্বন

অত্র নিমীল্যেতি কর্ত্তৃব্যাপারলিঙ্গেন বিদ্যমানে এব নেত্রে মুদ্রয়িত্বা তত্রাপি ধাবন্ পাদন্যাসস্থলমতিক্রম্যাপি ব্রজন্ ন স্খলেদিতি অক্ষরার্থ লব্ধৈর্ভগবদ্ধর্ম্মমাশ্রিত্য তদঙ্গানি সর্ব্বাণি জ্ঞাত্বাপি অজ্ঞ ইব কানিচি-দুল্লঙ্ঘ্যাপি অনুতিষ্ঠন্ ন প্রত্যবায়ী স্যাৎ নাপি ফলাদ্ভ্রশ্যেদিত্যেবৈব ব্যাখ্যা উপপদ্যতে। নিমীলনং নামাজ্ঞানং তস্যাপি শ্রুতিস্মৃতি বিষয়া-বিত্যেষা তু ন সঙ্গচ্ছতে মুখ্যার্থবাধাযোগাৎ। ন চ ধাবন্ নিমীল্যে-ত্যেতদেব দ্বাত্রিংশদপরাধাভাবমপি ক্রোড়ীকরোত্বিতি বাচ্যম্। যান্ ভগবতা প্রোক্তানুপায়নাশ্রিত্যেত্যুক্তত্বাৎ। "যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদগৃহে" ইত্যাদয়স্তু তত্র নিষিদ্ধা এব। সেবাপরাধে তু "হরেরপ্য-পরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ" ইত্যাদিষু শ্রূয়ন্তএব নিন্দাঃ। কিঞ্চ তে নামাপরাধাঃ প্রাচীনা অর্ব্বাচীনা বা যদি সম্যগনভিজ্ঞাতপ্রকারাঃ স্যুঃ কিন্তু তৎফললিঙ্গেনানুমীয়মানা এব তদা তেষাং নামভিরেবাবি-শ্রান্তপ্রযুক্তৈর্ভক্তিনিষ্ঠামুৎপদ্যমানায়াং ক্রমেণোপশমঃ। যদি তে জ্ঞায়ন্ত এব তদা ত্বস্তি ক্বচিৎ কশ্চিদ্বিশেষঃ ॥১॥

করিয়া মানব নেত্র নিমীলন করিয়া ধাবমান হইলেও পদস্খলন বা পতিত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হয় না।" এইস্থলে 'নিমীলন করিয়া' এই শব্দের দ্বারা কর্ত্তারই অনুষ্ঠিত কর্ম্মবিশেষ লক্ষণের দ্বারা নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া; এবং ধাবন্ শব্দে স্বাভাবিক পদবিক্ষেপের স্থল অতিক্রম করিয়া গমন করিলেও পদস্খলন হয় না—এই প্রকার অক্ষরার্থের প্রতীতি হয়। উক্ত শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা বোধগম্য হয় যে, কোন ব্যক্তি ভাগবদ্ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তাহার সকল অঙ্গ জানিয়াও অজ্ঞের ন্যায় কোন অঙ্গ লঙ্ঘন করিয়া অনুষ্ঠান করিলেও প্রত্যবায়গ্রস্ত হয় না বা ফলচ্যুতও হয় না—এই অর্থই উপলব্ধ হইতেছে। এস্থলে নিমিলন শব্দে শ্রুতি-স্মৃতি বিষয়ে অজ্ঞান এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। কারণ ঐরূপ লক্ষার্থে মুখ্যার্থের বাধা হয়;—আবার ধাবন্ ও নিমীলন এই দুইপদ দ্বারা দ্বাত্রিংশৎ (বত্রিশ) সেবাপরাধের অভাব ক্রোড়ীকৃত করা হইয়াছে। ইহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু এস্থলে ভগবৎ কথিত উপায় সমূহকে আশ্রয় করিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে। "যানে আরোহণ করিয়া বা পাদুকা ধারণ করিয়া ভগবদ্গৃহে প্রবেশ নিষেধ"—ইত্যাদি বাক্যে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

যথা "সতাং নিন্দেতি" দশসু নাম্নঃ প্রথমোঽপরাধঃ। তত্র নিন্দেত্যনেন দ্বেষ-দ্রোহাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে। ততশ্চ দৈবাৎ তস্মিন্নপরাধে জাতে "হন্ত পামরেণ ময়া সাধুষু অপরাদ্ধমিতি" অনুতপ্তো জনঃ "কৃশানৌ শাম্যতি তপ্তঃ কৃশানুনা এবায়ম্" ইতি ন্যায়েন তৎপদাগ্র-এব নিপত্য প্রসাদয়ামীতি বিষণ্ণচেতসা প্রণতিস্তুতিসন্মানাদিভিস্তস্যোপশমঃ কার্য্যঃ। কদাচিৎ কস্যচন কৈরপি দুষ্প্রসাদনীয়ত্বে বহুদিনমপি তন্মনোভিরোচিন্যনুবৃত্তিঃ কার্য্যা। অপরাধস্যাতিমহত্ত্বাৎ কথঞ্চিৎ তয়াপ্যনিবর্ত্ত্যকোপত্বে "ধিঙ্মামক্ষীণভক্তাপরাধং নিরয়কোটিষু পতন্তম্" ইতি নির্ব্বিদ্য সর্ব্বং পরিত্যজ্য সমাশ্রয়ণীয়া নাম-সংকীর্ত্তন-সন্ততিস্তয়া চ মহাশক্তিমত্যাবশ্যমেব কালে ততঃ স্যাদেবোদ্ধারঃ "কিং মে মুহুর্মুহুরেব পাদপতনাদিভিঃ স্বাপকর্ষস্বীকারেণ "নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্" ইত্যস্যৈব পরমোপায়ঃ স এব সমাশ্রয়ণীয়ঃ" ইতি ভাবনায়াং পূর্ব্ববদেব পুনরপি নামাপরাধঃ। ন চ "কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্" ইত্যাদি সম্পূর্ণধর্ম্মকা এব সন্তস্তেষামেব নিন্দা অপরাধ ইতি বাচ্যম্। "সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ" ইতি তৎপ্রকরণবর্ত্তিনা বচনেন তাদৃশ-

---

আবার সেবাপরাধ স্থলেও—"যে দ্বিপদপশু শ্রীহরির সম্বন্ধে অপরাধ করে"—ইত্যাদি বাক্য সকলে তাদৃশ আচরণের নিন্দাই শ্রবণ করা যায়। আরও ঐ নামাপরাধ সকল প্রাচীন হউক বা আধুনিক হউক, যদি সম্যক্ অজ্ঞানকৃত হয়; তাহার ফলরূপ লক্ষণের দ্বারাই ঐ অপরাধের অনুমান করা হয়। তবে সেস্থলে অবিশ্রান্ত প্রযুক্ত নামের দ্বারা ভক্তিতে নিষ্ঠা উৎপন্ন হইলে ঐ সকল অপরাধ ক্রমশঃ উপশম হইয়া থাকে; যদি সেই সকল অপরাধ জ্ঞানকৃত হয় তৎস্থলে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়॥ ১॥

যেমন "সাধুগণে নিন্দা" দশটি নামাপরাধের মধ্যে প্রথম অপরাধ। তন্মধ্যে নিন্দা শব্দের দ্বারা দ্বেষ, দ্রোহ প্রভৃতিকেও উপলক্ষ্য করা হইয়াছে। দৈবাৎ বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইলে, তাহাতে—"হায়! হায়!! আমি কি পামর! সাধুগণের নিকট অপরাধ করিলাম—অনুতপ্ত ব্যক্তি—"যেমন অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি অগ্নির দ্বারাই শান্তিলাভ করে—এই ন্যায়ানুসারে" আমি তাহাদিগের

দুশ্চরিতানামপি ভগবন্তং ভজতাং কৈমুতিকন্যায়েন সচ্ছব্দবাচ্যত্বেন সূচিতত্বাৎ। কিঞ্চ কশ্চিন্মহাভাগবতত্বাৎ মহাপরাধিন্যপি যদ্যপি ন কুপ্যতি তদপি তত্রাপরাধবতা স্বশুদ্ধ্যর্থং প্রণত্যাদিভিরনুবর্ত্তনীয়ঃ এব সঃ। "সেবং মহাপুরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ততেজঃসুতদেব শোভনং" ইতি সতাংবাক্যেন তচ্চরণরেণূনামসহিষ্ণুতয়া তৎফলপ্রদত্বাবগমাৎ। কিঞ্চ দুরবগমনিষ্কারণকে ক্বচিৎ কৃপাদৃষ্টৌ প্রভবিষ্ণৌ স্বচ্ছন্দচরিতে ক্বচিন্মহাভাগবতমৌলৌ তু ন কাপি মর্য্যাদা পর্য্যাপ্নোতি। যথা শিবিকাং বাহয়তি কটূক্তিবিষবর্ষিণ্যপি রহূগণে শ্রীজড়ভরতস্য

(যে সাধুগণের নিকট অপরাধ) পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিব। এই প্রকার বিষণ্ণচিত্তে প্রণতি, স্তুতি ও সম্মানাদি দ্বারা কৃত অপরাধের উপশম করিবেন। কদাচিৎ যদি কাহাকেও কোন উপায়ে প্রসন্ন করিতে না পারেন, তবে বহুদিন যাবৎ তাঁহার মনোভিপ্রেত আচরণাদিদ্বারা তাঁহার অনুবৃত্তি করিবেন। অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর হইলে কোনরূপে ক্রোধের নিবৃত্তি না হইলে;—"আমাকে ধিক। ভক্তের নিকট অপরাধ ক্ষয় হইল না, ফলে কোটি কোটি নরকে আমাকে পতিত হইতে হইবে।" এই প্রকার নির্ব্বেদের সহিত সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, নিরন্তর শ্রীনাম সংকীর্ত্তনকেই সম্যকরূপে অবলম্বন করিবেন। যেহেতু শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনও মহাশক্তিমান্। অবশ্যই কোনকালে ঐ অপরাধ হইতে উদ্ধার হইবে। পুনঃ পুনঃ পদতলে পতনাদি দ্বারা স্বীয় অপকর্ষ স্বীকারের প্রয়োজন কি?—নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির নামাশ্রয়ের দ্বারাই নামাপরাধের ক্ষয় হয়; সুতরাং পরম উপায় শ্রীনামকীর্ত্তনকেই সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিব,—এই চিন্তা করিয়া নাম করিলেও পূর্ব্বং পুনরায় নামাপরাধই হইয়া থাকে। আবার কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সর্বপ্রাণীর প্রতি ক্ষমাশীল ইত্যাদি সম্পূর্ণ ধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিই সাধু এবং তাঁহাদেরই নিন্দায় অপরাধ; ঐ সকল লক্ষণহীন ব্যক্তির নিন্দায় বৈষবাপরাধ হয় না। উত্তরে শাস্ত্রোক্তি যথা—সর্ব্বাচারবর্জ্জিত, শঠবুদ্ধিযুক্ত, ব্রাত্য জগদ্বঞ্চক ইত্যাদি সেই প্রকরণবর্ত্তি বাক্যে তাদৃশ দুরাচারগণও ভগবানকে ভজন করিলে কৈমুতিক ন্যায়ে সাধুনামে অভিহিত হইবেন। আরও কোনও মহাভাগবতের নিকট মহান্ অপরাধ করিলে যদিও কুপিত হন না, তথাপি তাঁহার নিকট অপরাধী ব্যক্তি স্বীয় আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার চরণে প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনাদি দ্বারা অনুবর্ত্তন কর্ত্তব্য। "মহাপুরুষের পদধূলিসমূহের

কৃপা। যথা চ পাষণ্ডধর্ম্মাবলম্বিনি স্বহিংসার্থমুপসেদুষি দৈত্যসমূহে উপরিচরস্য বসোশ্চেদিরাজস্য। যথা বা মহাপাপিনি স্বললাটে রুধিরপাতিন্যপি মাধবে প্রভুবরস্য নিত্যানন্দস্যেতি। এবমেব গুরোরবজ্ঞা ইত্যত্রাপি জেয়ম্। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোরিত্যত্রৈবং বিবেচনীয়ম ॥২॥

চৈতন্যং হি দ্বিবিধং ভবতি স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ। তত্র প্রথমং সর্ব্বব্যাপকমীশ্বরাখ্যং দ্বিতীয়ং দেহমাত্রব্যাপিশক্তিকং জীবাখ্যমীশিতব্যম্। ঈশ্বরচৈতন্যং দ্বিবিধং মায়াস্পর্শরহিতং লীলয়া স্বীকৃতমায়াস্পর্শঞ্চ। তত্র প্রথমং নারায়ণাদ্যভিধম্। যদুক্তম্—"হরি র্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পর" ইতি। দ্বিতীয়ং শিবাদ্যভিধম্। যদুক্তম্

দ্বারা নিরস্ত তেজ" এই সাধুবাক্যে তাঁহার চরণরেণু সমূহের অপরাধ অসহিষ্ণুতা হেতু অপরাধ অনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। দুর্জ্ঞেয় কোন কারণ বশতঃ কৃপাদৃষ্টি দানে সমর্থ স্বতন্ত্রভাবসম্পন্ন কোন মহাভাগবতের পক্ষে কোন মর্য্যাদাই পর্য্যাপ্ত নয়। যেমন শিবিকাবাহনে নিযুক্ত হইয়াও এবং কটূক্তিবিষ বর্ষণ করিলেও রহুগণ প্রতি মহাভাগবত জড়ভরতের কৃপা দেখা যায়। যেমন পাষণ্ড ধর্ম্মাবলম্বী দৈত্যগণ তাঁহাকে হিংসা করিতে উদ্যত হইলেও চেদিরাজ উপরিচর বসু দৈত্যগণকে কৃপাই করিয়াছিলেন। যেমন স্বীয় ললাটে রক্তপাত করিলেও মহাপাপী মাধাইয়ের প্রতি পরমকরুণ প্রভু-নিত্যানন্দের কৃপা। এইপ্রকার শ্রীগুরুর অবজ্ঞা প্রভৃতি স্থলেও নামাপরাধ জানিবে। শ্রীশিবের এবং শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপাদি ভেদ বিষয়ে সে ব্যবস্থা তাহা এখানেই বিবেচনীয় ॥ ২ ॥

চৈতন্য দুই প্রকার। (১) স্বতন্ত্র (২) অসতন্ত্র। তাহার মধ্যে প্রথমটি সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরাখ্য-চৈতন্য। দ্বিতীয়টি দেহমাত্র ব্যাপী শক্তিবিশিষ্ট জীবাখ্য এবং ঈশ্বরাখ্য চৈতন্যের অধীন। ঈশ্বরাখ্য চৈতন্য দ্বিবিধ—(১) মায়াস্পর্শশূন্য (২) স্বেচ্ছায় মায়াস্পর্শ-স্বীকৃত। তাহার মধ্যে মায়াস্পর্শশূন্য চৈতন্য শ্রীনারায়ণাদি নামে অভিহিত। তাই উক্ত আছে—"হরিই প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ।" দ্বিতীয় স্বেচ্ছায় মায়াস্পর্শ স্বীকৃত ঈশ্বরাখ্য চৈতন্য শ্রীশিবাদি নামে অভিহিত। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—শ্রীশিব নিত্য শক্তিযুক্ত ত্রিলিঙ্গ ও গুণাবৃত। এখানে 'গুণসংবৃত'—এই লক্ষণে শ্রীশিবকে জীব বলিয়া

—"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত" ইতি। অত্র গুণ-সংবৃতলিঙ্গেনাপি তস্য জীবত্বং নাশঙ্কনীয়ম্।

"ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতুঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি" ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ।

অন্যত্র চ পুরাণাগমাদিষু বহুত্র ঈশ্বরত্বেন প্রসিদ্ধেশ্চ। যত্তু 'সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা' ইত্যত্র 'স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরা' ইত্যনেন তৎসাধারণ্যাৎ ব্রহ্মণ্যপীশ্বরত্বমবগম্যতে তদীশ্বরাবেশাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। 'ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকট-য়ত্যাপি তদ্বদত্র। ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা' ইতি ব্রহ্ম-

---

আশঙ্কা করা যাইতে পারা যায় না। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত আছে—দুগ্ধ যেমন বিকার বিশেষের যোগে দধি সংজাত হয়; কিন্তু সেই দধি যেরূপ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক বস্তু নয়; তদ্রূপ কার্য্যের জন্য শম্ভুরূপে অবতীর্ণ হন্, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি। অন্যত্র বহু পুরাণ ও আগমাদিতে শ্রীশিবের ঈশ্বরত্ব প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীভাগবতে উক্ত আছে—একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীহরি সত্ত্ব, রজ ও তম,—এই গুণত্রয়ে সংবৃত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহাররূপ কার্য্যভেদে শ্রীহরি; বিরিঞ্চি ও শ্রীশিব এই তিন নাম ধারণ করেন। আর এই সাধারণ্য হেতু শ্রীব্রহ্মার ও ঈশ্বরত্ব অবগত হওয়া যায়; এবং তাহা ঈশ্বরাবেশ হইতেই হইয়া থাকে জানিবে। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত আছে,—সূর্য্য যেমন সকল প্রস্তরেই স্বীয় তেজের কিয়দংশ প্রকাশ করেন; কিন্তু সূর্য্যকান্ত মণিতেই তেজ প্রতিফলিত হয়। সেইরূপ সেই পরমেশ্বরের স্বীয় শক্তির প্রকাশেই ব্রহ্মা জগদণ্ডের বিধানকর্ত্তা হইয়া থাকেন। তথা শ্রীভাগবতে—"পার্থিব অর্থাৎ প্রকাশরহিত দারু হইতে ধূম শ্রেষ্ঠ, ধূম অপেক্ষা ত্রয়ীময় অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা হইতে বেদবিহিত কর্ম্ম সাধিত হয়। সেইরূপ তম হইতে রজ শ্রেষ্ঠ, রজ হইতে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ,—যাহা হইতে ব্রহ্ম দর্শন হয়। এখানে তমগুণ হইতে রজগুণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইলেও বস্তুতঃ ধূমস্থানীয় রজগুণে শুদ্ধ তেজস্থানীয় ঈশ্বরোপলব্ধি হয় না। আবার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্থানীয় সত্ত্বগুণে শুদ্ধ তেজস্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধি

সংহিতোক্তেঃ। তথা—"পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্।" ইত্যত্র তমসঃ সকাশাৎ রজসঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বস্তুতো রজসি ধূমস্থানীয়ে শুদ্ধতেজঃস্থানীয়স্যেশ্বরস্যানুপলব্ধেশ্চ। সত্ত্বে সংজ্বলনাগ্নৌ শুদ্ধতেজসঃ সাক্ষাদিব পার্থিবে দারুস্থানীয়ে তমস্যপি তস্যান্তর্হিততয়োপলব্ধিরস্ত্যেব। তৎকার্য্যসুষুপ্তৌ নির্ভেদজ্ঞানসুখানুভব ইবেত্যাদি বিচার্য্য তত্ত্বমবসেয়ম্। অথেশিতব্যং চৈতন্যঞ্চ স্বদশাভেদেন দ্বিবিধম্; অবিদ্যয়াবৃতমনাবৃতঞ্চ। তত্রাবৃতং দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি। অনাবৃতং দ্বিবিধম্;—ঈশ্বরৈশ্বর্য্যশক্ত্যানাবিষ্টমাবিষ্টঞ্চ। অনাবিষ্টং স্থূলতো দ্বিবিধম্; জ্ঞানভক্তিসাধনবশাৎ

হইলেও দারুস্থানীয় তমোগুণের অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিতভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়। তমোগুণের কার্য্য যে সুষুপ্তি, তাহাতে নির্ভেদ জ্ঞান-সুখের অনুভব সদৃশ এই সকল বিচার করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইবে। অনন্তর ঈশ্বরের অধীন জীব-চৈতন্য স্বীয় দশা ভেদে দুই প্রকার:—(১) অবিদ্যা দ্বারা আবৃত ও (২) অনাবৃত। তাহার মধ্যে আবৃত-চৈতন্য দেব-মনুষ্য-তির্য্যক প্রভৃতি। অনাবৃত চৈতন্য দুই প্রকার—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যশক্তির-দ্বারা অনাবিষ্ট ও আবিষ্ট। তাহার মধ্যে অনাবিষ্ট-চৈতন্য স্থূলতঃ দুই প্রকার—জ্ঞান-ভক্তির সাধনবশে ঈশ্বরে লীন ও তাঁহাতে অলীন। প্রথমটি শোচনীয়। দ্বিতীয় অবস্থায় শ্রীভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদন করা যায়—এজন্য শোচনীয় নয়। আবিষ্ট চৈতন্য দুইপ্রকার—(১) চিদংশসম্ভূত জ্ঞানাদি শক্তিকর্ত্তৃক আবিষ্ট, (২) মায়াংশভূত সৃষ্ট্যাদি ঐশ্বর্য্যশক্তিদ্বারা আবিষ্ট। তাহার মধ্যে প্রথম জ্ঞানশক্ত্যাবিষ্ট চতুঃসনাদি; দ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশক্ত্যাবিষ্ট ব্রহ্মাদি। এইপ্রকার চৈতন্যের একরূপত্ব হেতু বিষ্ণু ও শিবের অভেদই প্রযুক্ত হইতেছে। এইরূপ হইলেও নিষ্কামব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব হেতু তাঁহাদিগের উপাস্যত্ব ও অনুপাস্যত্ব বিচার করিতে হইবে। চৈতন্যের পার্থক্যহেতুই বিষ্ণু-ব্রহ্মাদিরও ভেদই হয়। আবার কোন কোন পুরাণবাক্যে—"সূর্য্যের এবং তদাবিষ্ট সূর্য্যকান্তমণির অভেদের ন্যায় বিষ্ণু ও ব্রহ্মার অভেদ দেখা যায়।" আবার কোন মহাকল্পে ঈশ্বরাবিষ্ট জীবও ব্রহ্মার ন্যায় শিব হইয়া থাকেন। উক্ত আছে—"কোন কোন সময় ব্রহ্মার ন্যায় শিবেরও জীববিশেষত্ব কথিত হইয়াছে। অতএব—যিনি দেব নারায়ণকে ব্রহ্মারুদ্রাদির সমান মনে

ঈশ্বরে লীনমলীনঞ্চ। প্রথমং শোচ্যং; দ্বিতীয়ং তন্মাধুর্য্যাস্বাদ্য-শোচ্যম্। আবিষ্টঞ্চ দ্বিবিধম্-চিদংশভূতজ্ঞানাদিভির্মায়াংশভূতসৃষ্ট্যাদিভিশ্চেতি। প্রথমং চতুঃসনাদি; দ্বিতীয়ং ব্রহ্মাদীতি। এবঞ্চ বিষ্ণু-শিবয়োরভেদ এব প্রসক্তশ্চৈতন্যৈকরূপ্যাৎ। নিষ্কামৈরুপাস্যত্বানুপাস্যত্বে তু নির্গুণত্বসগুণত্বাভ্যামেবেত্যবগন্তব্যম্। বিষ্ণুব্রহ্মাদ্যোস্তু ভেদ এব চৈতন্যপার্থক্যাদেব। ক্বচিত্তু সূর্য্যস্য তদাবিষ্টসূর্য্যকান্তমণেরভেদ ইব বিষ্ণুব্রহ্মণোরভেদশ্চ পুরাণবচনেষু দৃষ্টঃ। কিঞ্চ ক্বচিন্মহাকল্পে শিবোঽপি ব্রহ্মেব ঈশ্বরাবিষ্টা জীব এব ভবেৎ। যদুক্তম্—"ক্বচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিবেতি।" অতএব—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

(হরিভক্তিবিলাস ১।৭৩)

করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হইবেন। এই বাক্যসকলও ব্রহ্মসাহচর্য্যেই সঙ্গত হইতেছে। এইপ্রকার সর্বতোভাবে আলোচনা না করিয়া যাঁহারা বলেন—"বিষ্ণুই ঈশ্বর,—শিব নহেন অথবা শিবই ঈশ্বর বিষ্ণু নহেন। আমরা বিষ্ণুর অনন্য ভক্ত শিবকে দেখিবব না; কিংবা আমরা শিবের অনন্য ভক্ত বিষ্ণুকে দেখিব না"—এইরূপ বিবাদগ্রস্ত-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ উৎপন্ন হইলে, কালক্রমে কোনও তত্ত্বপর্য্যালোচনাভিজ্ঞ সাধু কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া শিবকে শ্রীভগবৎ-স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে জানিতে পারেন, তখন শ্রীনামকীর্ত্তনের দ্বারাই তাঁহাদের অপরাধ ক্ষয় হইয়া থাকে। এইপ্রকার এই শ্রুতিসমূহ ভগবদ্ভক্তির ইঙ্গিতও করিতেছেন না, অতএব এই শ্রুতিসকল বহির্ম্মুখ কর্ত্তৃক বিগীত হইবার যোগ্য—এইরূপে জ্ঞান-কর্ম্মাদি প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলের যে মুখে নিন্দা করা হইয়াছে—সেই মুখেই যদি সেই শ্রুতিসকলকে এবং তদনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দনপূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনরূপ চতুর্থ অপরাধ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। যেহেতু ঐ শ্রুতিসকল পরমকারুনিক। যদি সেই অপরাধীগণ ভাগ্যবশে শ্রুতি-তাৎপর্য্যাভিজ্ঞজন দ্বারা প্রবোধিত হইয়া বুঝিতে পারে যে শ্রুতিসকল করুণা করিয়া ভক্তিমার্গে অনধিকারী, স্বেচ্ছাচারী ও অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণকেও

ইতি বচনমপি ব্রহ্ম-সাহচর্য্যেণ সঙ্গচ্ছতে ইতি। এবমপর্য্যালোচয়তাং বিষ্ণুরেবেশ্বরো ন শিবঃ শিব এবেশ্বরো ন বিষ্ণুর্বয়মনন্যা নৈব পশ্যামঃ শিবং বয়ঞ্চ ন বিষ্ণুমিত্যাদি বিবাদগ্রস্তমতীনামপরাধে জাতে কালেন কদাচিৎ তত্তাৎপর্য্যালোচনবিজ্ঞসাধুজনপ্রবোধিতত্বে তেষামেব শিবস্য ভগবৎস্বরূপাদভিন্নত্বেন লব্ধপ্রতীতীনাং নামকীর্ত্তনেনৈবাপরাধক্ষয়ঃ। এবঞ্চ নৈতা ভগবদ্ভক্তিং স্পৃশন্তি বহির্ম্মুখ্যো বিগীতা ইতি জ্ঞান-কর্ম্মপ্রতিপাদিকাঃ শ্রুতীর্যেনৈব মুখেনানিন্দংস্তেনৈব মুখেন তাস্তদ্-নুষ্ঠাতৃংশ্চ জনান্ মুহুরভিনন্দ্য নামভিরুচ্চৈঃ সংকীর্ত্তিতৈঃ শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনরূপাচ্চতুর্থাপরাধান্নিস্তরেয়ুঃ। যতস্তাঃ শ্রুতয়ো ভক্তিমার্গেষ্বনধি-কারিণঃ স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ পরমরাগান্ধানপি বর্ত্মমাত্রমধ্যারোহয়িতুমুদ্যতাঃ পরমকারুণিকা এবেতি তত্তাৎপর্য্যবিজ্ঞজনপ্রবোধিতা যদি ভাগ্য-বশাদ্ভবেয়ুস্তদৈবেতি। এবমেবান্যেষামপি ষণ্ণামপরাধানামুদ্ভবনিবৃত্তি-নিদানানি অবগন্তব্যানি ॥৩॥

অথ ভক্ত্যুত্থাস্তে চ মূলশাখাত উপশাখা ইব ভক্ত্যৈব ধনাদিলাভ-পূজাপ্রতিষ্ঠাদ্যাঃ স্ববৃত্তিভিঃ সাধকচিত্তমপ্যুপরজ্য স্ববৃদ্ধ্যা মূল-শাখামিব ভক্তিমপি কুণ্ঠয়িতুং প্রভবন্তীতি। তেষাং চতুর্ণাম্ অনর্থা-

---

শাস্ত্রবিহিত পথে উন্নত করাইতে তাহার এই উদ্যম। এই প্রকারেই অন্যান্য ছয়টি নামাপরাধের উদ্ভব ও নিবৃত্তির নিদানসমূহ জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

অতঃপর ভক্তি হইতে উত্থিত অনর্থ—ভক্তি হইতে উত্থিত ভক্তিরূপ মূলশাখা হইতে উপশাখার ন্যায় ভক্তির দ্বারাই ধনাদিলাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উৎপাদনপূর্ব্বক নিজ বৃত্তিসমূহ দ্বারা সাধকের চিত্তকেও উপরঞ্জিত করিয়া নিজ বুদ্ধিদ্বারা মূল-শাখাসদৃশ ভক্তিকেও কুণ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। সেই চারিপ্রকার অনর্থের নিবৃত্তিও পাঁচপ্রকার। একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। তন্মধ্যে 'গ্রামদগ্ধ পটভগ্ন' এই ন্যায়ানুসারে অপরাধোত্থ অনর্থ সমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার অনন্তর একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠা উৎপন্ন হইলে বহুলদেশবর্ত্তিনী, রতি উৎপন্ন হইলে প্রায়িকী, প্রেম উৎপন্ন হইলে পূর্ণা এবং শ্রীভগবৎ পাদপদ্মলাভ হইলে আত্যন্তিকী অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। চিত্রকেতুর ভগবৎ-প্রাপ্তি হইলেও শ্রীমহাদেবের নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন কিরূপে?

নাং নিবৃত্তিরপি পঞ্চবিধা। একদেশবর্ত্তিনী বহুদেশবর্ত্তিনী প্রায়িকী পূর্ণা আত্যন্তিকী চেতি। তত্র "গ্রামো দগ্ধঃ পটো ভগ্ন" ইতি ন্যায়েনাপরাধোত্থানামনর্থানাং নিবৃত্তির্ভজনক্রিয়ানন্তরমেকদেশবর্ত্তিনী নিষ্ঠায়ামুৎপন্নায়াং বহুলদেশবর্ত্তিনী রতাবুৎপদ্যমানায়াং প্রায়িকী প্রেম্নী পূর্ণা শ্রীভগবৎপদপ্রাপ্তা-বাত্যন্তিকী। যস্তু তত্রাপি চিত্রকেতৌ কাদাচিৎকো মহদপরাধঃ স প্রাতীতিক এব ন বাস্তবঃ। সত্যাং প্রেমসম্পত্তৌ পার্ষদত্ববৃত্রত্বয়োর্বৈশিষ্ট্যাভাবসিদ্ধান্তাৎ। জয়-বিজয়য়োস্ত্বপরাধকারণং প্রেমবিজৃম্ভিতা স্বেচ্ছৈব। সা চ "হে প্রভুবর দেবাদিদেব নারায়ণ অন্যত্রাল্পবলত্বাৎ অস্মাসু তু প্রাতিকূল্যা-ভাবাৎ যদি তত্র ভবতো যুযুৎসা ন সম্পদ্যতে তদা আবামেব কেনাপি প্রকারেণ প্রতিকূলীকৃত্য তদ্ যুদ্ধসুখমনুভূয়তা-মিত্যাবয়োঃ স্বতঃ পরিপূর্ণতায়াম্ অণুমাত্রমপি ন্যূনত্বমসহমানয়োঃ কিঙ্করয়োঃ প্রার্থনাহঠঃ স্বভক্তবাৎসল্যগুণমপি লঘূকৃত্য নিষ্পাদ্যতামিত্যাকারা কাদাচিৎক-প্রসঙ্গভবা মানসা মনসৈব জেয়া। তথা দুষ্কৃতোত্থানাং ভজনক্রিয়া-নন্তরমেব প্রায়িকী নিষ্ঠায়াং জাতায়াং পূর্ণা আসক্তাবেবাত্যন্তিকী। তথা ভক্ত্যুত্থানাং ভজনক্রিয়ানন্তরমেকদেশবর্ত্তিনী নিষ্ঠায়াং পূর্ণা রুচাবাত্যন্তিকীতি অনুভবিনা বহুদৃশ্বনা সম্যগ্ বিবিচ্যানুমন্তব্যম্ ॥৪॥

উত্তরে বলিতেছেন—সেস্থলে শ্রীচিত্রকেতুর যে মহদপরাধ তাহা প্রাতীতিক মাত্র,—বাস্তবিক নহে। কারণ শাপগ্রস্থ অর্থাৎ বৃত্রত্বপ্রাপ্তির পরও তাহার প্রেমসম্পত্তি বিদ্যমান থাকাতে পার্ষদত্ব ও বৃত্তত্বের বৈশিষ্ট্যের অভাবই সিদ্ধ হইতেছে। জয় বিজয়ের অপরাধের কারণ ও তাঁহাদের প্রেমবিজৃম্ভিতা স্বেচ্ছায়ই জানিতে হইবে। তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে প্রভো! দেবাদিদেব নারায়ণ! আপনার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইতে পারে এরূপ বলবান অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না এবং আমাদের বল থাকিলেও আপনার প্রতি প্রাতিকল্যের অভাব আছে। সেক্ষেত্রে আমাদিগকে কোনও প্রকারে আপনার বিরোধী করিয়া আমাদের সহিত সেই যুদ্ধসুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃ পরিপূর্ণতায় অনুমাত্রও ন্যূনতা আমরা সহ্য করিতে পারি না। আমরা আপনার দাস। আপনার ভক্তবাৎসল্যগুণকে লঘু করিয়াও আমাদের

নন্থ "অংহঃসংহর দখিলং সকৃদুদয়াদেবেতি যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ" ইত্যাদি প্রমাণশতাদজামিলাদ্যুপাখ্যানেষ্বেকস্যৈব নামাভাসস্যাবিদ্যাপর্য্যন্তসর্ব্বানর্থনিবৃত্তিপূর্ব্বকভগবৎপ্রাপকত্বানুভবাদ্ভগবদ্ভক্তানাং দুরিতাদিনিবৃত্তাবুক্তঃ ক্রমো ন সঙ্গচ্ছতে। সত্যম্। নাম্ন এতাবত্যেব শক্তি নাত্র সন্দেহঃ। পরন্তু স্বাপরাধিষ্বপ্রসন্নেন তেন যৎ স্বশক্তিঃ সম্যক্ ন প্রকাশ্যতে তদেবদুষ্টতাদীনাং জীবাতুরিত্যবগন্তব্যম্। কিন্তু যমদূতানাং তদাক্রমণে ন শক্তিঃ। ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তীত্যাদেঃ। ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিরিত্যত্র যমের্যোগাঙ্গৈরিতি ব্যাখ্যেয়ম্। যথা সমর্থেন পরমাঢ্যেনাপি স্বামিনা কৃতাপরাধঃ স্বজনো যদি ন পাল্যতে কিন্তু তত্রোদাস্যতে তদৈব দুঃখদারিদ্র্যমালিন্যশোকাদয়ঃ ক্রমেণ লব্ধাবসরা ভবন্তি ন ত্বন্যদীয়া জনাঃ কেঽপি কদাপীতি জ্ঞেয়ম্। তথাচ পুনঃ স্বস্বামিনো মনোভিরোচিন্যামনুবৃত্তৌ সত্যাং শনৈস্তৎপ্রসাদাদ্দুঃখদারিদ্র্যাদয়ঃ শনৈরপযান্তি। তথা ভগবদ্ভক্তশাস্ত্রগুরুপ্রভৃতিভিরমায়য়া মুহুঃ সেবিতৈঃ শনৈরেব তস্য নাম্নঃ প্রসাদে দুরিতাদীনামপি শনৈরেব নাশঃ। ইতি নাস্তি বিবাদঃ।

প্রার্থনা পূর্ণ কর। যদি কখনও প্রসঙ্গজাত এইরূপ অপরাধময় বাসনা মনে উঠে, সেই মানসিক ভাবকে মনের দ্বারাই জয় করিবে।

দুষ্কৃতোত্থ অনর্থসমূহেরও ভজনক্রিয়ার অনন্তর প্রায়িকী, নিষ্ঠা উৎপন্ন হইলে পূর্ণা, আসক্তি জাত হইলে আত্যন্তিকী। তথা ভক্তি হইতে জাত প্রতিষ্ঠাদি অনর্থসমূহের ভজনক্রিয়া আরম্ভে—একদেশব্যাপী, নিষ্ঠায় পূর্ণা, রুচিতে আত্যন্তিকী—ইহা অনুভবী, বহুদর্শী সাধকগণ সম্যক্ বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন ॥৪॥

যদি বল সূর্য্যের একবার উদয়মাত্রেই তমোরাশিকে ধ্বংস করেন। যে শ্রীভগবানের নাম একবার শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়,—ইত্যাদি শত শত প্রমাণ বিদ্যমান; অজামিলাদির উপাখ্যানসমূহে এক নামাভাসেই অবিদ্যা পর্য্যন্ত সর্ব্ব অনর্থ নিরসনপূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপকত্ব অনুভব হেতু ভগবদ্ভক্তগণের দুরিতাদি নিবৃত্তি বিষয়ে যে ক্রম উক্ত হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয়

ন চ মম কোঽপি নাস্তি নামাপরাধ ইতি বক্তব্যং ফলেনৈব ফলকারণস্যাপরাধস্য প্রাচীনস্যার্ব্বাচীনস্য বা অনুমানাৎ। ফলঞ্চ বহুনামকীর্ত্তনেঽপি প্রেমলিঙ্গানুদয় ইতি। যদুক্তম ;—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ ইতি।

ভাঃ ২।৩।২৪

তথাহি নামাপরাধপ্রসঙ্গ এব—(ভঃ রঃ সিঃ)

"কে তেঽপরাধা বিপেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ।
বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি হি।" ইতি।

তদীয়গুণনামাদীনি সদ্যঃ প্রেমপ্রদান্যপি শ্রুতানি কীর্ত্তিতানি চ তত্তীর্থাদিকং সদ্যঃ সিদ্ধিদমপি চিরাৎ সেবিতং তন্নিবেদিতানি ঘৃতদুগ্ধতাম্বূলাদীনি সদ্যঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়তরঙ্গনিবর্ত্তকানি মুহুরাস্বাদ্য উপ-

---

নাই। ইহা সত্য ; নামের এইরূপই শক্তি !—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু স্ব-অপরাধীগণের (অর্থাৎ নামাপরাধীর) প্রতি অপ্রসন্নতা হেতু নাম যে সকল ব্যক্তিতে সম্যকরূপে নিজ শক্তি প্রকাশ করেন না, তাহাই দুষ্টতা ও অনর্থাদির অস্তিত্বের কারণ জানিতে হইবে। কিন্তু সেইসকল ব্যক্তিগণকেও যমদূতগণের আক্রমণের সামর্থ্য নাই। কারণ উক্ত আছে তাদৃশ ব্যক্তিগণ যম এবং তাহার পাশধারী দূতগণকে স্বপ্নেও দর্শন করেন না। তাহার "যমাদি দ্বারাও শুদ্ধি নাই"—এই বাক্যে যম শব্দে 'যোগাঙ্গ যম-নিয়মাদি' অর্থই জানিতে হইবে। যেমন প্রভূত ধনশালী সমর্থ প্রভু যদি অপরাধকারী স্বজনকে না পালন করেন ; কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে—ক্রমশঃ ঐ ব্যক্তি দুঃখ-দারিদ্র্য-মালিন্য-শোকাদি প্রাপ্ত হয়—পরন্তু অনাত্মীয় কখনও পালিত হয় না জানিতে হইবে। পুনরায় নিজ প্রভুর মনের অভিরুচি অনুসারে অনুবৃত্তি করিলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার (অসন্তোষ দূরীভূত হইলে) অনুগ্রহে দুঃখদারিদ্রাদি উপশম হইয়া থাকে। তদ্রূপ ভগবদ্ভক্ত-শাস্ত্র ও গুরু প্রভৃতির অকপটে নিরন্তর সেবা করিলে ক্রমে নামের কৃপায় তাহার দুরিতাদিও ক্রমশঃ নাশপ্রাপ্ত হয়॥ এ বিষয়ে কোন বিবাদ নাই। কেহ যদি বলেন আমার কোনও নাম-অপরাধ নাই—ইহা বলা যায় না। ফলের দ্বারাই ফলকারণ প্রাক্তন বা আধুনিক অপরাধের অনুমান হইয়া থাকে। প্রচুর

যুক্তান্যেব স্বতঃ পরমচিন্ময়ান্যপ্যেতানি যস্মাৎ প্রাকৃতানীব ভবন্তি তেঽপরাধাঃ কে ভগবন্নাম্ন ইতি সোৎকম্পসবিস্ময়ঃ প্রশ্নঃ। নন্বেবং সতি নামাপরাধবতো জনস্য ভগবদ্বৈমুখ্যস্যৈবৌচিত্যাৎ তদুক্তং গুরুপাদাশ্রয়ভজনক্রিয়াদিকমপি ন সম্ভবেৎ। সত্যম্। প্রবর্ত্তমানে মহাজ্বর ইব ওদনাদেররোচকত্বাদেবানুপাদানমিব নামাপরাধস্য গাঢ়ত্বে সতি তত্র পুংসি শ্রবণকীর্ত্তনাদিভজনক্রিয়ায়া অবকাশ এব ন স্যাদিত্যত্র কঃ সন্দেহঃ। কিন্তু জ্বরস্য মৃদুত্বে চিরন্তনত্বে ওদনাদেরপি কিঞ্চিদ্রোচকত্বমিব। বহুদিনতো ভোগেনাপরাধস্য ক্ষীণবেগত্বে মৃদুত্বে চ ভগবদ্ভক্তৌ কিঞ্চিন্মাত্ররুচিঃ স্যাদিতি পুংসঃ প্রসজ্জতি ভক্ত্যাধিকারঃ। ততশ্চ যথা পোষ্টিকান্যপি দুগ্ধৌদনাদীনি জীর্ণজ্বরবন্তং পুমাংসং ন পুষ্যন্তি কিঞ্চিৎ পুষ্যন্তি চ কিন্তু গ্লানিকার্শ্যেন নিবর্ত্তয়িতুং

নামকীর্ত্তন করিলেও প্রেমলক্ষণ আবির্ভাব না হওয়াই নামাপরাধের ফল। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে—(ভাঃ ২।৩।২৪) অহো! বহু হরিনাম গ্রহণ করিলেও যে হৃদয়ে বিক্রিয়া হয় না, বিকার হইলে নেত্রে জল, গাত্রে রোমহর্ষ হয় না, তবে সে হৃদয় পাষাণের-সারভাগ (বজ্রসদৃশ) নিরস কঠিন জানিতে হইবে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নাম-অপরাধ প্রসঙ্গে—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শ্রীভগবানের নামের প্রতি যে সকল কৃত অপরাধের ফলে মনুষ্যগণের সুকৃতি বিনষ্ট হয়, অপ্রাকৃত বিষয়ে প্রাকৃত আনয়ন করে—সে অপরাধসমূহ কি?

সদ্য প্রেমপ্রদানকারী শ্রীভগবানের গুণ ও নাম সকল শ্রুত ও কীর্ত্তিত হইলেও এবং ভগবদ্-সম্বন্ধীয় তীর্থাদি সদ্য সিদ্ধিপ্রদ হইলে এবং বহুকাল সেবিত হইলেও; সদ্য ইন্দ্রিয়বিক্ষেপ নিবর্ত্তক শ্রীভগবন্নিবেদিত ঘৃত-দুগ্ধ-তাম্বুলাদি পুনঃ পুনঃ আস্বাদপ্রাপ্ত হইয়াও এই সমস্ত দ্রব্য স্বভাবতঃ পরমচিন্ময়যোগ্য হইলেও যাহা হইতে (যে অপরাধ হইতে) প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীতি হয় সেইসকল ভগবন্নামাপরাধ কি? এ বিষয়ে উৎকম্প ও বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করা হইতেছে।

যদি বল এরূপ হইলে উক্ত নামাপরাধী ব্যক্তির ভগবদ্বৈমুখ্যই হওয়া উচিত এবং তন্নিমিত্ত তাহার গুরুপাদাশ্রয় ও ভজন ক্রিয়াদি অসম্ভব হওয়াই উচিত। এ কথা সত্য সত্য; কিন্তু প্রবল জ্বরে অরোচকত্ব বিদ্যমান থাকায় যেমন অন্নাদির গ্রহণই সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ নামাপরাধের গাঢ়তা বিদ্যমানতাই যে পুরুষের

শক্নুবন্তি কালেনৌষধপথ্যয়োঃ সেবিতয়োঃ শক্নুবন্তি চ। তথৈব তাদৃশস্য ভক্ত্যধিকারিণঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীনি কালেনৈব ক্রমেণৈব সকলং প্রকাশয়ন্তীতি সাধূক্তমাদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠেত্যাদি। কৈশ্চিত্তু নামকীর্ত্তনাদিবতাং ভক্তানাং প্রেমলিঙ্গাদর্শনেন পাপপ্রবৃত্ত্যা চ ন কেবলমপরাধঃ কল্প্যতে ব্যবহারিকবহুদুঃখদর্শনেন চাপি প্রারব্ধনাশা-ভাবশ্চ। নিরপরাধত্বেন নির্দ্ধারিতস্যাজামিলস্যাপি স্বপুত্রনামকরণ-প্রতিদিনবহুধাতন্নামাহ্বানসময়েষ্বপি প্রেমাভাবদাসীসঙ্গাদিপাপপ্রবৃত্তি-দর্শনাৎ, প্রারব্ধাভবেঽপি যুধিষ্ঠিরাদের্ব্যবহারিকবহুদুঃখ দর্শনাচ্চ।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়ার অবকাশই হয় না—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ জ্বর মৃদু ও পুরাতন হইলে যেমন অন্নাদি কিঞ্চিৎ রুচিকর হয়, তদ্রূপ বহুদিন ভোগের পর নামাপরাধের বেগ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ ও মৃদু হইলে ভগবদ্ভক্তিতে কিঞ্চিৎ রুচি জন্মিয়া থাকে। এই প্রকারে তাদৃশ পুরুষের ভক্তিতে অধিকার জন্মে—ইহা সিদ্ধ হইতেছে। তারপর যেরূপ দুগ্ধাদি পুষ্টিকর খাদ্য জীর্ণজ্বরবিশিষ্ট পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে পোষণ করে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পোষণ করিলেও তাহার গ্লানি বা কৃশতা নষ্ট করিতে পারে না; পরন্তু কালে ঔষধ পথ্যাদি উপযুক্তরূপে সেবন করিতে করিতে সম্ভবপর হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাদৃশ ভক্তির অধিকারীতেও কালে ক্রমশঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে ভজনক্রিয়াজন্য সাধুসঙ্গ তৎপরে ভজনক্রিয়া, তারপর অনর্থ নিবৃত্তি, (অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধের নাশ) তারপর নিষ্ঠা ইত্যাদি যে ক্রমের কথা শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইয়াছে। কেহ কেহ নামকীর্ত্তনাদি-পরায়ণ ভক্তগণের প্রেমচিহ্ন স্বরূপ বিকারের অদর্শনে এবং পাপে প্রবৃত্তি দেখিয়া কেবল যে তাহাদের নামাপরাধের কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা নহে; পরন্তু ব্যবহারিক বহু দুঃখ দর্শন করিয়া তাহাদিগের প্রারব্ধনাশের অভাবও কল্পনা করিয়া থাকেন। যেমন নিরপরাধ বলিয়া নির্দ্ধারিত অজামিলেরও স্বপুত্রের নামকরণ এবং প্রতিদিন বহুবার নাম ধরিয়া আহ্বান সময়েও প্রেমাভাব এবং দাসীসঙ্গাদি পাপ প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে। এইপ্রকার প্রারব্ধ অভাবেও শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির ব্যবহারিক বহু দুঃখ দেখা যায়। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে,

তস্মাৎ ফলন্নপি বৃক্ষঃ প্রায়শঃ কাল এব ফলতি ইতিবৎ নিরপরাধেষু প্রসীদদপি নাম স্বপ্রসাদং কাল এব প্রকাশয়েৎ। পূর্ব্বাভ্যাসাৎ ক্রিয়মাণা পাপরাশিরপিউৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশ ইবাকিঞ্চিৎকরা এব। রোগ-শোকাদি দুঃখমপি ন প্রারব্ধফলম্। "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥" ইতি।

"নির্ধনত্বমহারোগো মদনুগ্রহলক্ষণম্।" ইত্যাদি বচনাৎ।

স্বভক্তহিতকারিণা তদীয়দৈন্যোৎকণ্ঠাদিবর্দ্ধন চতুরেণ ভগবতৈব দুঃখস্য দীয়মানত্বাৎ কর্ম্মফলত্বাভাবেন ন প্রারব্ধত্বমিত্যাহুঃ ॥৫॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং সর্ব্বগ্রহপ্রশমিনী নাম তৃতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ ॥৩॥

ফলবান বৃক্ষ হইলেও যেমন যথাকালে ফল প্রসব করে, সেইরূপ নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি শ্রীনাম প্রসন্ন হইলেও তিনি যথাকালে নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে ঐ সকল ভক্তের পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ ক্রিয়মাণ যে পাপসমূহ, তাহা বিষদন্তহীন সর্পের দংশনের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং তাঁহাদের রোগ-শোকাদি দুঃখও তাদৃশ অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ প্রারব্ধের ফল নহে। কারণ, শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন—"যাহার প্রতি আমি অনুগ্রহ করি, তাহার ধনাদি ক্রমে ক্রমে হরণই করিয়া থাকি। সেই ব্যক্তি নির্ধন হইলে তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহাকে দুঃখী জানিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে।" আরও বলিয়াছেন—"নির্ধনত্বরূপ মহারোগ আমারই অনুগ্রহের লক্ষণ।" ফলতঃ স্বভক্তের হিতকারী শ্রীভগবান ভক্তের দৈন্য ও উৎকণ্ঠাদি বর্দ্ধন জন্য তাহাকে ঐ প্রকার দুঃখাদি স্বেচ্ছানুসারেই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব ভক্তের কর্ম্মফলের অভাব বশতঃ ঐ সমস্ত দুঃখাদিকে প্রারব্ধের ফল বলা যায় না। ৫।

ইতি মাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে সর্ব্বগ্রহপ্রশমিনী-নামা তৃতীয়ামৃত বৃষ্টি।

চতুর্থ্যস্তবৃষ্টিঃ।

অথ পূর্ব্বং যা অনিষ্ঠিতা নিষ্ঠিতেতি দ্বিবিধোক্তা ভজনক্রিয়া তস্যাঃ প্রথমা ষড়্‌বিধা লক্ষিতা। ততো দ্বিতীয়ামলক্ষয়িত্বৈবানর্থনিবৃত্তিঃ প্রক্রান্তা। যদুক্তম্—

শৃন্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ইতি।

তত্র শৃন্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ' ইত্যনিষ্ঠিতৈব ভক্তিরবগম্যতে নৈষ্ঠিকীত্যগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অভদ্রাণি বিধুনোতি ইতি তয়োর্মধ্যে এবানর্থানাং নিবৃত্তিরুক্তা। নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষ্বিত্যত্র তেষাং

পূর্ব্বে যে অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা দুই প্রকার ভজনক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রথমটীর ছয় প্রকার বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে দ্বিতীয়টীর লক্ষণাদির নির্দ্দেশ না করিয়াই অনর্থ নিবৃত্তির কথা আলোচিত হইয়াছে। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—'শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও লীলাদি কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তনই পরম পবিত্রকারক। এই কথা ও কথনীয় শ্রীভগবানের অভিন্নতা-হেতু, শ্রীভগবান স্বভক্তের মুখ হইতে কথারূপে বহির্গত হইয়া শুশ্রূষুজনের কর্ণপথদ্বারে তাহার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই হৃদয়ের কাম বাসনাদি অমঙ্গল আবর্জ্জনা নিজেই বিদূরিত করিয়া লয়েন।' কারণ, তিনি সাধুগণের সুহৃৎ, সুতরাং সাধুর কৃপা হইলেই তাঁহার কৃপা অবশ্যম্ভাবী। অতএব 'নিরন্তর ভগবদ্ভক্তের সেবা ও ভাগবতশাস্ত্রানুশীলন দ্বারা তাহাদের হৃদয়ের অমঙ্গল-সমূহ বিনষ্টপ্রায় হইলে শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়।' এই শ্লোকের প্রথমপাদে "শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ" এই অংশে অনিষ্ঠিতা ভক্তির কথাই জানিতে হইবে। ইহার পরই নৈষ্ঠিকী ভক্তির কথা বলিয়াছেন। এই দুই প্রকার ভক্তির কথার মধ্যে "অমঙ্গলের নাশ করেন" বলাতে অনর্থনিবৃত্তির কথাই বলা হইয়াছে। আর ঐ স্থানে "অভদ্র নষ্টপ্রায়" এই কথা

কশ্চন ভাগো নাপি নিবর্ত্তত ইত্যপি সূচিত ইতি। অতএব ক্রম-প্রাপ্ততয়া নিষ্ঠিতা ভক্তিরিদানীং বিব্রিয়তে ॥১॥

নিষ্ঠা নৈশ্চল্যমুৎপন্না যস্যা ইতি নিষ্ঠিতা। নৈশ্চল্যং ভক্তেঃ প্রত্যহং বিধিৎসিতমপ্যনর্থদশায়াং লয়বিক্ষেপাপ্রতিপত্তিকষায়-রসাস্বাদানাং পঞ্চানামন্তরীয়াণাং দুর্ব্বারত্বান্ন সিদ্ধমাসীৎ। অনর্থনিবৃত্ত্য-নন্তরং তেষাং তদীয়ানাং নিবৃত্তপ্রায়ত্বাৎ নৈশ্চল্যং সংপদ্যতে ইতি লয়াদ্যভাব এব নিষ্ঠালিঙ্গম্। তত্র লয়ঃ কীর্ত্তনশ্রবণস্মরণেষু উত্তরেষ্বা-ধিক্যেন নিদ্রোদ্গমঃ। বিক্ষেপঃ তেষু ব্যবহারিকবার্ত্তাসম্পর্কঃ। অপ্রতিপত্তিঃ কদাচিল্লয়বিক্ষেপয়োরভাবে কীর্ত্তনাদ্যসামর্থম্। কষায়ঃ ক্রোধলোভগর্ব্বাদিসংস্কারঃ। রসাস্বাদঃ বিষয়সুখোদয়কালে কীর্ত্তনাদিষু মনোঽনভিনিবেশ ইতি। "ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি"

বলায় ঐ অমঙ্গলের কোন কোন অংশের নিবৃত্তি হয় না ইহাও সূচিত হইয়াছে। অতএব উক্ত ক্রমানুসারে ইদানীং নিষ্ঠিতা ভক্তির কথা বিবৃত হইতেছে। ১।

যাহার দ্বারা নিষ্ঠা বা নৈশ্চল্যভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম নিষ্ঠিতা। প্রত্যহ চেষ্টা করিলেও অনর্থদশাতে লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ, এই পাঁচটী অন্তরায়ের দুর্ব্বারত্ব-প্রযুক্ত ভক্তির নৈশ্চল্য সিদ্ধ হয় না; কিন্তু অনর্থ নিবৃত্তির পর ঐ পাঁচটী অন্তরায় নিবৃত্তিপ্রায় হওয়ায় ভক্তির নৈশ্চল্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব লয়-বিক্ষেপাদির অভাবকেই নিষ্ঠার চিহ্ন জানিতে হইবে। তাহার মধ্যে কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণের কালে কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রবণে ও শ্রবণ অপেক্ষা স্মরণে উত্তরোত্তর অধিকতর নিদ্রার উদ্গমের নামই **'লয়'**। কীর্ত্তন ও শ্রবণাদির সময় ব্যবহারিক বিষয়ের আলোচনা বা তাহার স্মৃতি-সম্পর্ক থাকিলে তাহাকে **'বিক্ষেপ'** বলে। আর লয়-বিক্ষেপ না থাকিলেও কখন কখন যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে অসামর্থ্য বোধ হয়, তাহাকেই **'অপ্রতিপত্তি'** বলে। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি ভজনসময়ে ক্রোধ-লোভ গর্ব্বাদির যে সংস্কার, তাহাকে **'কষায়'** বলে। বিষয় সুখোদয়কালে শ্রবণ-কীর্ত্তনের সময় মনের অনভিনিবেশের নাম **'রসাস্বাদ'**। অতএব এই সকল বিঘ্নের অভাবেই নিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইপ্রকারে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইলে তখন রজঃ ও

ইত্যত্র চকারস্য সমুচ্চয়ার্থত্বাদ্রজস্তমোভাবা এব লভ্যন্তে। কিঞ্চ এতৈরনাবিদ্ধমিত্যুক্তে ভাবপর্য্যন্তং তেষাং স্থিতিরপ্যস্তি ভক্ত্যবাধকতয়ৈব। সা চ নিষ্ঠা সাক্ষাদ্ভক্তিবর্ত্তিনী তদনুকূলবস্তুবর্ত্তিনীতি দ্বিবিধা। তত্র সাক্ষাদ্ভক্তিরনন্তপ্রকারাপি স্থূলতয়া ত্রিবিধা; কায়িকী বাচিকী মানসী চেতি। তত্র প্রথমং কায়িক্যাস্ততো বাচিক্যাস্তত এব মানস্যা ভক্তের্নিষ্ঠা সম্ভবেদিতি কেচিৎ। ভক্তেষু তারতম্যেন স্থিতানামপি সহওজোবলানাং মধ্যে ক্বচন ভক্তে বিলক্ষণতাদৃশসংস্কারবশাৎ কস্যচিদেব ভগবদুন্মুখত্বাধিক্যং স্যাদিতি নায়ং ক্রম ইত্যন্যে। তদনুকূলবস্তূনি অমানিত্বমানদত্বমৈত্রীদয়াদীনি। তেষাং নিষ্ঠা চ কুত্রচন শমপ্রকৃতৌ ভক্তে ভক্তেরনিষ্ঠিতত্বে দৃশ্যতে কুত্রচন তস্মিন্নুদ্ধতে ভক্তেনিষ্ঠিতত্বেঽপি ন দৃশ্যতে যদ্যপি তদপি ভক্তিনিষ্ঠৈব

তমোগুণোৎপন্ন কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি উপদ্রবের দ্বারা চিত্ত আর অভিভূত হয় না; কেবল শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানেই আসক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। এই শ্লোকে যে 'চ'কার আছে, সেই 'চ' কারের সমুচ্চয়ার্থ ধরিয়া তখনও রজস্তমভাবাদির অস্তিত্ব বুঝা যায়। আর "ইহাদের দ্বারা চিত্ত আর অবিভূত হয় না" এই কথার দ্বারা ভাবাবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐগুলি ভক্তির বাধক না হইয়া অবাধক রূপেই অবস্থান করিতে দেখা যায়। সেই নিষ্ঠা সাক্ষাৎ ভক্তিবিষয়িণী ও তদনুকূল বস্তুবিষয়িণী ভেদে দ্বিবিধা। তাহার মধ্যে সাক্ষাৎ ভক্তি অনন্ত প্রকার হইলেও স্থূলতঃ কায়িকী, বাচিকী ও মানসিকী-ভেদে ত্রিবিধা। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন, প্রথমে কায়িকী, পরে বাচিকী ও শেষে মানসী ভক্তিতে নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন, তদ্বিষয়ে কোন ক্রম নাই। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু ভক্তগণের মধ্যে সহ, ওজঃ ও বলের তারতম্যানুসারে কোন কোন ভক্তে ঐ প্রকার সংস্কারের বিরুদ্ধতা বশতঃ ভগবদুন্মুখতার আধিক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার তদনুকূল বস্তুতে অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী ও দয়াদি ভক্তিনিষ্ঠার অভাবেও কোন কোন শম প্রকৃতির ব্যক্তিতে ঐ সকল গুণে নিষ্ঠা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার ভক্তিনিষ্ঠা সত্ত্বেও কোন কোন উদ্ধত ভক্তে ঐ সকল গুণে নিষ্ঠা দেখা যায় না। তথাপি কিন্তু ভক্তিনিষ্ঠা-প্রযুক্ত ঐ সকল গুণের অস্তিত্ব বিষয়ে মন্তব্য করিতে হইবে।

স্বসত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং তন্নিষ্ঠাসত্ত্বাসত্ত্বে সুধিয়মবগময়তি ন তু বালপ্রতীতিরেব বাস্তবীকর্ত্তুং শক্যেতি। যদুক্তম্—ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতীতি। শ্রবণকীর্ত্তনাদিষু যত্নস্য শৈথিল্যপ্রাবল্য এব দুস্তজ্যে সংভবন্তী নিষ্ঠিতানিষ্ঠিতে ভক্তি প্রদর্শয়েতামিতি সংক্ষেপতো বিবেকঃ ॥২॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং নিষ্যন্দবন্ধুরানাম চতুর্থ্যমৃতবৃষ্টিঃ ॥৪॥

অর্থাৎ ঐ সকল গুণের অভাবে ভক্তিনিষ্ঠার অভাব বলিয়া প্রতীতি যে কেবল বালকের নিকটই হয়, তাহা নহে, বিজ্ঞজনের নিকটও ঐ রূপ প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ, কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির নিষ্ঠা ও অনিষ্ঠা হইতেই উহা অবগন্তব্য। কারণ, শাস্ত্রে উক্ত আছে, 'নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়ে রজঃ ও তমোগুণোৎপন্ন কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতির উপদ্রবের দ্বারা চিত্ত অভিভূত হয় না, কেবল শুদ্ধসত্ত্বে স্থিতি লাভ করিয়া প্রসন্নতা লাভ করে।" ফলতঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে যত্নের শৈথিল্য ও প্রাবল্য হইতেই অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা ভক্তি জন্মিয়াছে কিনা জানা যায়। অর্থাৎ তাহা জানিবার পক্ষে প্রশস্ত উপায়; ইহাই নিষ্ঠার সম্বন্ধে সংক্ষেপ বিচারপ্রণালী।

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী-গ্রন্থে নিষ্যন্দবন্ধুরা-নামক চতুর্থ্যমৃতবৃষ্টিঃ।

পঞ্চম্যমৃতবৃষ্টিঃ।

অথাভ্যাসকৃষ্ণবর্ত্মদীপিতাং ভক্তিকাঞ্চনমুদ্রাং স্বতেজসা বহন্তীং দধানে ভক্তহৃদি তস্যাং রুচিরুৎপদ্যতে। শ্রবণকীর্ত্তনাদীনামন্যতো বৈলক্ষণ্যেন রোচকত্বং রুচিঃ। যস্যামুৎপদ্যমানায়াং পূর্ব্বদশায়ামিব তৈর্মুহুরপ্যনুশীলিতৈর্ন শ্রমোপলব্ধিগন্ধোঽপি। যা হি তেষু ব্যসনিত্বমচিরাদেবোৎপাদয়তি ॥১॥

যথা নিত্যং শাস্ত্রমধীয়ানস্য বটোঃ কালে শাস্ত্রার্থপ্রবেশে সতি শাস্ত্রস্য রোচকত্বমুৎপাদ্যমানমেব তং তত্র শ্রমং নোপনয়ত্যাসঞ্জয়তি চ। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তে তু পৈত্তিকবৈগুণ্যেন দূষিতায়াং রসনায়াং সিতায়া অরোচকত্বেঽপি সিতৈব তদ্বৈগুণ্যনিরাসকমৌষধমিতি বিবেকিনঃ তস্যা এব যথা মুহুরুপসেবনে কালেন স্বাদ্বীয়ং স্বাদ্বীয়মাভাতীতি তস্যা এব রোচকত্বং তথৈবাবিদ্যাদিবিদূষিতস্য জীবান্তঃকরণস্য শ্রবণাদিভক্ত্যা তদ্দোষপ্রশমে তস্যাং রুচিরুদ্ভবতীতি ॥২॥

অনন্তর অভ্যাসরূপ অগ্নিদ্বারা দীপিত ভক্তিকাঞ্চনমুদ্রা স্বতেজে ধারণকারী ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিতে রুচি উৎপন্ন হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির একটী হইতে অন্যটীতে বিলক্ষণভাবে যে রোচকত্ব, তাহার নাম 'রুচি'। ঐ রুচি উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বদশার ন্যায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির মুহুর্মুহু অনুশীলনেও গন্ধমাত্র শ্রমের উপলব্ধি হয় না। ঐ রুচি অচিরেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে ভক্তের অত্যন্ত আসক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। ১।

যেমন, নিত্য শাস্ত্রাধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণবালকের কালক্রমে শাস্ত্রার্থে প্রবেশ ঘটিলে শাস্ত্রে রোচকত্ব উৎপন্ন হওয়ায় তখন অনুশীলনে আর কোন শ্রম বোধ হয় না; বস্তুতঃ সিদ্ধান্তপক্ষে পৈত্তিক-বৈগুণ্য হেতু দূষিত রসনায় উত্তম মিছরি অরুচিকর বোধ হইলেও ঐ মিছরি যে ঐরূপ পিত্তবৈগুণ্যনাশকর ঔষধ, ইহা বিবেকী ব্যক্তিগণের মত, ঐ মিছরী যেমন সেবন করিতে করিতে কালে স্বাদু বলিয়া অনুভূত হইয়া উহাতে (মিছরীতে) রুচি জন্মিয়া থাকে; সেইরূপ অবিদ্যাদি-

সা চ রুচির্দ্বিবিধা; বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী তদনপেক্ষিণী চ। বস্তূনাং ভগবন্নামরূপগুণলীলাদীনাং বৈশিষ্ট্যং কীর্ত্তনস্য সৌস্বর্য্যাদিমত্ত্বং বর্ণিতভগবচ্চরিতাদের্গুণালঙ্কারধ্বন্যাদিমত্ত্বং পরিচর্য্যাদীনাং তাদৃশস্বাভীষ্টদেশপাত্রদ্রব্যাদিসদ্ভাববত্ত্বং যদপেক্ষতে তদ্ বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী। কিং কিং কীদৃশং ব্যঞ্জনমস্তি ইতি পৃচ্ছতাং মন্দক্ষুদ্বতামিব। প্রথমা সেয়ং যতোঽন্তঃকরণস্য যৎকিঞ্চিদ্দোষলব এব কীর্ত্তনাদ্দীনাং বৈশিষ্ট্যমপেক্ষতে অতোঽস্ত্যন্তঃকরণদোষাভাসা জ্ঞেয়া। দ্বিতীয়া তু যথা তন্নামরূপাদ্যুপক্রম এব বলবতী ভবন্তী বৈশিষ্ট্যে ত্বতিপ্রৌঢ়ত্বমাপদ্যমানেয়ং নাস্তিমনোবৈগুণ্যগন্ধা এব জ্ঞেয়া ॥৩॥

ততশ্চাহো সখে! কৃষ্ণনামামৃতানি বিহায় কিমিতি দুষ্পরিগ্রহযোগক্ষেমবার্ত্তাবিষয়েষু নিমজ্জয়সি ত্বাং বা কিং ব্রবীমি ধিঙ্ মাং যদহ-

---

বিদূষিত জীবের অন্তঃকরণের শ্রবণাদি ভক্তির পুনঃপুন অনুশীলনের দ্বারা উহার অবিদ্যাদি দোষ প্রশমিত হইলে ভক্তিতে রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২।

সেই রুচি দ্বিবিধ—বস্তু বৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী ও বস্তু বৈশিষ্ট্যানপেক্ষিণী। বস্তুর—অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনের সুস্বরাদি; ভগবচ্চরিত্রাদির যথোপযুক্ত অনুপ্রাসাদি গুণ, অলঙ্কার ও ধ্বনি ইত্যাদির বিশুদ্ধি; পরিচর্য্যাদির যথোপযুক্ত অর্থাৎ নিজের অভীষ্টানুযায়ী দেশ-কাল-পাত্র-দ্রব্যাদির শুদ্ধির অপেক্ষা করে যে রুচি, তাহাকেই বস্তু বৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী রুচি বলে। ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া কি কি ও কিরূপ ব্যঞ্জন আছে, এইপ্রকার প্রশ্নই মন্দ ক্ষুধার পরিচায়ক। যেহেতু অন্তঃকরণে যৎকিঞ্চিত দোষের গন্ধ থাকিলেও কীর্ত্তনাদিতে উক্তপ্রকার বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ রুচিকে অন্তঃকরণের দোষের আভাসরূপা জানিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রকারের রুচি কিন্তু শ্রীভগবানের নাম-রূপাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপক্রমেই বলবতী হইয়া থাকে; বস্তু-বৈশিষ্ট্য হইলে উহা আরও প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং উহাতে অন্তঃকরণের বৈগুণ্যগন্ধমাত্রও থাকে না জানিবে।

অহো সখে। কৃষ্ণনামামৃত ত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত দুষ্পরিগ্রহ যোগক্ষেমবার্ত্তা বিষয়ে নিমগ্ন হইতেছ? তোমাকেই বা কি বলিব, আমাকেই ধিক্! যেহেতু আমিও অতি পামর। শ্রীগুরুচরণপ্রসাদে ঐ বস্তু নিজ গ্রন্থিনিবদ্ধ মহারত্নের

মপি পামরঃ শ্রীগুরুচরণপ্রসাদলব্ধমপ্যেতদ্বস্তু স্বগ্রন্থিনিবদ্ধং মহারত্ন-মিবানুপলভ্য পরিতো ভ্রমন্নেতাবন্তং কালম্ অন্যব্যাপারপারাবারমধ্যে মিথ্যাসুখলেশস্ফুটিতকপর্দ্দকমাত্রমন্বিষ্যায়ুংষি বৃথৈবানয়ম্। ভক্তেঃ কমপ্যনঙ্গীকুর্ব্বন্ শক্তেরভাবমেবাদ্যোতয়ম্। হন্ত স এবাহং সৈবেয়ং মে রসনা যা হ্যনৃতকটুগ্রাম্যপ্রলাপমমৃতমিব লিহ্যতী ভগবন্নামগুণবার্ত্তাসু সালসৈবাসীৎ। হন্ত হন্ত তৎকথাশ্রবণারম্ভ এব স্বাপং ভজংস্তদৈব কদাচিৎ প্রস্তুতায়াং গ্রাম্যবার্ত্তায়ামুৎকর্ণতয়া লব্ধজাগরং সাধূনাং সঙ্গ এব তৎ সকলমকলঙ্কয়ম্। অস্য চ দুষ্পূরস্য জঠরস্য কৃতে জরঠোঽপি কাংস্কান্ দুষ্কৃতোদ্যমান্নাকরবম্। তদহং ন জানে কস্মিন্ বা নিরয়ে স্বকৃতফলমুপভুঞ্জানঃ স্থাস্যামীতি নির্ব্বিদ্যমানস্তদৈব ক্বচিদহো রহো ভুবি মহোপনিষৎকল্পবল্লীফলসারং সারঙ্গ ইব প্রভোশ্চরিতামৃতং স্বাদয়ন্নভিবাদয়ন্ মুহুর্মুহুরপি সাধূনব্যাধূতসংলাপস্তিষ্ঠন্নুপবিশন্ প্রবিশন্নপি ভগবদ্ধামবদ্ধামলসেবানিষ্ঠস্তন্মনা উন্মনা ইবানভিজ্ঞ-

---

ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াও মিথ্যা সুখলেশের আশায় কাণাকড়ির অন্বেষণে এতকাল অন্য ব্যাপার-পারাবার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বৃথাই আয়ুক্ষয় করিলাম। ভক্তির কোন অঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল শক্তির অভাবেরই পরিচয় প্রদান করিলাম। হায়! সেই ই আমি আর এই আমার রসনাও সেইরূপ যে মিথ্যা কটু গ্রাম্য প্রলাপবাক্যকে অমৃতের ন্যায়ই এতকাল লেহন করিয়া শ্রীভগবন্নাম-গুণ-বার্তাতে অলসের ন্যায়ই অবস্থান করিতেছিল। হায়! হায়!! আমি ভগবৎকথা শ্রবণের আরম্ভেই নিদ্রা যাইতাম কিন্তু কোন গ্রাম্য বার্ত্তা আরম্ভ হইলে তখনই উৎকর্ণ হইয়া জাগ্রত থাকিতাম; এইরূপে আমি কতবারই না সাধুগণের সমাজকে কলুষিত করিয়াছি। এই দুষ্পূরনীয় উদরের জন্য এমন কি দুষ্কর্ম্ম আছে যে তাহার জন্য উদ্যম করি নাই? জানিনা, আমার এই দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতে আমাকে কোন্ নরকে কতকাল বাস করিতে হইবে? ভক্ত এইরূপে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া কোনও দিন বা এই পৃথিবীতে মহোপনিষৎ-কল্পবল্লীফলের সারভূত প্রভুর চরিতামৃত, তাহা মধুকরের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আস্বাদন ও অভিবাদন করিতে করিতে বার্ত্তান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসমাজে থাকিয়া ভগবদ্ধামে নির্ম্মলভাবে ভগবৎ সেবায় তন্ময় থাকিয়া অনভিজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক

লোকৈরালক্ষ্যমাণো ভক্তজনভজনানন্দনৃত্যাধ্যায়মধ্যেতুমুপক্রমমাণ ইব রুচিনর্ত্তক্যা পাণিভ্যাং গৃহীত্বেব তত্তৎ শিক্ষ্যমাণ ইব কাঞ্চনমুদ-মননুভূতচরীমুপলভে ন জানে কুশীলবাচার্য্যাভ্যাং ভাবপ্রেমভ্যাং কালেন প্রবিশ্য নর্ত্তয়িষ্যমাণঃ কস্যাং বা নিবৃতিনীবৃতি বিরাজয়িষ্যতীতি ॥৪॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং উপলব্ধাস্বাদ-নাম পঞ্চম্যমৃতবৃষ্টিঃ ॥৫॥

উদাসীনের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইয়া ভক্তগণের ভজনানন্দরূপ নৃত্যের অধ্যায় অধ্যয়নের নিমিত্ত রুচিরূপা নর্ত্তকী কর্ত্তক হস্তদ্বয় গৃহীত হইয়া তত্তৎ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অননুভূতপূর্ব্ব কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দোপলব্ধি করিয়া থাকেন। কালে যখন ভাবরূপ ও প্রেমরূপ নটগুরুদ্বয় প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে নাচাইবেন, তখন যে ইনি কি আনন্দলাভ করিবেন, কে তাহার কথা নির্দ্দেশ করিতে পারে ॥ ৪ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী-গ্রন্থে উপলব্ধাস্বাদ-নামক পঞ্চম্যমৃতবৃষ্টি।

ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টিঃ।

অথ সৈব ভজনবিষয়া রুচিঃ পরমপ্রৌঢ়তমা সতী যদা ভজনীয়ং ভগবন্তং বিষয়ীকরোতি তদেয়মাসক্তিরিত্যাখ্যায়তে। যৈব ভক্তিকল্পবল্ল্যাঃ স্তবকীভাবমাসাদয়ন্তী ভাবপ্রেমণী পুষ্পফলে অচিরাদেব ভাবিনী দ্যোতয়তি। রুচির্ভজনবিষয়া আসক্তির্ভজনীয়বিষয়েতি ভূম্নৈব ব্যাপদেশঃ। বস্তুতস্তূভে অপ্যুভয়ং বিষয়ীকরোত্যেব। অপ্রৌঢ়ত্বাভ্যামেব ভেদঃ। আসক্তিরেবান্তঃকরণমুকুরং তথা মার্জ্জয়তি যথা তত্র সহসা প্রতিবিম্বিতো ভগবানবলোক্যমান ইব ভবতি। হন্ত বিষয়ৈরাক্রম্যতে মদীয়ং চেতস্তদিদং ভগবতি নিদধামীতি ভক্তস্য বিধিৎসানন্তরমেব প্রায়ো বিষয়েভ্যো নিষ্ক্রম্য তদ্রূপগুণাদৌ যৎ প্রবেশশীলং পূর্ব্বদশায়ামাসীৎ তদেব চিত্তমাসক্তৌ জাতায়াং বিধিৎসাতঃ পূর্ব্বমেব স্বয়মেব তথাভূতং ভবেৎ। যথা ভগবদ্রূপগুণাদিভ্যো নিষ্ক্রম্য বার্ত্তান্তরে চেতঃ কদা প্রবিষ্টমিতি

অনন্তর সেই ভজনবিষয়া রুচি পরমপ্রৌঢ়তমা হইয়া যখন ভজনীয় শ্রীভগবানকে বিষয় করেন, তখন তাহা 'আসক্তি' নামে অভিহিত হন। যাহা ভক্তিকল্পলতার স্তবকের ভাবপ্রাপ্ত হইয়া অচিরেই ভাবরূপ পুষ্প ও প্রেমরূপ ফল উৎপন্ন হইবেন, তাহা জানাইয়া দেন। **রুচি ভজনবিষয়া** এবং **আসক্তি ভজনীয় বিষয়া**—এই যে লক্ষণ ইহা তত্তৎবিষয়ের প্রাধান্যেই জানিতে হইবে। বস্তুতঃ উভয়ে উভয়কে বিষয় করিয়া থাকেন। রুচি ও আসক্তির মধ্যে অপ্রৌঢ়ত্ব ও প্রৌঢ়ত্ব অংশেই ভেদ জানিতে হইবে। এই আসক্তি ভক্তের অন্তঃকরণরূপ দর্পণকে এতাদৃশ মার্জ্জিত করেন যে, তাহাতে সহসা প্রতিবিম্বিত হইলে শ্রীভগবান সাক্ষাৎ অবলোকিতের ন্যায়ই প্রতীয়মান হয়েন। হায়! আমার চিত্ত বিষয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইল, আমি ইহাকে কিরূপে শ্রীভগবানে নিযুক্ত করি? প্রথমতঃ ভক্তের এইরূপ চেষ্টায় ফলে তাঁহার চিত্ত বিষয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বদশায় (শ্রীভগবানের রূপ-গুণাদিতে) প্রবিষ্ট হইতে থাকে। আসক্তি জাত হইলে চিত্ত চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই আপনা হইতে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যেমন

প্রাপ্তনিষ্ঠেনাপি ভক্তেন নানুসন্ধাতুং শক্যতে তথৈব বার্ত্তান্তরতো নিষ্ক্রম্য ভগবদ্রূপগুণাদিষু কদা প্রবিষ্টং স্বচেত ইত্যাসক্তিরনাসক্তেন ন লক্ষ্যতে। আসক্তিমতা ভক্তেন তু তল্লক্ষ্যতে ॥১॥

ততশ্চ প্রাতঃ কুতস্ত্যোঽপি ভোঃ কণ্ঠলম্বিত শ্রীশালগ্রামশিলা-সুন্দরসম্পুটো লঘুলঘূচ্চারিতশ্রীকৃষ্ণনামামৃতাস্বাদপ্রতিক্ষণলোলিত-রসনঃ প্রেক্ষ্যমাণ এব দুর্ভগং মামুল্লাসয়সি কস্মিংশ্চিদর্থে তৎ কথয় কুত্র কুত্র বা তীর্থে ভ্রমণ কেষাং দৃষ্ট্যা কেষাং বা ভগবদনুভবা-নামাস্পদীভবন্নাত্মানমন্যঞ্চাকৃতার্থয়ঃ। ইত্যুদ্ভাবিতসংলাপামৃত-পানযাপিতকতিপয়ক্ষণঃ পুনরন্যতো গত্বা ভোঃ কক্ষনিক্ষিপ্তমনোহর-পুস্তক বিলক্ষণয়া শ্রিয়া বিদ্বানেবানুমীয়সে তদ্ব্যাচক্ষ্ব দশমস্কন্ধীয়ং পদ্যমেকং জীবয় শ্রুতিচাতকীং তদর্থামৃতবৃষ্ট্যা ইতি তদ্ব্যাখ্যয়া রোমা-ঞ্চিতগাত্রঃ পুনরন্যতো গত্বা হন্তাধুনৈবাহং কৃতার্থো ভবিষ্যামি যদিয়ং

শ্রীভগবানের রূপ গুণাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিত্ত কিরূপে কখন বার্ত্তান্তরে প্রবিষ্ট হইল—প্রাপ্তনিষ্ঠ ভক্তও তাহা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন না; সেইরূপ কখন কিরূপে যে নিজের চিত্ত বার্ত্তান্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রীভগবানের রূপ গুণাদিতে প্রবিষ্ট হইল, তাহা অনাসক্ত ভক্ত লক্ষ্য করিতে না পারিলেও আসক্তিশীল ভক্ত লক্ষ্য করিতে পারেন ॥ ১ ॥

অতঃপর আসক্তিশীল ভক্তের আচরণ বলিতেছেন। এইরূপ ভক্ত প্রাতঃকালে কোন সাধুকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলেন। আপনার কণ্ঠে কি শ্রীশালগ্রামশীলার সুন্দর সম্পুট লম্বিত রহিয়াছে? দেখিতেছি, আপনি মৃদুস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করায় নামামৃত আস্বাদনে প্রতিক্ষণ আপনার রসনা স্পন্দিত হইতেছে। না জানি কি কারণে আমার ন্যায় হতভাগ্যের নয়নগোচর হইয়া আমাকে উল্লসিত করিতেছেন। বলুন, আপনি কোন্ কোন্ তীর্থে ভ্রমণ করিয়া কোন্ কোন্ মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন? কিংবা কোন্ কোন্ মহাভাগবতের ভগবদনুভবের আস্পদীভূত হইয়া নিজেকে এবং অন্যকে কৃতার্থ করিয়াছেন? এইরূপ সদালাপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পুনরায় অন্যস্থানে গমন করিয়া কোথাও কোন ভাগবত-পাঠককে দেখিয়া বলেন, "আপনার কক্ষস্থিত মনোহর পুস্তকের বিলক্ষণ শ্রী-দর্শন করিয়া আপনাকে

সভৈব সদ্য এব মম সমস্তদুষ্কৃতধ্বংসিনীতি বিরচিতদণ্ডবদবনিপ্রণিপাতপুরঃসরপ্রণতিবিনতিকঃ তৎসভামুকুটমণিনা মহাভাগবতবর্য্যেণ পরমবিদুষা সরসমাদ্রিয়মাণঃ সঙ্কুচিততনুস্তদন্তিককৃতোপবেশ এব ভো স্ত্রিভুবনজীবভবনমহাভবরোগভিষক্‌শিরোমণে ধৃত্বৈব ধমনীমধমস্যাপি মে মহাদীনস্য নিরূপয় রুজং সমাদিশস্ব পথ্যৌষধে কেনাপি প্রযুক্তেন মহারসায়নেন মদভীপ্সিতাং পুষ্টিমপি সম্পাদয়েতি সাস্রং যাচমানস্তৎকৃপাবলোকমধুরবাঙ্ময়ামৃতনিঃষ্যন্দনন্দিতস্তচ্চরণপরিচরণনীতপঞ্চষড়্‌বাসরঃ সরসমটন্নপি কদাচিদটবীং যদি ময়ি বর্ত্ততে কৃষ্ণস্য কৃপাবলোকস্তদায়ং দূরতঃ পুরোঽবলোক্যমানঃ কৃষ্ণসারস্ত্রিচতুরাণি পদানি মদভিমুখমায়াতু ন চেন্মাং পৃষ্ঠীকরোত্বিতি নৈসর্গিকীরপি মৃগপশুরক্ষিচেষ্টাস্তদনুগ্রহনিগ্রহলিঙ্গতয়ৈব জানন্ গ্রামোপশলোঽপি খেলতো বিপ্রবালকান্ সনকাদীনিব কিমহং ব্রজেন্দ্রকুমারং প্রাপ্স্যামি ইতি

বিদ্বান বলিয়াই অনুমান হইতেছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া দশমস্কন্ধের কোন একটী পদ্যের ব্যাখ্যারূপ অমৃতবৃষ্টি করিয়া আমার শ্রবণবৃত্তিরূপা-চাতকীকে জীবনদান করুন।" এইরূপে সেই পদ্যের ব্যাখ্যা শ্রবণে রোমাঞ্চিতগাত্রে পুনরায় অন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া বলেন, "হায়! এইবার আমি কৃতার্থ হইব। কারণ এই সাধুসভা সদ্যই আমার সমস্ত দুষ্কৃতি ধ্বংস করিবেন।' এই মনে করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করেন এবং বিনীতভাবে সেই সব কথা নিবেদন করেন। পরে সেই সভার মুকুটমণি পরমবিদ্বান মহাভাগবত কর্ত্তৃক স্নেহভরে আদৃত হইয়াও সঙ্কুচিত শরীরে উপবেশন করিয়া বলেন, 'হে ত্রিভুবনস্থ জীবসমূহের মহাভবরোগ বৈদ্য শিরোমণে! আপনি মহাদীন এই অধমের নাড়ী ধরিয়া রোগ নিরূপণ করিয়া কোন মহারসায়ণ ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দ্বারা আমার অভীষ্টের পুষ্টি সম্পাদন করুন। এইরূপ সজলনয়নে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া এবং তাঁহার কৃপাবলোকনে ও মধুর বাক্যযুক্ত অমৃতস্রাবী উপদেশামৃতে আনন্দিত হইয়া পাঁচ ছয় দিবস তাঁহার শ্রীচরণ-পরিচর্য্যায় অতিবাহিত করেন। কখনও অনুরাগভরে কোন সাধুর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে মনে করেন, 'যদি আমাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি থাকে, তবে দূর হইতে সম্মুখভাগে যে কৃষ্ণসার মৃগকুল দেখা যাইতেছে, উহারা নিশ্চয়ই আমার অভিমুখে তিন-চারিপদ অগ্রসর

পৃষ্ট্বা তদ্দত্তমুত্তরং মেতি মুগ্ধাক্ষরং দুর্ব্বোধার্থতয়া সুবোধার্থতয়া বা পরামৃষ্য স্বগৃহমধ্যমধ্যাস্যাপি মহাধনগৃধ্নুঃ কৃপণবণিগিব ক্বাহং যামি কিং করোমি কেন ব্যাপারেণ মে তদভীষ্টবস্তুজাতং হস্তগতং স্যাদিতি পরিম্লানবদনশ্চিন্তয়ন্ স্বপন্ উত্তিষ্ঠন্ উপবিশন্ পরিজনৈঃ কারণং পৃচ্ছ্যমানোঽপি কদাচিন্মূক ইব কদাচিদবহিত্থামালম্বমানঃ সাম্প্রতমভূদয়ং ছন্নবুদ্ধিরিতি বন্ধুভিঃ স্বভাবত এবায়ং জড় ইতি প্রতিবেশিভিরজ্ঞৈর্মূর্খ ইতি মীমাংসকৈঃ ভ্রান্ত ইতি বেদান্তিভিঃ ভ্রষ্ট ইতি কর্ম্মিভিরহো মহাসারং বস্তু সমধিগতম্ ইতি অভক্তৈর্দাম্ভিক ইতি তত্রাপরাধিভিঃ পরামৃষ্যমাণো মানাপমানবিচারবিধুরো ভগবদাসক্তিস্বর্ধুনীপ্রবাহপতিত এব চেষ্টতে ভক্ত ইতি ॥২॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং মনোহারিণীনাম ষষ্ঠামৃতবৃষ্টিঃ ॥৬॥

হইবে, না হয় আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া যাইবে। এইপ্রকারে পশু-পক্ষী প্রভৃতির নৈসর্গিক চেষ্টাকেও শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বা নিগ্রহের লক্ষণরূপে মনে করেন। কোন গ্রামের প্রান্তে ক্রীড়ারত বিপ্রবালগণকে দেখিয়া সনকাদি ঋষি বলিয়া প্রণাম করেন, এবং 'আমি কি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাইব?' এই জিজ্ঞাসার অস্পষ্ট উত্তরকে কখনও দুর্বোধ, কখনও বা সুখবোধ্য বলিয়া মনে করেন। কখনও বা গৃহমধ্যে থাকিয়া মহাধনগৃধ্নু কৃপণ বণিকের মত 'আমি কোথায় যাই, কি করি, কি উপায়ে আমার সেই অভীষ্ট বস্তু হস্তগত হইবে?" এই ভাবিয়া কখনও ম্লানমুখে চিন্তা করিতে থাকেন, কখন বা নিদ্রা যান, কখন বা বসেন; পরিজনেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও নির্ব্বাকের ন্যায় অবস্থান করেন। কখন উত্তর করিতে পারেন না বলিয়া স্বীয়ভাব গোপন করেন। বন্ধুগণ মনে করেন, সম্প্রতি ইনি ছন্নবুদ্ধি হইয়াছেন। অজ্ঞ প্রতিবেশীগণ মনে করেন, ইনি স্বভাবতঃই জড়। মীমাংসকগণ মনে করেন ইনি মূর্খ। বৈদান্তিকগণ মনে করেন, ইনি ভ্রান্ত, কর্ম্মিগণ বলেন, ইনি ভ্রষ্ট ভক্তগণ মনে করেন ইনি সারবস্তু প্রাপ্ত অভক্তগণ বলেন, ইনি দাম্ভিক। এইরূপে তিনি অপরাধীগণের নিকট পরিচিত; পরন্তু ভক্তপ্রবর মান-অপমান-বিচার শূন্য হইয়া ভগবদাসক্তিরূপ সুরসরিৎপ্রবাহে পতিত হইয়াই বিবিধ চেষ্টা করিতে থাকেন ॥ ২ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে মনোহারিণী নামক ষষ্ঠ্যমৃত বৃষ্টি।

সপ্তম্যষ্টভবৃষ্টিঃ।

অথ সৈবাসক্তিঃ পরমপরিণামং প্রাপ্তবতী রত্যপরপর্য্যায়ো ভাব ইত্যাখ্যাং লভতে। য এব হি সচ্চিদানন্দ ইতি শক্তিত্রিকস্য স্বরূপভূতস্য কন্দলীভাবং ভজতে। যমেব খলু ভক্তিকল্পবল্ল্যা উৎফুল্লং প্রসূনমাচক্ষতে। যস্য চ বাহ্যৈব প্রভা সর্ব্বৈঃ সুদুর্ল্লভা আভ্যন্তরী তু মোক্ষমপি লঘূকরোতি। যস্য চ পরমাণুরেক এব তমঃ সমন্তমুন্মূলয়তি। যস্য পরিমলৈঃ প্রসূমরৈঃ মধুসূদনং নিমন্ত্র্যানীয় তত্র প্রকটীকর্ত্তুং প্রভূয়তে। কিং বহুনা যৈরেব বাসিতাশ্চিত্তবৃত্তিতিলবিততয়ো দ্রবীভাবমাসাদ্য সদ্য এব ভগবদঙ্গমখিলম্ স্নেহয়িতু যোগ্যতাং দধতে। যঃ খল্বাবির্ভবন্নেব স্বাধারং শ্বপচমপি ব্রহ্মাদেরপি নমস্যত্বমাপাদয়তি। উদ্যোতমানে চ অস্মিন্ শ্যামলিমানং ব্রজমহেন্দ্রনন্দনস্যাঙ্গানামেব আরুণ্যং তদীয়াধরনেত্রান্তাদেরেব ধবলিমানং তদীয়বদনস্মিতচন্দ্রিকাদেরেব পীতিমানং তদম্বর-

---

অতঃপর সেই আসক্তিই পরমপরিণাম প্রাপ্ত হইয়া রতি-অপরপর্য্যায় ভাব-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। রতি উহারই অপরপর্য্যায়। এই ভাব সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ স্বরূপভূত সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই শক্তিত্রয়ের কন্দলীভাব প্রাপ্ত হন। যাহাকে ভক্তিকল্পলতার উৎফুল্ল পুষ্প বলা হয়। উহার বাহ্য প্রভাই সকলের সুদুর্ল্লভা, আভ্যন্তরী প্রভা মোক্ষকেও তুচ্ছ করিয়া দেয়। বস্তুত ঐ ভাবের একটীমাত্র পরমাণুও (অতি অল্পতর অংশও) সমস্ত তমঃ সমূলে উন্মূলিত করিতে পারে। ঐ ভাব-পুষ্পের পরিমল প্রসৃত হইয়া মধুসূদনকে (সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে) নিয়ন্ত্রণপূর্ব্বক প্রকট করাইয়া থাকেন। অধিক কি, ঐ ভাব দ্বারা বাসিত-চিত্তবৃত্তিরূপা তিল-বিততি দ্রবীভূত হইয়া সদ্যই শ্রীভগবানের অখিল অঙ্গকে স্নেহসিক্ত করিতে সমর্থ হয়। ঐ ভাব আবির্ভূত হইয়া নিজ আধারকে অর্থাৎ ঐ ভাবের আশ্রয় ভক্ত যদি চণ্ডালও হয়, তথাপি তাঁহাকে ব্রহ্মাদিরও নমস্য করিয়া তুলেন। ঐ ভাবের উদয়ে ভক্তের চক্ষু সদাই শ্রীব্রজরাজনন্দনের অঙ্গের শ্যামলিমা, তদীয় অধর ও নেত্রপ্রান্তের অরুণিমা, তদীয় শ্রীবদনচন্দ্রমার

ভূষণাদেরেব লেঢ়ুং লব্ধাসন্নসময়মিব বলিতোৎকণ্ঠং ভক্তস্য নয়ন-দ্বন্দ্বমশ্রুভিরজস্রমাত্মানমভিষিঞ্চেৎ। গীতং তদীয়ং মুরল্যা এব শিঞ্জিতং তদীয়নূপুরাদেরেব সৌস্বর্য্যং তদীয়কণ্ঠস্যৈব নিদেশং তচ্চরণপরিচরণস্যৈব তৎকৃতং কমপি স্বস্যাবতংসীকর্ত্তুং মৃগ্যদিব স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে শ্রবণদ্বয়ং নিশ্চলীভবতুন্নমেৎ। এবমেব কীদৃশো বা তদুভয়করকিশলয়স্পর্শ ইতি তদৈব তমনুভবদিব গাত্রং রোমাঞ্চিতং ভবেৎ। তৎসৌরভ্যং লভ্যমানমিব বিদুষ্যৌ নাসে প্রফুল্লে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাসং গৃহীত্বা পরিচিচীষেতাম্। হন্ত সা ফেনা কিং মে স্বাদনীয়া ইতি তদৈব তামুপলভমানেব রসনাপ্যুল্লাসং দধানৈবোষ্ঠাধরৌ লিহ্যাৎ। কদাপি তদীয়স্ফূর্ত্তৌ তং সাক্ষাৎ প্রাপ্তবদিব চেতো হৃষ্যেৎ তন্মাধুর্য্যাস্বাদসম্পত্ত্যা মাদ্যেৎ তদৈব তত্তিরোভাবে বিষীদেৎ গ্লায়েদিত্যবং সঞ্চারিভাবৈরাত্মানমলঙ্কুর্ব্বদিব

চন্দ্রিকারূপ মৃদুহাস্যের ধবলিমা তদীয় বস্ত্র ও ভূষণাদির পীতিমা প্রভৃতির সন্দর্শনে আসন্ন সময়ে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া ভক্তের নয়নদ্বয় অজস্র অশ্রু বর্ষণের দ্বারা স্বীয় কলেবর অভিসিঞ্চিত করিয়া থাকেন। তখন তাদৃশ ভক্ত তদীয় মুরলীর মধুর ধ্বনি, তদীয় নূপুরাদির শিঞ্জন, তদীয় কণ্ঠের সৌস্বর্য্য এবং তদীয় শ্রীচরণ-পরিচর্য্যা বিষয়ে সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ শ্রবণ করিবার জন্যই যেন স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে উৎকর্ণ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রবণদ্বয়কে কখন উর্দ্ধে কখনও বা নিম্নে স্থাপিত করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন। আবার কখনও বা তদীয় কর-কিশলয়ের স্পর্শসুখ কিরূপ, তাহা যেন অনুভব করিয়াই রোমাঞ্চিতগাত্র হয়েন। কখন বা তদীয় অঙ্গ সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া প্রফুল্ল-নাসিকাদ্বয়ের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস গ্রহণ করিয়া পুলকিত হইতে থাকেন। কখন বা তাঁহার অধরসুধা কি আমার আস্বাদ করিবার সৌভাগ্য হইবে—এইরূপ মনে করিবামাত্র যেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া রসনার চরিতার্থতাজ্ঞানে উল্লসিত হইয়া আপন ওষ্ঠাধর লেহন করিতে থাকেন। কখন বা তদীয় স্ফূর্ত্তি অনুভব করিবামাত্র যেন তাঁহাকে সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চিত্তে হর্ষের আবির্ভাব হয়। এইপ্রকারে তিনি তদীয় মাধুর্য্যাস্বাদ-সম্পত্তিতে মত্ত হইয়া যান। আবার কখন বা উহার তিরোভাবে বিষণ্ণ বা গ্লানিযুক্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ তৎকালে তিনি

শোভেত। বুদ্ধিরপতন্তমেবার্থমবধারয়ন্তী জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু তদীয়স্মৃতিবর্ত্মন্যেব পান্থত্বমধ্যবস্যেৎ। অহন্তা চ প্রাপ্স্যমানে সেবোপযোগিনি সিদ্ধদেহে প্রবিশন্তীব সাধকশরীরং প্রায়ো জহাতীব বিরাজেত। মমতা চ তচ্চরণারবিন্দমকরন্দ এব মধুকরীভবিতুমুপক্রমেতেতি। স চ ভক্তঃ প্রাপ্তং মহারত্নং কৃপণ ইব জনেভ্যো ভাবং গোপয়ন্নপি ক্ষান্তিবৈরাগ্যাদীনামাস্পদীভবন্ লসল্ললাটমেবান্তর্ধনং কথয়তীতি ন্যায়েন তদ্বিজ্ঞসাধুগোষ্ঠ্যাং বিদিতো ভবেদন্যত্র তু বিক্ষিপ্ত ইত্যুন্মত্ত ইতি সজ্জত ইতি দুর্ল্লক্ষ্যতাং গচ্ছেৎ ॥১॥

স চ ভাবো রাগভক্ত্যুত্থো বৈধভক্ত্যুত্থ ইতি দ্বিবিধঃ। আদ্যো জাতি প্রমাণাভ্যামাধিক্যেন মহিমজ্ঞানানাদরেণ ভগবতি সামান্যাধিক্যাচ্চ সান্দ্রঃ। দ্বিতীয়ঃ তাভ্যাং প্রথমতঃ কিঞ্চিন্ন্যূনত্বেন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিদ্ধমমতাবত্ত্বাচ্চাসান্দ্রঃ। প্রায়ো দ্বিবিধ এবায়ং ভাবো দ্বিবিধানাং ভক্তানাং

নানাবিধ সঞ্চারিভাবের দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতে থাকেন। তাঁহার বুদ্ধি অখণ্ডিতভাবে একমাত্র উদ্দেশ্যকে ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায়ও শ্রীভগবানের স্মৃতিপথের পথিক হইয়া অবস্থান করেন। তখন তাঁহার অহন্তা (আমিত্ব) অভিলষিত সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে প্রবেশপূর্ব্বক এই সাধক শরীরকে যেন প্রায়শঃ ত্যাগ করিয়াই অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার মমতা তখন তদীয় শ্রীচরণারবিন্দ-মকরন্দ পানের জন্য মধুকর হইবার উপক্রম করে। এই অবস্থায় ভক্ত মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াও কৃপণের ন্যায় জনগণ হইতে ভাব গোপন করিলেও উল্লসিত ললাট দর্শনে যেমন অন্তর্ধনের কথা বলা যায় এই ন্যায়ে তিনি ক্ষান্তি-বৈরাগ্যাদি সম্পত্তির আস্পদীভূত হওয়ায় বিজ্ঞ-সাধু-গোষ্ঠীর বিদিত হন। অসাধুর নিকটেই তিনি ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া দুর্ল্লক্ষ্য হইয়া থাকেন ॥১॥

ঐভাবে আবার রাগভক্ত্যুত্থ ও বৈধভক্ত্যুত্থ ভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে প্রথমটী জাতি ও প্রমাণের আধিক্যবশতঃ মহিমাজ্ঞানে অনাদর-হেতু শ্রীভগবানে সমানতা বা তদপেক্ষা আধিক্য বলিয়া অতিশয় গাঢ় হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টী জাতি ও প্রমাণে প্রথম হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূনতাবশতঃ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান-বিদ্ধ মমতা-বিশিষ্ট বলিয়া তাদৃশ গাঢ় হয় না। এই দ্বিবিধ ভাবভক্তি, প্রায় দ্বিবিধ

দ্বিবিধচিদ্বাসনাসনাথেষু হৃদয়েষু স্ফুরন্ দ্বিবিধাস্বাদ্যত্বং ভজতে। ঘনরস ইব রসালপনসেক্ষুদ্রাক্ষাদিষু প্রবিষ্টঃ পৃথক্ পৃথঙ্ মাধুর্য্যবত্ত্বং ভজতে। তে চ ভক্তাঃ শান্তদাসসখিপিতৃপ্রেয়সীভাববন্তঃ পঞ্চবিধাঃ স্যুঃ। তত্র শান্তেষু শান্তিরিতি দাসেষু প্রীতিরিতি সখিষু সখ্যমিতি পিতৃভাববৎসু বাৎসল্যমিতি প্রেয়সীভাববৎসু প্রিয়তেতি নামভেদমপি। পুনশ্চায়ং স্বশক্ত্যৈবাবির্ভাবিতৈর্বিভাবানুভাবব্যভিচারিভিরাত্মেব রাজেব বা প্রকৃতিভিরুদ্ভূতৈশ্বর্য্যঃ স্থায়ীতি নাম্না বৈশিষ্ট্যং গচ্ছন্ ভৈর্ম্মিলিতঃ শান্ত ইতি দাস্যমিতি সখ্যমিতি বাৎসল্যমিতি উজ্জ্বল ইতি লব্ধবিভেদো রসো ভবতি। যো হি "রসো বৈ সঃ", "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী র্ভবতী" তি শ্রুত্যাভিধীয়তে। অয়মন্যত্রাবতারেঽবতারিণি বা সম্ভবন্নপি স্বয়ং সম্পূর্ত্তিমানং তত্র তত্রালভমানো ব্রজেন্দ্রনন্দন এব স্বকাষ্ঠাং লভতে নদনদীতড়াগাদিষু সম্ভবদপি

ভক্তের দ্বিবিধ চিদ্বাসনাযুক্ত হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া দ্বিবিধরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকে। ঘনরস সদৃশ রসাল, পনস, ইক্ষু, দ্রাক্ষাদিতে প্রবিষ্ট হয় এবং ঐ রসে পৃথক্ পৃথক্ মাধুর্য্যবত্তাও বিদ্যমান থাকে; এবং ঐভাব পৃথক্ পৃথক্ আস্বাদনকারী ভক্ত-ভেদে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বৎসল্য ও মধুর নামক পঞ্চবিধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সেই ভাব শান্তভক্তে শান্তি, দাস্যভক্তে প্রীতি, সখায় সখ্য, পিতৃ-মাতৃ-ভাবযুক্ত ভক্তে বাৎল্য ও প্রেয়সীভাবযুক্ত ভক্তে প্রিয়তা নাম ভেদে পঞ্চবিধ হইয়া থাকে। পুনরায় এই ভাব স্ব স্ব শক্তি দ্বারাই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিংবা ঐশ্বর্য্যসমন্বিত স্থায়ীভাবরূপ-নৃপতি উক্ত প্রজা সকলকে প্রাপ্ত হইয়া বা ঐ প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররূপে বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ উক্ত ভাবসমূহ রসরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই উক্তির সমর্থনে একটী শ্রুতি-প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন—"স্বয়ং ভগবানই ঐ রস, জীব ঐ রস লাভ করিয়া আনন্দী হয়।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নদ-নদী-তড়াগাদিতে জল থাকিলেও সমুদ্র যেমন সর্ব্ব জলের আশ্রয় বলিয়া জলনিধি, সেইরূপ শ্রীভগবানের অন্যান্য অবতারে ঐ রস দৃষ্ট হইলেও উহা পূর্ণমাত্রায় জলনিধির ন্যায় রসনিধিরূপে

যথা সমুদ্র এব জলনিধিত্বম্। যো হি ভাবস্য প্রথমপরিণভাবেব উৎপদ্যমান এব প্রেমণি মূর্ত্ত এব রসঃ সাক্ষাদেব তদ্বতা ভক্তেনানুভূয়ত ইতি ॥২॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং পরমানন্দ-নিষ্যন্দিনীনামা সপ্তম্যমৃতবৃষ্টিঃঃ ॥৭॥

অবতারী শ্রীনন্দনন্দনেই বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়াছে। এইপ্রকারে শ্রীভগবানই ভাবের প্রথম পরিণতিতে প্রকাশিত হইয়া প্রেমে সাক্ষাৎ মূর্ত্তস্বরূপে রসিক ভক্তগণ-কর্ত্তৃক অনুভূত হন ॥২॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী-গ্রন্থে পরমানন্দ নিষ্যন্দিনী-নামক সপ্তম্যমৃতবৃষ্টি।

অষ্টম্যমৃতবৃষ্টিঃ।

অথ তস্যা এব ভক্তিকল্পবল্ল্যাঃ সাধনাভিখ্যে যে পূর্ব্বং দ্বে পত্রিকে লক্ষিতে ইদানীং ততোঽতিচিক্কণানি তাদৃশশ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ানি ভাবকুসুমসংলগ্নানি অনুভাবাভিধানানি বহূনি পত্রাণি সহসৈবাবির্ভূয় ক্ষণে ক্ষণে দ্যোতয়ন্তি যান্যেব ভাবকুসুমং পরিণামং প্রাপয্য পুনস্তদৈব প্রেমাভিধানফলত্বমানয়ন্তি। কিঞ্চ আশ্চর্য্যচর্য্যেয়ং ভক্তিকল্পবল্লী যস্যাঃ পত্রস্তবকপুষ্পফলানি প্রাপ্তপরিণতীন্যপি স্বস্বরূপমত্যজন্ত্যেব নবনবান্যেব সহৈব সর্ব্বাণি বিভ্রাজন্তে। ততশ্চাস্য ভক্তজনস্যাত্মাত্মীয়গৃহবিত্তাদিষু শতসহস্রশো ভবত্যো যাশ্চিত্তবৃত্তয়ো মমতারজ্জুভিস্তেষু তেষু নিবদ্ধ এব পূর্ব্বমাসন্ তা এব চিত্তবৃত্তীঃ সর্ব্বা এব ততস্ততোঽবহেলয়ৈবোন্মোচ্য স্বশক্ত্যা মায়িকীরপি তা মহারসকূপস্পৃস্যমানপদার্থমাত্রাণীব সাকারচিদানন্দজ্যোতির্ম্ময়ীকৃত্য তাভিরেব মমতাভিঃ সর্ব্বাভিস্ততস্ততো বিচিতাভিঃ স্বশক্ত্যৈব তথাভূতীকৃতাভিঃ শ্রীভগবদ্রূপ-

---

ভক্তিকল্পতার সাধনাখ্য যে দুইটি পত্র পূর্ব্বে লক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং তাহা হইতেই অতি চিক্কণ এবং তাদৃশ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় ভাবকুসুম-সংলগ্ন অনুভাব-নামক বহুপত্র সহসা আবির্ভূত হইয়া অনুপম শোভা ধারণ পূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে ঐ ভাবকুসুমকে পরিণামপ্রাপ্ত করাইয়া পুনর্ব্বার তৎকালেই প্রেম-নামক ফল উৎপন্ন করেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, এই ভক্তিকল্পলতার পত্র, স্তবক, পুষ্প ও ফলসমূহ পরিণত হইয়াও, নিজ নিজ স্বরূপকে পরিত্যাগ না করিয়াই নিত্য নব নব আকারে সকলের সহিত শোভা পাইতে থাকেন। আর এই ভক্তজনের যে চিত্তবৃত্তি আত্মীয়-গৃহ-বিত্ত প্রভৃতিতে শত-সহস্র প্রকারে বিভক্ত হইয়া মমতারূপ রজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ ছিল, এখন ঐ চিত্তবৃত্তিকে সেই সকল বিষয় হইতে অবহেলাক্রমে উন্মুক্ত করিয়া মায়িকী হইলেও মহারসকূপস্পৃষ্ট পদার্থ সমূহের ন্যায় মমতাকে নিজশক্তি দ্বারা তথাভূত অর্থাৎ সাকার চিদানন্দ জ্যোতির্ম্ময়রূপে পরিণত করিয়া যিনি তাহাদিগকে শ্রীভগবানের নাম ও গুণ-মাধুর্য্যে আবদ্ধ করেন, সেই প্রেম মহাসূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া নিখিল পুরুষার্থ-

নামগুণমাধুর্য্যেষু যো নিবধ্নাতি সোঽয়ং প্রেমমহাকিরণমালীব উদয়িষ্যমাণ এব নিখিলপুরুষার্থনক্ষত্রমণ্ডলীঃ সহসৈব বিলাপয়তি। ফলভূতস্যাস্য মঃ স্বাদ্যমানো রসঃ স সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা রসস্য পরমপৌষ্টিকী শক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীত্যুচ্যতে। যস্মিন্নাস্বাদয়িতুমারভ্যমাণ এব বিঘ্নান্ ন গণয়তীতি কিং বক্তব্যম্। মহাশূরো ভট ইব মহাধনগৃধ্নুরত্যাবেশ-লুপ্তবিচারস্তস্কর ইব স্বাত্মানমপি নাবেক্ষতে। কিঞ্চ রাত্রিন্দিবমেব প্রতিক্ষণমভ্যবহ্রিয়মাণৈশ্চতুর্ব্বিধৈঃ পরমস্বাদুভিরপরিমিতৈরন্নৈরপি দুরুপশমনীয়া যদি কাচিৎ ক্ষুধা সম্ভবেৎ তৎসদৃশ্যা উৎকণ্ঠয়া সূর্য্য ইব তাপয়ন্ তৎকাল এব স্ফূর্ত্তৈরাবির্ভাবিতানি ভগবদ্রূপগুণমাধুর্য্যাণ্য-পারাণ্যাস্বাদবিষয়ীকারয়ন কোটিচন্দ্র ইব শিশিরয়তি। যুগপদেব স্বাধারমদ্ভুতোঽয়ং প্রেমা উদিত্য চ যস্মিন্নীষদেব বর্দ্ধমানে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারমেব প্রতিক্ষণমাকাঙ্ক্ষতো ভক্তস্য উৎকণ্ঠাশল্যস্য মহা-দাহকস্যেবাতিপ্রাবল্যোদয়াৎ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ততদ্রূপলীলামাধুর্য্যৈরপি

রূপ নক্ষত্রমণ্ডলীকে সহসা বিলাপিত করিয়া থাকেন। আর ফলভূত এই প্রেমের আস্বাদ্যমান যে রস, সেই আনন্দঘনস্বভাববিশিষ্ট রসের পরম পুষ্টিকারিণী শক্তি, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া উক্ত হন। অতএব ঐ রস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়া ভক্ত যে আর কোন বিঘ্নকে গণনা করেন না—এবিষয়ে কি আর বক্তব্য আছে? তখন তিনি মহাবলশালী যোদ্ধার ন্যায় অতিশয় আবেশে বিচারশূন্য মহাধনলোলুপ তস্করের ন্যায় আপনাকেও বিস্মৃত হইয়া যান। আরও বলিতেছেন, চতুর্বিধ পরমসুস্বাদু অন্ন অপরিমিতভাবে দিবানিশি পুনঃ পুনঃ ভোজন করিলেও যদি দুর্দ্দমনীয় কোন ক্ষুধার অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়, তবে তিনি সেই ক্ষুধার তুল্য উৎকণ্ঠা দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় তাপ বিস্তার করিয়া তৎকালেই স্ফূর্ত্তিদ্বারা শ্রীভগবানের অপরিমিত রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়া কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতলতা বিস্তার করেন। যদিও একই সময়ে উৎকণ্ঠার প্রাবল্য এবং শান্তির মাধুর্য্য, এই উভয় বিরুদ্ধভাব-বিস্তার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এই অদ্ভুত প্রেম আপনার আধাররূপ ভক্তে উদিত হইয়া বা ঈষৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রতিক্ষণেই শ্রীভগবৎসাক্ষৎকারাকাঙ্ক্ষী ভক্তের উৎকণ্ঠারূপ শল্যকে মহাদাহক অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করায় উৎকণ্ঠার প্রাবল্য-হেতু স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীভগবদ্রূপ ও লীলার মাধুর্য্যেও

অতৃপ্তস্য তস্য বান্ধবোঽপি নিরুদকান্ধকূপ এব ভবনমপি কণ্টকবনমেব যৎকিঞ্চনাভ্যবহারোঽপি প্রহারো মহানেব সজ্জনকৃতপ্রশংসা অপি সর্পদংশা এব প্রাত্যহিককৃত্যকর্ত্তব্যমপি মর্ত্তব্যমেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গানি অপি মহাভার এব সুহৃদ্‌গণসান্ত্বনমপি বিষদৃষ্ট এব সদা জাগরোঽপি সাগরোঽনুতাপস্যৈব কদাচিৎ নিদ্রাপি বিদ্রাবিণী জীবনস্যৈব স্ববিগ্রহোঽপি ভগবন্নিগ্রহো মূর্ত্ত এব প্রাণা অপি ধানাঃ পুনঃ পুনর্ভৃষ্টা এব কিং বহুনা প্রাক্ সদৈবাভীষ্টমাসীদ্‌যৎ তচ্চ রহো মহোপদ্রব এব ভগবচ্চিন্তনমেবাত্মনিকৃন্তনমেব। ততশ্চ প্রেমৈব চুম্বকীভাবমাপদ্য কার্ষ্ণায়সীভূতং কৃষ্ণমাকৃষ্যানীয় কস্মিংশ্চন ক্ষণে ভক্তস্যাস্য নয়ন-গোচরীকরোতি। তত্র চ সৌন্দর্য্যসৌরভ্যসৌস্বর্য্যসৌকুমার্য্যসৌর-স্যৌদার্য্যকারুণ্যানীতি স্বীয়াঃ স্বরূপভূতাঃ পরমকল্যাণগুণাঃ ভগবতা স্বভক্তস্য তস্য নয়নাদিষ্বিন্দ্রিয়েষু নিধীয়ন্তে। তেষাঞ্চ পরমমধুরত্বে নিত্যনবত্বে চ ভক্তস্যাস্য চ তদাস্বাদয়িতুঃ প্রেম্নৈব প্রবর্ত্তমানে

তাঁহার তৃপ্তি হয় না। তাঁহার নিকট আত্মীয়গণ জলশূন্য কূপের ন্যায়ই বোধ হয়; গৃহও কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়; যৎসামান্য আহার ও মহাপ্রহারের ন্যায়; সজ্জন-কৃত প্রশংসা সর্পদংশনের ন্যায়, প্রাত্যহিক কৃত্য-কর্তব্যও মৃত্যুবৎ; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল মহাভাবের ন্যায়; সুহৃদ্‌গণের সান্ত্বনা বিষ বৃষ্টির ন্যায়; সর্বদা জাগরণদশা অনুতাপ সাগরের ন্যায়; কদাচিৎ নিদ্রা হইলেও তাহা জীবন ধ্বংসকারিণী যন্ত্রণাতুল্য; নিজের জীবনধারণকেও মূর্ত্ত ভগবন্নিগ্রহের তুল্য; প্রাণও পুনঃ পুনঃ ভর্জ্জিত ধান্যের ন্যায়; অধিক কি, পূর্ব্বে যাহা সর্ব্বদা অভীষ্ট মনে হইত, তাহাই এখন মহা উপদ্রবের ন্যায় বোধ হয় এবং ভগবচ্চরণ-চিন্তনকেও আপনাকে ছেদনের ন্যায় মনে হয়। পরে ঐ প্রেমই চুম্বকভাব প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ-লৌহের ভাবপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া কোনও সময়ে ঐ ভক্তের নয়নগোচর করান। শ্রীভগবানও তখন সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য, সৌস্বর্য্য, সৌকুমার্য্য, সৌরস্য, ঔদার্য্য ও কারুণ্য প্রভৃতি স্বীয় স্বরূপভূত পরম মঙ্গলময় গুণরাজিকে নিজ ভক্তের নয়নাদি ইন্দ্রিয়সমূহে নিহিত করেন। সেই গুণসকলও পরম মধুর ও নিত্য নূতন হওয়ায় ভক্তও প্রেম সহকারে উহার আস্বাদনে প্রবৃত্ত

প্রতিক্ষণবর্দ্ধিষ্ণৌ মহোৎকণ্ঠায়াং চ কোঽপ্যানন্দমহোদধিরাবির্ভবন্নার্হতি কবিসরস্বতীলকুট্যা পরিমেয়তাম্। যথা হি অতিনিবিড়তরবিটপদলকুল প্রবলিতমহান্যগ্রোধতলস্য সুরদীর্ঘিকাহিমসলিলসম্ভৃতঘটশতবলয়িততটস্যাতিশিশিরত্বে তদাশ্রয়িতুর্জনস্য চ তপর্ত্তুতরণিকিরণতপ্তমরুসরণিমহাপান্থত্বে চ। তথা কাদম্বিনীঘনাসারস্যাপারত্ব ইব তদভিষিচ্যমানস্য বনমতঙ্গজস্য চিরন্তনদবদবথুদূনত্বেন চ তথা সুধাকিরণস্যাতিমধুরত্বে তৎপানকর্ত্তুশ্চ মহারোগশতবত্ত্বে স্বাদলোপুপত্বে চ যস্তাদাত্মিক আনন্দঃ স এব দিগ্দর্শনার্থং তস্যোপমানীক্রিয়তে ॥১॥

তত্র প্রথমং লব্ধাপারচমৎকারস্য ভক্তস্য লোচনয়োঃ স্বসৌন্দর্য্যং প্রকাশ্যতে প্রভুণা। ততস্তন্মাধুর্য্যেণ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ লোচনময়ীভাবে প্রবর্ত্তিতে স্তম্ভকম্পবাষ্পাদিভিঃ কৃতবিঘ্নশ্চ তস্যানন্দকৃতমূর্চ্ছায়াং জাতায়াং প্রবোধয়িতুমিব দ্বিতীয়ং সৌরভ্যং তদীয়ঘ্রাণেন্দ্রি-

---

হইলে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মহতী উৎকণ্ঠায় কোন এক আনন্দ মহাসমুদ্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে; কোন কবি-বাক্যই উহার পরিমাণ নির্দ্দেশের যোগ্য হয় না। ইহা যেন গ্রীষ্মঋতুর সূর্য্যকিরণোত্তপ্ত মরুপথের পথিকের অতি নিবিড়তর শাখা-প্রশাখা-সন্নিবিষ্ট প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে অবস্থিত সুরদীর্ঘিকার হিম-শীতল-বারিপরিপূর্ণ শতসোপানাবলিযুক্ত তটদেশের অতিশয় শীতলতাহেতু তথায় পথিকের আশ্রয়, অথবা দীর্ঘকাল দাবানল-পীড়িত বন্যগজ নিবিড় জলধরের অপরিমিত ধারায় অভিষিক্ত হইলে অথবা মহারোগগ্রস্থ স্বাদুলোলুপব্যক্তি মধুর অমৃত পান করিলে যেরূপ আনন্দ ভোগ করে ভক্তের আনন্দকে তাদৃশ বলিলে দিগ্‌দর্শনার্থ তাহার কথঞ্চিৎ তুলনা মাত্র করা হয়।

তার মধ্যে প্রথমে সেই প্রেম উদয় হইলে অপার চমৎকৃত ভক্তের লোচনযুগলে প্রভু ভগবান্ আপন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরে তাঁহার (শ্রীভগবানের) মাধুর্য্যে ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয় ও মন লোচনময়ীভাব প্রাপ্ত হইলে স্তম্ভ, কম্প ও অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার হেতু দর্শনে বিঘ্ন জন্মিতে থাকে; আবার ভক্তের আনন্দমূর্চ্ছাও উপস্থিত হয়। শ্রীভগবান তাদৃশ ভক্তকে প্রবোধিত করিবার জন্য তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে নিজের দ্বিতীয় মাধুর্য্য-স্বরূপ সৌরভ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখনও ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি ঘ্রাণময়ীভাব প্রকাশ হইলে

য়েষু প্রকাশ্যতো তেনাপি তেষাং ঘ্রাণময়ীভাবে দ্বিতীয়মূর্চ্ছারম্ভে অরে মদ্ভক্ত তবাহমেব সম্পদ্যমানোঽস্মি মা বিহ্বলীভূর্নিকামং মামনুভবেতি তৃতীয়ং সৌন্দর্য্যং শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যমাবির্ভাব্যতে। পুনস্তেনাপি তেষাং শ্রবণময়ীভাবে তৃতীয়মূর্চ্ছোপক্রমে কৃপয়া চরণারবিন্দেন পাণিভ্যাম্ উরসা চ স্বস্পর্শং দত্বা চতুর্থং স্বসৌকুমার্য্যমসাবনুভাব্যতে। তত্র দাস্য-ভাববতস্তস্য মূর্দ্ধি চরণের স্পর্শঃ সখ্যভাববতঃ পাণ্যোঃ পাণিভ্যাং বাৎসল্যভাববতঃ স্বকরতলেনাশ্রুমার্জ্জনং প্রেয়সীভাববতস্তু উরসি স্ববক্ষসা বাহুভ্যামাশ্লেষঃ ক্রিয়তে ইতি ভেদো বোধ্যঃ। পুনশ্চ তেনাপি তথা তথৈব চতুর্থমহামূর্চ্ছারম্ভে পঞ্চমং স্বাধরসম্বন্ধি সৌরভ্যং তদীয়রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যং প্রেয়সীভাববত্যেব তৎকালপ্রাদুর্ভূততদভীষ্টা-কাররতিভজন এব প্রকাশ্যতে নান্যত্র। ততশ্চ পূর্ব্ববদেব তথা তথাভাবেঽপি তদাতন্যাস্ত্বানন্দমূর্চ্ছায়াস্ত্বতিনৈবিড্যে জাতে ততঃ প্রবোধয়িতুমসমর্থেনেব ভগবতা ষষ্ঠমৌদার্য্যং বিতন্যতে। তচ্চ তেষা-

---

দ্বিতীয় আনন্দমূর্চ্ছার আরম্ভে শ্রীভগবান ঐ ভক্তকে আশ্বাসবাক্যে বলেন অরে মদ্ভক্ত! আমি তোমারই সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছি, তুমি বিহ্বল না হইয়া আমাকে অনুভব করিয়া কামনার পূরণ কর।" এইরূপে নিজের তৃতীয় মাধুর্য্যস্বরূপ সৌস্বর্য্য প্রকাশ করিলে ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি পূর্ব্ববৎ শ্রবণময়ীভাবে পরিণত হওত ভক্তের তৃতীয় আনন্দমূর্চ্ছার উপক্রম হয়। তখন শ্রীভগবান কৃপা করিয়া নিজের চরণারবিন্দ, করকমল ও বক্ষঃদেশাদি দ্বারা নিজ অঙ্গ স্পর্শ দান করিয়া ভক্তকে স্বীয় চতুর্থ মাধুর্য্য-স্বরূপ সৌকুমার্য্য অনুভব করাইয়া থাকেন। এই প্রকারে শ্রীভগবান দাস্যভাবযুক্ত ভক্তের মস্তকে চরণস্পর্শ, সখ্যভাবযুক্ত ভক্তের কর-যুগলে করযুগল; বাৎসল্যভাবযুক্ত ভক্তের স্বীয় করতল দ্বারা অশ্রু মোচন এবং মধুরভাবযুক্ত ভক্তের বক্ষোদেশে বক্ষঃস্পর্শ ও বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। অবশ্য ভক্তের ভাব-ভেদেই শ্রীভগবান এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করিয়া থাকেন বুঝিতে হইবে। পুনরায় শ্রীভগবান পূর্ব্ববৎ চতুর্থ মহামূর্চ্ছার প্রারম্ভে পঞ্চম মাধুর্য্য-স্বরূপ নিজ অধরসম্বন্ধীয় যে সৌরস, তাহা ভক্তের রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। প্রেয়সীভাবযুক্ত ভক্তের নিকট তৎকালে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার অভীষ্টতর রতিভজন প্রকাশ করিয়া

মেব সৌন্দর্য্যাদীনা সর্ব্বেষামেব তন্নয়নাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়েষ্বেব যুগপদেব বল্বাদ্বিতরণম্। তদৈব ভগবদিঙ্গিতজ্ঞেনেব প্রেম্নাপ্যতিবর্দ্ধমানেন সতা তদনুরূপতৃষ্ণাতিরেকং সম্বর্দ্ধ্যাপি তত্র ভক্তে স্বয়ং চন্দ্রত্বমুপেয়ুষা যুগপ-দেবানন্দসমুদ্রশতলহরীব্যতিসংমর্দ্দভরজর্জ্জরিতত্বমিব তস্য অন্তঃ নির্ম্মি-মাণেন স্বয়মেব সাকারতন্মনোঽধিদৈবতীভবতেব তথা স্বশক্তি-র্বিতীর্য্যতে যথা যৌগপদ্যেনৈব তে তে স্বাদা নির্ব্বিবাদা এব ভবন্তি। ন চৈবং মনসোঽনেকাগ্রত্বেনতত্তদাস্বাদস্যাসান্দ্রতেতি বাচ্যম। প্রত্যুত সৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যাদীন্ প্রতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামেব নয়নীভাবশ্রবণীভাবাদ্যা একদৈব বোভূয়মানা অলৌকিকাচিন্ত্যাদ্ভুতচমৎকারমেবাতন্বন্তঃ স্বাদ-স্যাতিসান্দ্রত্বমেব কুর্ব্বন্তি। নৈবাস্তি তত্র লৌকিকানুভবতর্কদাবদব-থোরবকাশোঽপি। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদিত্যাদি' ॥২॥

থাকেন; পরন্তু মধুরভাবযুক্ত ভক্তের নিকট ভিন্ন এরূপ গূঢ়ভাব তিনি অন্যত্র প্রকাশ করেন না। তারপর পূর্ব্ববৎ সেই সেই ভাবে প্রকাশিত আনন্দমূর্চ্ছার অত্যন্ত গাঢ়তা জন্মিলে, তাহা হইতে প্রবোধদান করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীভগবান ষষ্ঠ মাধুর্য্যস্বরূপ নিজের ঔদার্য বিস্তার করেন। আর সৌন্দর্য্যাদি সমস্ত গুণকে ভক্তের নয়নাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বলপূর্ব্বক যুগপৎ প্রকাশ করার নামই ঐ ঔদার্য্য। এই সময়ে শ্রীভগবানের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়াই যেন প্রেমও অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন এবং ঐ বৃদ্ধির অনুরূপ তৃষ্ণাকেও অতিশয় বর্দ্ধিত করিয়া স্বয়ংই চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া যুগপৎ আনন্দসমুদ্রে শত শত লহরীরূপ লীলা দ্বারা ভক্ত হৃদয় আলোড়িত ও জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণকে পুনর্নির্ম্মানের দ্বারা স্বয়ংই তাহার মনের অধিদেবতারূপে স্বীয় শক্তি ঔদার্য্যকে এরূপভাবে বিস্তারিত করেন যে, ভক্ত যুগপৎ নির্ব্বিবাদে ঐ সকল গুণের আস্বাদন করিতে পারেন। অতএব একথা বলা যায় না যে, ভক্তের মন এককালে বহু বিষয়ের বহুবিধ গুণের সম্পূর্ণভাবে আস্বাদন কতিে পারে না, অথবা ঐ সমস্ত বিষয় আস্বাদনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না। পরন্তু শ্রীভগবানের অলৌকিক অচিন্ত্যশক্তির বলে অভূতপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব বিস্তার করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের এককালেই নয়নীভাব বা শ্রবণীভাবের ন্যায় উহাও সম্ভব হয় বলিয়া

ততশ্চ সৌন্দর্য্যাদীনাং যাবন্তি মাধুর্য্যাণি তেষাং সামস্ত্যেনানুবুভূষাবপি অস্মিন্ ভক্তচাতকচঞ্চুপুটে জলদবিন্দ্বাবলীব ন মান্তি তানি বিমৃশ্যাহো তর্হি ময়ৈতানি সৌন্দর্য্যাদীন্যেতাবন্তি কিমর্থং ধৃতানীতি তেষাং সংভোজনায়ৈব সপ্তমং সর্ব্বশক্তিকদম্বপরমাধ্যক্ষায়া আগমাদাবপি বিমলোৎকর্ষিণ্যাদীনামষ্টদিগ্দলেষু বর্ত্তমানানাং স্বরূপশক্তীনাং মধ্য এব কর্ণিকায়াং মহারাজচক্রবর্ত্তিন্যা ইব স্থিতায়া হ্যনুগ্রহাভিধানত্বেনোক্তায়াঃ ভগবতো নয়নারবিন্দ এব আত্মানং ব্যঞ্জয়ন্ত্যাঃ কৃপাশক্তের্বিলসিতং ক্বচিৎ দাসাদৌ বাৎসল্যমিতি ক্বচিৎ কারুণ্যমিতি প্রিয়াদৌ চেতোদ্রব ইতি ক্বচিদনু কতি নাম্নাভিধীয়মানম্ উদয়তে। যয়ৈব কৃপাশক্ত্যা সর্ব্বব্যাপিন্যপি তদীয়েচ্ছাশক্তিঃ সাধুষু সাধ্বেবং রঞ্জিতা পরমাত্মারামানপি মহাচমৎকৃতিভূমীরধ্যারোহয়তি। যয়ৈব ভগবতো ভক্তবাৎসল্যং নাম এক এব গুণঃ সম্রাড়িব প্রথম-

---

ঐ প্রকার আস্বাদনের অতি সান্দ্রত্ব বা পরিপূর্ণ অনন্দময়ত্ব সাধিত হইয়া থাকে। এই অলৌলিক বিষয়ে লৌকিক অনুভববেদ্য তর্কের প্রবেশ নাই। "যে সকল বস্তু চিন্তার অতীত, তাহা তর্কের বিষয়ীভূত করিও না" এই শ্রুতিবাক্য দ্রষ্টব্য ॥২॥

অনন্তর শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্যাদির যতপ্রকার মাধুর্য্য বর্ত্তমান, তাহার সমস্তগুলিই এককালে আস্বাদনের ইচ্ছাসত্ত্বেও সেই ভক্তরূপ চাতকের চঞ্চুপুটে মেঘনির্ম্মুক্ত জলবিন্দুর ন্যায় পরিমিত হইতেছে না দেখিয়া শ্রীভগবান অহো! "তবে কেন আমি এত সৌন্দর্য্যাদি ধারণ করিতেছি।" এই বলিয়া সেই সমস্ত সম্যক আস্বাদন করাইবার জন্য সপ্তম মাধুর্য্যস্বরূপ যে তাঁহার করুণা, তাহাই বিস্তার করিয়া থাকেন। উহা শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিসমূহের অধ্যক্ষস্বরূপা এবং আগমাদিতে বিমলা, উৎকর্ষিণী ইত্যাদি অষ্টদিগ্‌দলে বর্ত্তমানা স্বরূপশক্তির মধ্যস্থিত কর্ণিকারে মহারাজচক্রবর্ত্তিরূপে অবস্থিতা হইয়া 'অনুগ্রহনামে' উক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নয়নারবিন্দে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া কৃপাশক্তির বিলাসরূপে কখন দাসভক্তে কখন বা মাতৃ-পিতৃভাবযুক্ত ভক্তে বাৎসল্য, কখন বা কারুণ্য, প্রিয়াদি ভাবযুক্ত ভক্তে চিত্ত-বিদ্রাবিণী আকর্ষণী শক্তি; কোথাও বা অন্য কোন ভাবানুরূপ নামে অভিহিত বস্তুর উদয় করাইয়া থাকেন। ঐ কৃপাশক্তি কর্ত্তৃকই তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী ইচ্ছাশক্তি সাধুগণে সুষ্ঠুরূপে রাগপ্রাপ্তা

স্কন্ধে পৃথিব্যোক্তান্ স্বরূপভূতান্ সত্যশৌচাদীন্ কল্যাণগুণান্ শাস্তি। মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ। লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ। অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ। অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুরিতি। ভগবতি সর্ব্বথা নিষিদ্ধা অপ্যেতে দোষা যদনুরোধেন রামকৃষ্ণাদ্যবতারেষু ক্বচিৎ ক্বচিদ্বিদ্যমানা এব সন্তো ভক্তৈরনুভূয়ানা মহাগুণায়ন্তে। ততশ্চ সর্ব্বাণ্যেব তদ্বিতীর্ণানি সৌন্দর্য্যাদীন্যাস্বাদয়িতুং লব্ধৌজসি ভক্তে আস্বাদ্যাস্বাদ্য চ তাং তাং চমৎকৃতিপরমকাষ্ঠামধিরুহ্যাধিরুহ্য চাশ্রুতচরং ভগবতো বক্তবাৎসল্যমিদমিবেতি মনসা মুহুর্মুহুরেবানুভূয় দ্রবীভাবমাসেদুষি তস্মিন্নরে তদ্ভক্তবর্য্য বহূনি জন্মানি মদর্থং দারাগারধনাদিকং পরিত্যজ্য মৎপরিচর্যানুরোধেন শীতবাতক্ষুধাতৃষ্ণাব্যথাময়াদীন্ বহূনেব ক্লেশান্ সোঢ়বতে জনাবমানাদীনপ্যবগণিতবতে ভিক্ষুচর্য্যাং গৃহীতবতে ভবতে কিমপি দাতুমশক্নুবন ঋণী কেবলমভূবম্। সার্ব্বভৌমত্বপারমেষ্ঠ্যযোগসিদ্ধ্যাদিকঞ্চ ন

হইয়া পরম আত্মারামকেও মহাচমৎকৃতি ভূমিকায় আরোহণ করাইয়া থাকেন। অতএব ঐ কৃপাশক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য-নামক গুণ ব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রথমস্কন্ধে শ্রীপৃথিবীদেবীর উক্তি হইতেও জানা যায় যে, ঐ কৃপাশক্তি কর্ত্তৃকই তাঁহার স্বরূপভূত সত্য-শৌচাদি মঙ্গলময় গুণসকলকে সম্রাটের ন্যায় শাসন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ঐ কৃপাশক্তির অনুরোধেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, তীব্রকাম, লোভতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব, পরাপেক্ষা, এই অষ্টাদশ প্রকার মহাদোষ (দৃষ্ট হইয়া থাকে)। অথচ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, এই অষ্টাদশপ্রকার দোষরহিত শ্রীভগবত্তনু। পরন্তু শ্রীভগবানে উক্ত অষ্টাদশপ্রকার মহাদোষ সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হইলেও ঐ কারুণ্যগুণের অনুরোধে শ্রীরাম-কৃষ্ণাদি অবতারে কখন কখন বিদ্যমান বলিয়া ভক্তগণ-কর্ত্তৃক অনুভূত হইয়া থাকে; তখন কিন্তু উহারা মহাগুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পরে শ্রীভগবান-কর্ত্তৃক বিস্তারিত সৌন্দর্য্যাদি গুণ আস্বাদন করিবার জন্য ঐ ওজস্বী-ভক্ত ঐ সকল গুণ পুনঃপুনঃ আস্বাদন এবং সেই সেই গুণের

ভবদনুরূপমিতি তত্তৎ কথং বিতরিষ্যামি। নহি নহি পশুভ্যো রোচমানং ঘাযতুষবুষাদিকং কস্মৈচিন্মনুষ্যায় দীয়তে। তদমহজিতোঽপি ভবতাধুনা জিত এব বর্ত্তে নর্ত্তে ভবৎসৌশীল্যবল্লীং সম্যগবলম্বনম ইতি ভগবতো বাঙ্‌মাধুরীং পরমস্নিগ্ধবর্ণাং কর্ণাবতংসীকৃত্য প্রভো ভগবন্ কৃপাপারাবার ঘোরসংসারপ্রবাহপ্রাপিতক্লেশচক্রনক্রব্যূহচর্ব্ব্যমাণং মাং বিলোক্য কারুণ্যোদ্যোতদ্রবচেতোনবনীতোঽখিললোকাতীতো ভগবন্ শ্রীগুরুরূপধারী মদনাদ্যবিদ্যাবিদারী স্বদর্শনেন সুদর্শনেনৈব তন্নির্ভিদ্য তদ্দংষ্ট্রাতটাদেবোন্মোচ্য নিজচরণকমলযুগলদাসীচিকীর্ষয়া স্বমন্ত্রবর্ণবীথীং মৎকর্ণবীথীং প্রবেশ্য নির্ব্যথীকৃত্য মুহুর্মুহুরপি স্বগুণনানশ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিভির্ম্মাং যদশূশুধন্নিজভক্তেরপি সঙ্গমিতৈঃ স্বসেবামপ্যবুবুধত্তদপি দুর্ম্মেধোঽহমধমতমো দিবস-

---

চমৎকারিত্বের পরাকাষ্ঠা পুনঃ পুনঃ লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই ভক্ত চমৎকারের সর্ব্বোচ্চ কক্ষায় অধিরূঢ় হইয়া অনুভব করেন যে, শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য এইরূপ অশ্রুতচরই বটে; ইহা মনে মনে বারংবার অনুভব করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়। তখন শ্রীভগবান বলিতে থাকেন, "হে ভক্তবর্য্য! তুমি বহুজন্ম আমার জন্য পুত্র কলত্র-গৃহ-ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া আমারই পরিচর্য্যার অনুরোধে শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা রোগাদি বহু ক্লেশ সহ্য কয়িয়াছ; শত শত জনের কৃত অবমাননাদিও গণনা কর নাই; ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছ? আমি কিন্তু তোমাকে কিছুই দিতে অক্ষম হইয়া তোমার নিকট ঋণী আছি। সার্ব্বভৌমত্ব, ব্রহ্মত্ব, যোগসিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই তোমার অনুরূপ নহে; সুতরাং কেমন করিয়া আমি তাহা তোমাকে দান করিব? না, না পশুর রুচিকর খাদ্য যে ঘাস তুষাদি তাহা কি মনুষ্যকে দান করা যায়? অতএব আমি অন্যের অজেয় হইলেও তোমা-কর্ত্তৃক জিত হইলাম; এক্ষণে তোমার সৌশীল্যই আমার একমাত্র অবলম্বন।" শ্রীভগবানের এই প্রকার অতিশয় স্নিগ্ধ বাক্য-মাধুরীকে কর্ণের ভূষণস্বরূপে ধারণ করিয়া ভক্ত বলিতে থাকেন, 'হে প্রভো! হে ভগবন্! হে কৃপাপারাবার! আপনি আমাকে ঘোর সংসার প্রবাহে পতিত ও তত্রত্য ভীষণ সর্পাদি দ্বারা চর্ব্ব্যমান দেখিয়া করুণার উদ্রেক বশতঃ আপনার নবনীত-কোমলহৃদয় দ্রবীভূত

মেকমপি ন প্রভুং পর্য্যচরং কদর্য্যচর্য্যস্তদয়ং জনো দণ্ডয়িতুমেবার্হঃ প্রত্যুতৈতাবদ্দর্শনমাধুরীং পায়িতঃ। কিঞ্চ ঋণীভবামীতি শ্রীমুখবাণ্যা প্রভুবরেণ বিড়ম্বিতোঽস্মীতি মন্যেঽহং তৎ কিং করোমি পঞ্চ বা সপ্তাষ্টাথবা লক্ষকোটয়োঽপি যদ্যপরাধা ভয়েয়ুস্তদপি তাং সম্প্রতি ক্ষময়িতুং ধার্ষ্ট্যমালম্বেত মাম্। পরার্দ্ধতোঽপ্যধিকাংস্তানবধারয়ামি। কিঞ্চ তে তেঽতিপ্রবলাশ্চিরন্তনা ভুক্তভোক্তব্যফলা বর্ত্তন্তাং নাম। সম্প্রতি পূর্ব্বেদ্যুরেব নীরদেন নীলনীরজেন নীলমণিনা শ্রীমদঙ্গস্য চন্দ্রমসা শ্রীমুখস্য নবপল্লবেন শ্রীচরণস্য দ্যুতিমুপমিমানেন ময়া দগ্ধসর্ষপার্দ্ধেন কনকশিখরিণমিব চণককণেন চিন্তামণিমিব ফেরুণা কেশরিণমির নশকেন গরুত্ত্বন্তমিব সমীকুর্ব্বতা দুর্ব্বুদ্ধিনা স্পষ্টমপরাদ্ধ-মেবেত্যধুনৈবাবগতম্। তদা তু প্রভুমহং স্তৌমীতি স্বীয়মবিদ্বত্ত্বমপি কবিত্বমেতদিতি জনেষ্বপি প্রখ্যাপিতম্। অতঃপরন্তু মদীক্ষণেন ক্ষণেন সমীক্ষিতশ্রীমূর্ত্তিরূপেণ বৈভবেন জবেন তর্জ্জ্যমানা ধৈর্য্যরহিতা গৌরিব মে গৌঃ শ্রীমৎসৌন্দর্য্যকল্পবল্লীমুপমানরদনৈর্দূষয়িতুং ন

হওয়ায় অখিল লোকাতীত শ্রীগুরুর রূপ ধারণপূর্ব্বক কামাদি অবিদ্যার ধ্বংসকারী সুদর্শনস্বরূপ স্বীয় দর্শনের দ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করিয়া তাহাদের করালদংষ্ট্রযুক্ত মুখবিবর হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া এবং নিজ চরণকমলযুগলের দাসীরূপে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছায় নিজ মন্ত্র-বর্ণরূপে আমার কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া আমাকে ব্যথারহিত করত বারংবার নিজ নাম ও গুণের শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণাদি দ্বারা আমাকে শোধন করিয়াছেন। যদিও আপনি আমাকে আপনার ভক্ত-গণের সঙ্গ দানের দ্বারা নিজের সেবাপ্রণালী বুঝাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমি দুর্বুদ্ধি অধমতম বলিয়া একদিনের জন্যও আপনার পরিচর্য্যা করিলাম না। এইপ্রকারে এই কদাচারী ব্যক্তি দণ্ডযোগ্য হইলেও দণ্ডদান না করিয়া বরং নিজের দর্শন-মাধুরী পান করাইলেন। তথাপি আপনি বলিতেছেন, "আমি নিজে ঋণী রহিলাম।" অতএব এইপ্রকার প্রভুবরের শ্রীমুখবাণীর দ্বারা আমি বিড়ম্বিত হইয়াছি। তাই মনে করিতেছি যে, এখন আমি কি করিব? পাঁচ সাত অষ্ট অথবা লক্ষকোটী জন্মের যে আমার অপরাধ, তাহা ক্ষমা করিতে বলাও ধৃষ্টতা মনে করিতেছি। যদিও আমার অপরাধ পরার্দ্ধ হইতেও অধিক

প্রভবিষ্যতীত্যেবং বহুবিধং শংসতি তস্মিন্নতিপ্রসন্নেন ভগবতা পুনরপি প্রেয়স্যাদিভাবতস্তস্য যথাসম্ভবমভীপ্সিতং তাদাত্মিকতৎস্ববিলাসবিলক্ষিতং শ্রীবৃন্দাবনং কল্পশাখিনং মহাযোগপীঠং স্বপ্রেয়সীবৃন্দমুখ্যাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং তৎসখীঃ শ্রীললিতাদ্যাস্তৎকিঙ্করীরপি স্ববয়স্যান্ শ্রীসুবলাদীন্ স্বপাল্যমানা নৈচিকীশ্চ শ্রীযমুনাং শ্রীগোবর্দ্ধনং ভাণ্ডীরঞ্চ নন্দীশ্বরগিরিং তত্রত্যজনকজননীভ্রাতৃবন্ধুদাসাদীন্ সর্বানেব ব্রজৌকসো রসোৎকর্ষেণ দর্শয়িত্বা তত্তদানন্দমহামোহতরঙ্গিণ্যাং তং নিমগ্নীকৃত্য স্বয়ং পরিকরেণান্তর্ধীয়তে। ততশ্চ কিয়দ্ভিঃ ক্ষণৈর্লব্ধপ্রবোধঃ পুনরপি প্রভুং দিদৃক্ষুর্লোচনমুদ্রামুন্মোচ্য, তং নাবলোকয়ন্নাত্মানমশ্রুভিরভিষিঞ্চন্ কিময়ং স্বপ্ন আলোকিতঃ, নহি নহি শয্যালস্যনয়নকালুষ্যাদ্যভাবাৎ, কিমিয়ং কস্যচিন্মায়া বা, নহি নহি এতাদৃশানন্দস্য মায়িকত্বাসম্ভবাৎ, কিংবা চিত্তস্যৈব ভ্রমময়ী কাপি বৃত্তিঃ, নহি নহি

সংখ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে এবং সেই চিরন্তনী অপরাধ সকলও অতি প্রবল; সুতরাং তাহার মধ্যে যাহা ভোগ হইয়াছে এবং তদ্ব্যতীত যাহার ভোগ অবশিষ্ট আছে, তাহারও ফলভোগ হউক, সম্প্রতি পূর্ব্বদিকে নবনীরদ, নীলকমল ও নীলমণির সহিত শ্রীমদ্ অঙ্গের; চন্দ্রমার সহিত শ্রীমুখের এবং নবপল্লবের সহিত শ্রীচরণ-দ্যুতির উপমা দিয়া দগ্ধসর্ষপার্দ্ধের সহিত সুবর্ণপর্বতের, চণক-কণার সহিত চিন্তামণির, শৃগালের সহিত কেশরীর, মশকের সহিত গরুড়ের উপমা যেমন দুর্বুদ্ধির পরিচয়, অর্থাৎ ঐ সকলকে সমান করিয়া আমি যে স্পষ্টতর অপরাধ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। সেই সময়ে আমি প্রভুকে স্তব করিতে যাইয়া নিজের মূর্খতাকেই কবিত্ব বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছি। অতঃপর আমার চক্ষু-কর্ত্তৃক ক্ষণকালের জন্যও পরিদৃষ্ট শ্রীমূর্ত্তির রূপবৈভব ও দ্রুত তর্জ্জ্যমানা ধৈর্য্যরহিতা গাভীর ন্যায় আমার বাক্য আর কখনও যেন শ্রীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য কল্পলতাকে উপমারূপে দন্তপঙ্‌ক্তির দ্বারা দূষিত করিতে সমর্থ না হয়।” এইরূপে ভক্ত বহুবিধ বিলাপ করিতে থাকিলে শ্রীভগবান তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া পুনরায় প্রেয়সী প্রভৃতির ভাবযুক্ত ভক্তকে যথাসম্ভব অভীষ্টানুরূপ তৎকালিক স্ববিলাস-বিলক্ষিত শ্রীবৃন্দাবন, কল্পবৃক্ষ মহাযোগপীঠে স্বপ্রেয়সীবৃন্দমুখ্যা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার শ্রীললিতাদি সখীগণ, তাঁহার কিঙ্করীসকল, শ্রীসুবলাদি

লয়বিক্ষেপাদ্যননুভবাৎ, কিংবা মনোরথপরিপাকপ্রাপ্তোঽয়ং বস্তু-বিশেষঃ, নহি নহি ঈদৃশপদার্থস্য সীম্নোঽপি কদাপি মনোরথেনাধি-রোঢুমশক্যত্বাৎ, স্ফূর্ত্তিলব্ধোঽয়ং ভগবৎসাক্ষাৎকারো বা, নহি নহি সম্প্রতি স্মর্য্যমাণাভ্যঃ পূর্ব্বপূর্ব্বোদ্ভূতাভ্যঃ স্ফূর্ত্তিভ্যোঽস্যাভিবৈলক্ষ-ণ্যাৎ, ইত্যেবং বিবিধমেব সংশয়ানঃ, শয়ান এব ধূলিধোরণিধূসরায়াং ধরণৌ, যথা তথাস্তু পুনরপি তদ্দর্শনং মে ভূয়াদিতি মুহুরাশাসানোঽপি তদনুপলভমানঃ খিদ্যন্ লুঠন্ রুদন্ গাত্রাণি ব্রণয়ন্ মূর্চ্ছয়ন্ প্রবুধ্য-মান উত্তিষ্ঠন্নুপবিশন্ অভিদ্রবম্ ক্রোশন্নুন্মত্ত ইব ক্ষণং তূষ্ণীমাসীনো মনীষীব ক্ষণং লুপ্তনিত্যক্রিয়ো ভ্রষ্টাচার ইব ক্ষণম অসম্বদ্ধং প্রলপন্ গ্রহগ্রস্ত ইব ক্ষণং কস্মৈচিদাশ্বাসকায় নিভৃতং পৃচ্ছতে ভক্তজনায় স্ববন্ধবে স্বানুভূতমর্থং ব্রুবাণঃ, ক্ষণং প্রকৃতিস্থ ইব সখে ভূরিভাগ ভগবৎসাক্ষাৎকার এবায়ং তবাভবদিতি তেন যুক্ত্যা প্রতোষ্যমাণো হৃষ্যন্নেব, হন্ত তর্হি কথমেষ পুনর্ন ভবতীতি তদৈব বিষীদন্, হন্ত কস্যচিন্মহানুভাবচূড়ামণের্মহাভাগবতস্য কাপি কৃপাবিতানপরিণতি

নিজ বয়স্যগণ, স্বপাল্যমানা দাসীগণ, শ্রীযমুনা, শ্রীগোবর্দ্ধন, ভাণ্ডীরবন, নন্দীশ্বরগিরি, তত্রত্য জনক-জননী, ভ্রাতা, বন্ধু ও দাস-দাসী প্রভৃতি ব্রজবাসিকে রসোৎকর্ষের সহিত দর্শন করাইয়া এবং ঐ ভক্তকে দর্শনাদিজনিত তত্তৎ আনন্দমোহতরঙ্গিণীতে নিমজ্জিত করিয়া স্বয়ং নিজ পরিকরবর্গের সহিত অন্তর্হিত হন। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরেই ভক্ত সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় প্রভুর দর্শনপ্রার্থী হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলে আর তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অশ্রুজলে নিজে অভিসিঞ্চিত হইতে থাকেন। আর মনে করেন যে, 'আমি কি ইহা স্বপ্ন দেখিলাম? না, না, তাহা হইলে শয্যালস্য বা নয়নের কালুষ্য থাকিত, তাহা ত' নাই। তবে কি কাহারও মায়া? তাহাও নহে। কারণ এতাদৃশ আনন্দ কখনও মায়িক হইতে পারে না। ইহা কি আমার চিত্তের ভ্রমময়ী কোন বৃত্তি? না, তাহাও নহে, তাহা হইলে চিত্তে লয়-বিক্ষেপাদির অনুভব হইত, তাহাও ত' হইতেছে না। কিংবা ইহা আমার মনোরথ-পরিপাকপ্রাপ্ত কোনও কল্পিত বস্তুবিশেষ। না, না, ঈদৃশ পদার্থের সীমাও মনোরথ আরোহণ করিতে পারে না। তবে কি ইহা স্ফূর্ত্তিলব্ধ ভগবৎ-

র্বা দুর্ভাগস্যাপি মে ভগবৎপরিচর্যায়া ঘুণাক্ষরন্যায়েন বা কস্মিংশ্চি-দ্দিবসে কথঞ্চিদুৎপন্নায়া নিষ্কৈতবতায়াঃ ফলমিদং বা, কিংবা বৈগুণ্য-সমুদ্রেঽপি ক্ষুদ্রে ময়ি ভগবদনুকম্পায়া নিরুপাধিত্বমেব মূর্ত্তং প্রকটীবভূব, হন্ত হন্ত কেন বা অনির্ব্বচনীয়ভাগ্যেন স্বয়ং হস্তপ্রাপ্তো নিধিরজনি, কেন বা মহাপরাধেন ততশ্চ্যুতম্ ইতি, নিশ্চেতুং নিশ্চেতনোঽহং ন প্রভবামি তদ্বাধাবাধিতধীঃ, ক্ব যামি কিং বা করোমি কমুপায়মত্র কমুহ বা পৃচ্ছামি মহাশূন্যমিব নিরাত্মকমিব নিঃশরণমিব দাবপ্লুষ্টমিব মাং নিগিলদিব ত্রিভুবনমবলোকে। লোকেভ্যো নিঃসৃত্য তদেভ্যঃ ক্ষণং বিবিক্তে প্রণিদধামীতি। তথা কুর্ব্বন্ হা প্রভো সুন্দরমুখারবিন্দমাধুরীকসুধা-ধারাধুরীণ-ভাবিত-বাসিত-নিখিল-বিপিন-শ্রীবিগ্রহবর পরিমল-বনমাল-চটুলিতালিজাল

সাক্ষাৎকার? না, তাহাও হইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বপূর্ব্বোদ্ভুত স্ফূর্ত্তি-সকল এখনও স্মরণ করিতেছি; কিন্তু তাহা হইতেও উহা অতিশয় বিলক্ষণ।" এইপ্রকার বিবিধ সংশয়ের বশবর্ত্তি হইয়া ভক্ত ধরণীতে পতিত হইয়া ধূলি-ধূসরিত হইতে থাকেন। কখন বা পুনঃপুনঃ তদ্দর্শন প্রার্থনা করিয়াও দর্শনাভাবে তিনি খেদ করিয়া ভূমিতে লণ্ঠন করিতে করিতে গাত্রক্ষত করিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হন। কখন বা জাগরণ উত্থান উপবেশন ও অভিদ্রবণ প্রভৃতি উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকেন। কখন বা জ্ঞানীর ন্যায় ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। কখন বা ভ্রষ্টাচারের মত নিত্যক্রিয়ার লোপ করেন। কখন বা গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অসম্বন্ধ প্রলাপ করেন। পরে যদি কখন কোন ভক্ত-বন্ধু আশ্বাস প্রদানের জন্য আসিয়া নিভৃতে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তখন তাঁহাকে নিজের অনুভূত বিষয় বলিয়া থাকেন। সেই ভক্ত যদি যুক্তিদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন সে, 'সখে! তোমার ভূরি-ভাগ্যের ফলে ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইয়াছে।" তবে সেই প্রবোধবাক্যে ক্ষণ-কালের জন্য প্রকৃতিস্থের ন্যায় হইয়া আনন্দের সহিত বনে, "হায়! আর কি আমি সেই রূপ দর্শন পাইব না!" আবার বিষণ্ণ হইয়া বলেন, 'আমার কি দুর্ভাগ্য! কোনও মহানুভাবচূড়ামণি মহাভাগবতের কৃপার ফলে আমার সেই রূপ দর্শন হইয়াছিল! আমি নিতান্ত দুর্ভাগা বলিয়া কোনদিন কখনও

পুনরপি ক্ষণমপি তত্রভবন্তং দৃশ্যাসং ; সকৃদেব চ স্বাদিত এব, স্বাদিত-তন্মাধুরীকো ন পুনরেবমভ্যর্থয়িস্যে ইতি বিলপন্ লুঠন্ শ্বসন্ মূর্চ্ছন্নুন্মাদ্যন্ প্রতিদিশমেব তং পশ্যন্ হৃষ্যন্ শ্লিষ্যন্ হসন্নটন্ গায়ন্ পুনরপ্যানীক্ষমাণোঽনুতপন্ রুদন্ অলৌকিকচেষ্টিত এবায়ুংসি নয়ন্ স্বদেহোঽপ্যস্তিনাস্তিবা নানুসন্দধতে।

ততশ্চ সময়ে পঞ্চতাং গচ্ছতং স্বদেহং ন জানন্ ময়াভ্যর্থিতঃ স এব করুণাবরুণালয়স্তথৈব প্রত্যক্ষীভূয় সাক্ষাৎ সেবায়াং মাং নিযুঞ্জানঃ স্বভবনং নয়তীতি জানন্ কৃতকৃত্যো ভক্তো ভবতীতি।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিশ্চ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।

ইত্যর্থঃ সাধু বিবৃতঃ। অতোঽপি যথোত্তরস্বাদুবৈশিষ্ট্যভাজিত-স্নেহমান-প্রণয়-রাগানুরাগমহাভাবাখ্যানি ভক্তিকল্পবল্ল্যাঃ ঊর্দ্ধোর্দ্ধপল্লব-

---

ঘূণাক্ষরেও ভগবৎপরিচর্য্যাদি করি নাই। কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের ফলে আমার সেই রূপ দর্শন হইয়াছিল। আবার কোন মহদপরাধের ফলে তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম! অথবা বৈগুণ্যসমুদ্রে পতিত অতি ক্ষুদ্র আমাকে ঐ প্রকার করুণা করিয়া দর্শন দিয়াছিলেন। কারণ, শ্রীভগবানের করুণা যে নিতান্ত নিরুপাধিকা, তাহাই দর্শন করাইবার জন্য আমাতে মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন। হায়! কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যে এই নিধি আমার হস্তগত হইল? আবার কোন্ মহাপরাধের ফলেই বা ইহা হস্তচ্যুত হইল? আমি অজ্ঞ বলিয়া কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। আমি মহামূর্খের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। কোথায় যাই? কি করি? ইহার উপায় কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? চতুর্দ্দিক মহাশূন্যের ন্যায়, আত্মীয়হীনের ন্যায়, নিরাশ্রয়ের ন্যায়, দাবানলদগ্ধের ন্যায়, আমাকে যেন ত্রিভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। অতএব লোকসঙ্গ হইতে দূরে যাইয়া কোন নির্জ্জনস্থানে ক্ষণকাল এবিষয় প্রণিধান করি।" এই বলিয়া নির্জ্জনস্থানে গিয়াও স্থির হইতে পারেন না, তখন ভক্ত বলিতে থাকেন, "হে প্রভো! হে সুন্দর মুখারবিন্দ মাধুরী-ধারিন্! হে সুধাধরধারিন্! আপনার শ্রীবিগ্রহের পরিমলে নিখিল শ্রীবৃন্দা-

গামীনি ফলানি সন্তি। ন তেষামাস্বাদ-সম্পদৌষ্ণশৈত্য-সংমর্দ্দসহঃ সাধকস্য দেহো ভবেদিতি ন তেষাং তত্র প্রাকট্যসম্ভব ইতি ন তান্যত্র বিবৃতানি। কিঞ্চেহ রুচ্যাসক্তিভাব-প্রেমসু লক্ষয়িত্বা সাক্ষাদনুভব-গোচরতাং প্রাপিতেষু তত্র সন্ত্যপি ভূরীণি প্রমাণানি নোপন্যস্তানি। প্রমাণাপেক্ষয়া হ্যনুভববর্ত্মপারুষ্যাপাদকত্বাৎ। কিঞ্চ তান্যপেক্ষাণি চেৎ "তস্মিং স্তদা লব্ধরুচের্মহামতে" রিতি রুচৌ "গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে" ইত্যাসক্তৌ—"প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিরিতি" রতৌ

বন ভাবিত ও বাসিত হইতেছে। আপনার গলদোলিত বনমালার মধুলোভে অলিকুল চঞ্চল হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। আমি কিরূপে পুনরায় ক্ষণকালের জন্যও আপনার দর্শনলাভ করিব? আমি একবারমাত্র আপনার ঐ মাধুর্য্যামৃত পান করিয়াছি; আমি আপনার ঐ অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য কি আর পুনরায় আপনার অভ্যর্থনা করিতে সমর্থ হইব না?" এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে ভক্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, কখন বা ভূলুণ্ঠন করেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হয়েন। আবার কখন বা উন্মাদের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া প্রতিদিকেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া হাস্য, গান ও নৃত্য করেন। আবার কখন বা তাঁহার অদর্শনে অনুতপ্ত হইয়া রোদন করিতে থাকেন। তিনি এইরূপ অলৌকিক চেষ্টাশীল হইয়া আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিলেও স্বদেহের আর কোনরূপ চেষ্টা থাকে না। অর্থাৎ নিজের দেহ থাকিল কি না, সে বিষয়ে তাঁহার কোন অনুসন্ধান থাকে না বা অনুসন্ধান করিবার মত বোধও থাকে না। অনন্তর ভক্ত যথাসময়ে ঐ শরীর ত্যাগ করিয়া সিদ্ধদেহ লাভে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তৎকালে তাঁহার নিজশরীর সম্বন্ধে কোন বোধ না থাকায় আমার দ্বারা শ্রীভগবান অভ্যর্থিত হইয়া সেই করুণা-বরুণালয় প্রত্যক্ষীভূত হইলেন এবং আমাকে সাক্ষাৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া স্বভবনে লইয়া যাইবেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করেন।

শাস্ত্র যে প্রেমোদয়ের প্রায়িক ক্রমের কথা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—"প্রথমে শ্রদ্ধা, (শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস) তৎপরে ভজন শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজনক্রিয়া, তৎপরে অনর্থনিবৃত্তি, তারপর ভজনে নিষ্ঠা

প্রেমাতিভর-নির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতিনিবৃত” ইতি প্রেমণি “তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃসন্ত্যশন তৃড্ভু ভয়শোক মোহ', ইতি রুচ্যনুভাবে “গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ” ইতি আসক্ত্যনুভাবে “যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ। তথা মে ভ্রাম্যতে চেত-শ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়েতি” রত্যনুভাবে “এবং ব্রত” ইত্যত্র “হসত্যথো রোদিতিরৌতি গায়তীতি” প্রেম্নোঽনুভাবে “আহূত ইব মে শীঘ্রং নর্শনং যাতি চেতসী”তি তত্র স্ফুর্ত্তৌ “পশ্যন্তি তে মেরুচিরাণ্যম্ব সন্ত” ইতি “সাক্ষাদ্দর্শনে তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ”

তারপর রুচি, অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক ভজনবিষয়ে অভিলাষ, তারপর আসক্তি, অর্থাৎ স্বারসিকীভাবে ভজন-নির্ব্বাহ। তদনন্তর ভাব, তারপর প্রেম উদিত হয়।” এই প্রকারে শাস্ত্রে যে শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত, উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট সোপানসমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সাধু বিবৃতি। অনন্তর ইহারও উত্তরোত্তর স্বাদু ও বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব নামক ভক্তি কল্পলতার উর্দ্ধউর্দ্ধ পল্লবগামী ফল আছে; কিন্তু এই সাধকদেহে ঐ ফল আস্বাদন করা যায় না। কারণ, এই সাধকদেহ উক্ত ফলের আস্বাদ-সম্পদের উষ্ণতা, শৈত্য ও সংমর্দ্দ সহ্য করিবার যোগ্য নহে; সুতরাং সাধকদেহে উহাদের প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের কথা এস্থলে বিবৃত হইল না। আর এই গ্রন্থে যে রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাদেরও সাক্ষাৎ অনুভব গোচরতার কথাই বলা হইয়াছে। আর ইহাদের বহু প্রমাণ থাকিলেও তাহা এস্থলে উপন্যস্ত হইল না। কারণ, প্রমাণের অপেক্ষা করিলে অনুভবগম্য-পথের কর্কশতাই প্রতি-পাদিত হইয়া থাকে। যদিও এস্থলে কাঠিন্য-পরিহার নিমিত্ত প্রমাণ প্রয়োগ হয় নাই, তথাপি যদি কেহ প্রমাণের অপেক্ষা করেন, তাহার জন্য শ্রীমদ্ভাগ-বতের কয়েকটী শ্লোকে উহাদের দিগ্‌দর্শন করা হইল। এইপ্রকারে মূলোক্ত বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াই গ্রন্থের উপসংহার করা হইল। এই শ্লোকে রুচির দৃষ্টান্ত—“তস্মিং স্তদা লব্ধরুচের্মহামতে” ইত্যাদি। (১।৫।২৭)

এই শ্লোকে আসক্তির দৃষ্টান্ত—গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে” ইত্যাদি। (৩।২৫।১৫)

ইতি লব্ধদর্শনস্য স্বভাবে 'বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধ' ইতি চেষ্টায়াং প্রমাণান্যনুসন্ধায় বিচারয়িতব্যানি। অত্রেদং তত্ত্বং—"অহংকারস্য দ্বে বৃত্তী অহন্তা মমতা চেতি।" তয়োর্জ্ঞানেন লয়ো মোক্ষঃ দেহগেহাদি-বিষয়ত্বে বন্ধঃ। অহং প্রভোর্জনঃ সেবকোঽস্মি, সেব্যো মে প্রভুর্ভগবান্ সপরিকর এব রূপগুণমাধুরী-মহোদধিরিতি পার্ষদরূপবিগ্রহ-ভগবদ্বিগ্রহাদিবিষয়ত্বে প্রেমা স হি বন্ধ-মোক্ষাভ্যাং বিলক্ষণ এব পুরুষার্থচূড়ামণিরিত্যুচ্যতে।

এই শ্লোকে রতির দৃষ্টান্ত—প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিরিতি।" (১।৫।২৬)

এই শ্লোকে প্রেমের দৃষ্টান্ত—'প্রেমাতিভর নির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতি নির্বৃত॥'

এই শ্লোকে রুচির অনুভাবের (কার্য্যের) দৃষ্টান্ত—

"তা যে নিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ ভয়শোক-মোহঃ ইত্যাদি।

এই শ্লোকে আসক্তির অনুভাবের দৃষ্টান্ত—"গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ" ইত্যাদি। (১০।২।৩৯)

এই শ্লোকে রতির অনুভাবের দৃহান্ত—

যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে ভ্রাম্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া॥

এই শ্লোকে প্রেমের অনুভাবের দৃষ্টান্ত—

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ এই শ্লোকের 'হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তীতি" প্রভৃতির দ্বারা প্রেমের অনুভাবের কথা বলা হইয়াছে। আর "আহুত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতস্য" এই শ্লোকে সেই সেই স্থানে স্ফূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে। আর "পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্ত" (৩।২৫।৩৫) ইত্যাদি শ্লোকে সাক্ষাৎ দর্শনের বিষয় বলা হইয়াছে।

এই শ্লোকে লব্ধদর্শন ভক্তের অবস্থার কথা বলা হইতেছে—তৈর্দর্শ-নীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিত বামসূক্তৈঃ। ইত্যাদি। (৩।২৫।৩৬)

এই শ্লোকে লব্ধদর্শন উক্ত ভক্তের চেষ্টাদির প্রমাণ লিখিত আছে। "স্বভাবে বাসো যথা পরিবৃতং মদিরামদান্ধঃ।"

তত্র ক্রমঃ*। অহন্তামমতয়োর্ব্যবহারিক্যামেব বৃত্তাবতিসান্দ্রায়াং সত্যাং সংসার এব, অহং বৈষ্ণবো ভূয়াসং প্রভু মে ভগবান্ সেব্যো ভবত্বিতি যাদৃচ্ছিক্যাং শ্রদ্ধাকণিকায়াং সত্যাং তদ্বৃত্তেঃ পারমার্থিকত্ব-গন্ধে ভক্তাবধিকারঃ। ততঃ সাধুসঙ্গে সতি পারমার্থিকত্বগন্ধস্য সান্দ্রত্বং ব্যবহারে আত্যন্তিকী। ততো ভজনক্রিয়ায়ামনিষ্ঠিতায়াং সত্যাং তয়োঃ পরমার্থে বস্তুন্যেকদেশব্যাপিনী বৃত্তিঃ ব্যবহারে পূর্ণৈব। তস্যাং নিষ্ঠিতায়াং পরমার্থে বহুলদেশব্যাপিনী ব্যবহারে প্রায়িক্যেব। রুচাবুৎপন্নায়াং পরমার্থ প্রায়িক্যেব বৃত্তির্ব্যবহারে তু বহুদেশব্যাপিনী। আসক্তৌ জাতায়াং পরমার্থে পূর্ণা ব্যবহারে তু একদেব্যাপিনী।

অতএব এই সকল শ্লোক অনুসন্ধান করিয়া উহাদের প্রমাণের বিচার করা যাইতে পারে।

এই প্রবন্ধে যাহা কিছু আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, অহঙ্কারের দুইটি বৃত্তি—অহন্তা ও মমতা। জ্ঞানের দ্বারা ঐ বৃত্তিদ্বয়ের লয় হইলে জীবের মোক্ষ হয় এবং দেহগেহাদি বিষয়ে উহার স্থিতি হইলে জীবের বন্ধন ঘটিয়া থাকে। আর আমি প্রভুর নিজজন, সেবক, সপরিকর রূপ-গুণ মাধুরী-মহোদধি প্রভু ভগবান আমার সেব্য; এইপ্রকারে শ্রীভগবানের পার্ষদরূপ বিগ্রহে অহন্তা এবং শ্রীভগবদ্বিগ্রহাদি বিষয়ে মমতা হইলে তাহাকে প্রেম বলা হয়। বস্তুতঃ এই প্রেমই বন্ধন ও মোক্ষ হইতেও বিলক্ষণ বলিয়া উহা পুরুষার্থ-চূড়ামণি-নামে অভিহিত হন।

তাহার ক্রম বলিতেছেন—অহন্তা ও মমতা ব্যবহারিক বৃত্তিতে অত্যন্ত গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে সংসারে থাকিয়াই বৈষ্ণব হইব, প্রভু ভগবান আমার সেব্য হউন,—এইরূপ যাদৃচ্ছিকী (মহৎ-কৃপা-জনিত) শ্রদ্ধাকণিকা জাত হইলে, উহার পারমার্থিকত্বগন্ধ-প্রযুক্ত ঐরূপ জীবের ভক্তিতে অধিকার জন্মে। তৎপরে সাধুসঙ্গ হইলে পারমার্থিক গন্ধের গাঢ়তা জন্মে এবং ব্যবহারিক বিষয়ে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। তৎপরে অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া আরম্ভ হইলে অহন্তা-মমতা পরমার্থ বস্তুতে একদেশব্যাপিনী এবং ব্যবহারিক বিষয়ে পূর্ণা থাকে। পরে ভজনক্রিয়ায় নিষ্ঠা উৎপন্ন হইলে পরমার্থ বিষয়ে বহুলদেশব্যাপিনী এবং ব্যাবহারিক বস্তুতে প্রায়িকী হইয়া থাকে। তদনন্তর রুচি উৎপন্ন হইলে

ভাবে তু পরমার্থ এবাত্যন্তিকী বৃত্তির্ব্যবহারে তু বাধিতানুবৃভিন্যায়েনাভাসাময়ী। প্রেমণি তয়োরহন্তামমতয়োর্বৃভি পরমার্থে পরমাত্যন্তিকী ব্যবহারে তু নৈকাপীতি।

এবঞ্চ ভজনক্রিয়ায়াং তগবদ্ধ্যানং বার্ত্তান্তরগন্ধি ক্ষণিকমেব। নিষ্ঠায়াং তদ্ধ্যানে বার্ত্তান্তরাভাসঃ। রুচৌ বার্ত্তান্তররহিতমেব তদ্ধ্যানং বহুলকালব্যাপি। আসক্তৌতদ্ধ্যান-মতিসান্দ্রম্। ভাবে ধ্যানমাত্রমেব ভগবতঃ স্ফূর্ত্তিঃ। প্রেমণি স্ফূর্ত্তের্বৈলক্ষণ্যং তদ্দর্শনঞ্চেতি।

পরমার্থ বিষয়ে প্রায়িকী ব্যবহারিক বিষয়ে বহুলদেশব্যাপিনী হইয়া থাকে। পরে আসক্তি জন্মিলে পরমার্থ বিষয়ে পূর্ণা এবং ব্যবহারিক বিষয়ে একদেশব্যাপিনী হইয়া থাকে। পরে ভাব উদয় হইলে ঐ বৃত্তি (অহন্তা-মমতা) পরমার্থ-বস্তুতে আত্যন্তিকী এবং ব্যবহারিক বিষয়ে 'বাধিতানুবৃত্তি' ন্যায়ে (আদৌ নষ্ট পুনরুত্থিতের ন্যায়) আভাসময়ী হইয়া থাকে। প্রেম উৎপন্ন হইলে সেই অহন্তা-মমতাবৃত্তি পরমার্থ বস্তুতে পরমাত্যন্তিকী ও ব্যবহারিক বিষয় একেবারেই থাকে না।

এইপ্রকার ভজনক্রিয়ার আরম্ভে ভগবদ্ধ্যান বার্ত্তান্তরগন্ধ ও ক্ষণিক হইয়া

---

* **তত্ত্ব-ক্রমঃ**

ব্যবহারিকে	ভূমিকায়াং	পারমার্থিকে
সান্দ্রত্ব	শ্রদ্ধা	গন্ধমাত্রত্ব
আত্যন্তিকী	সাধুসঙ্গ	গন্ধসান্দ্রত্ব
পূর্ণা	অনিষ্ঠিতা (ভজনক্রিয়া)	একদেশব্যাপিনী
প্রায়িকী	নিষ্ঠিতা (ভজনক্রিয়া)	বহুলদেশব্যাপিনী
বহুলদেশব্যাপিনী	রুচি	প্রায়িকী
একদেশব্যাপিনী	আসক্তি	পূর্ণা
আভাষময়ী	ভাব	আত্যন্তিকী
নৈকাপি	প্রেম	পারমাত্যন্তিকী

মাধুর্য্যবারিধেঃ কৃষ্ণচৈতন্যাদুদ্ধৃতৈঃ রসৈঃ।
ইয়ং ধিনোতু মাধুর্য্যময়ীকাদম্বিনী জগৎ ॥৩॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিতায়াং মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং পূর্ণমনোরথো নামাষ্টম্যমৃতবৃষ্টিঃ ॥৮॥

সমাপ্তৈষা মাধুর্য্যকাদম্বিনী ॥

থাকে। নিষ্ঠা হইলে সেই ধ্যানে বার্ত্তান্তরের আভাসমাত্র থাকে। রুচি জন্মিলে ঐ ধ্যান বার্ত্তান্তররহিত ও বহুক্ষণ ব্যাপী হইয়া থাকে। আসক্তি জন্মিলে সেই ধ্যান অত্যন্ত গাঢ় হইয়া থাকে। ভাবের উদয়ে ধ্যানমাত্রেই শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। প্রেমে কিন্তু স্ফূর্ত্তিরও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় এবং শ্রীভগবানের সাক্ষাৎদর্শন হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মাধুর্য্যবারিধি হইতে উদ্ধৃত রসের দ্বারা এই মাধুর্য্যময়ী কাদম্বিনী জগৎকে তৃপ্ত করুন।

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী-গ্রন্থে পূর্ণমনোরথনামক অষ্টম্যমৃতবৃষ্টি।

সমাপ্ত